لا إله إلا الله محمد رسول الله

الديمقراطية دين

أبي محمد عاصم المقدسي

গণতন্ত্র একটি দ্বীন • শায়খ আবু মুহাম্মদ আসীম আল-মাক্বদিসী

لا إله إلا الله محمد رسول الله

গণতন্ত্র একটি দ্বীন

শায়খ আবু মুহাম্মদ আসীম আল-মাক্বদিসী

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবু ইব্রাহীম

লেখক পরিচিতি

নাম– আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাক্‌দিসী
জন্ম– ১৩৭৮ হি (১৯৫৯ ইং)
জন্মস্থান– নাবলুস, প্যালেস্টাইন।
তাঁর আক্বিদা– সালাফ আস-সালিহীন-এর ভাবধারা ব্যতীত আমার কোন নিজস্ব ভাবধারা নেই, তারা ছিলেন আল-ফিরকাতুন নাজিয়াহ এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আহ। আমরা তাওহীদ ও এর প্রভাব, তাওহীদের দাবী এবং এর শক্তিশালী বন্ধনসমূহের উপর জোর দিয়ে থাকি, সেই সাথে সকল প্রকারের শিরকের মোকাবেলা করা– বিশেষ করে সমসাময়িক শিরকের স্পষ্ট কুফরসমূহকে মোকাবেলা করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমাদের উম্মতের সোনালী যুগের মানুষদের মত আমরাও মধ্যম পন্থা আঁকড়িয়ে ধরে থাকি, কোন বাড়াবাড়ি বা গাফলাতির সাথে আমরা নেই। দা'ওয়ার একটি বিশেষত্ব হলো– প্রকাশ্য ঘোষণা; আমরা ইব্‌রাহীম এর পথ অনুসারে কাফিরদের সাথে এবং তাদের মিথ্যা উপাস্য ও পৌত্তলিকদের সাথে বারা' (সম্পর্ক-চ্ছেদ)-এর ঘোষণা দিয়ে থাকি।
বর্তমানে তিনি জর্ডানে কারারুদ্ধ আছেন।

লেখকের অন্যান্য কিছু গ্রন্থ–
- Millat Ibrahim
- This is Our Aqeedah
- Precaution: Between Paranoia and Negligence
- Murji'at Al-'Asr
- Despair Not, Allah is With Us

গণতন্ত্র ঃ

একটি জীবন ব্যবস্থা *(দ্বীন)*

শায়খ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাক্‌দিসী

এবং

'মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার করা' - ছোট কুফ্‌র না বড় কুফ্‌র?

শায়খ আবু হাম্‌জা আল-মিশ্‌রী

প্রকাশনায় ঃ আল-ফুরক্বান প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী, ২০০৬।

দ্বিতীয় প্রকাশকাল ঃ জুলাই, ২০০৮।

প্রকাশক ঃ মাওলানা আবু উমায়ের

প্রচ্ছদ ঃ নজরুল ইসলাম

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ মুহাম্মদ ইউসুফ

সৌজন্য মূল্য ঃ ৮০ টাকা মাত্র

আল-ফুরক্বান প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ

فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"

[সূরা আলি 'ইমরান ৩ : ৮৫]

This Books is Made by
Abdullah Arif
Make your Suggetion and Comments
in this address
arifbd87@yahoo.com

সূচিপত্র

সম্পাদকের কিছু কথা..... ৭

গণতন্ত্র : একটি জীবন ব্যবস্থা (দ্বীন)

অনুবাদকের কিছু কথা..... ১১

লেখকের কিছু কথা..... ১৩

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, নাযিলকৃত কিতাবসমূহ, ইব্‌রাহীম عليه السلام এর দাওয়াহ্‌ এবং সবচেয়ে মজবুত হাতল -এসবের সূত্রপাত এবং উদ্দেশ্য. ১৫

গণতন্ত্র একটি নব উদ্ভাবিত দ্বীন, যেখানে এর উদ্ভাবকরা হল মিথ্যা উপাস্য এবং অনুসারীরা হল তাদের দাস..... ২৮

গণতন্ত্রের প্রচারক ও সমর্থকদের ভ্রান্ত ও প্রতারণামূলক কতিপয় যুক্তির খন্ডন..... ৩৬

সংসদীয় বিষয় : বিবেচনা করুন, চিন্তা করুন হে জ্ঞানবান-বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ!..... ৭৯

বাংলাদেশের সংবিধান থেকে নেয়া প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য..... ৮১

'মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার করা'- ছোট কুফ্‌র না বড় কুফ্‌র?

লেখকের পক্ষ থেকে কিছু উপদেশ..... ৮৫

ভূমিকা..... ৮৭

ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর উদ্ধৃত 'কুফর দূনা কুফ্‌র'-এর ব্যাখ্যা..... ৮৮

ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর কথার শাব্দিক অর্থ কি এবং কোন পরিস্থিতিতে তিনি এই উক্তি করেছেন?..... ৮৯

শরী'আহ্‌-র 'হুকুম'-এর সাথে 'ফতোয়া' ও 'রায়'-এর পার্থক্য..... ৯০

কাফের, যালেম ও ফাসেক বিচারক..... ১০৯

কখন একজন মুসলিম খলিফার অবাধ্য হতে পারে?..... ১১১

উপসংহার..... ১১৪

আহ্বান..... ১১৬

সম্পাদকের কিছু কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله

সারা বিশ্বে আজ গণতন্ত্রের জয়-জয়কার চলছে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বা খিলাফত পরিবর্তন করে ইসলামের শত্রুরা আজ গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাদের 'প্রভুত্ব' মুসলিমদের উপর কায়েম করার অবিরাম প্রয়াস চালাচ্ছে। অতীব দুঃখজনক বিষয় এই যে, আজ অনেক মুসলিম নামধারী আলেমগণও পার্থিব সুবিধা হাসিলের উদ্দেশ্যে ইসলামকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রী করে, কাফেরদের এই পদ্ধতিকে শুধু বৈধ বলেই থেমে থাকছে না বরং এ কুফ্‌রী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠার জন্য আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আর যে সকল ঈমানদাররা এই পদ্ধতির বিরোধিতা করছেন এবং আল্লাহ্‌র রাসূল صلى الله عليه وسلم -এর দেখানো সুন্নাহ্‌-এর মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন, তাঁদেরকে এরা *'খাওয়ারিজ'*, 'মৌলবাদী' অথবা 'পথভ্রষ্ট' বলে ফতোয়া দিচ্ছে।

আল্লাহ্‌ তুমি সাক্ষী থেকো! তাদের এই অপবাদের ব্যাপারে, যা তোমার পথে নিবেদিত বান্দাদের উপর আরোপ করা হচ্ছে। আর সকল যুগেই এ ধরনের অনেক তিরস্কারকারীদের পাওয়া যায়, যারা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদেরকে অপবাদ দেয়ার মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদের ধোকায় ফেলার চেষ্টা করে থাকে।

এই প্রবন্ধটি দু'টি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে 'গণতন্ত্র'-এর ব্যাপারে কুর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে যারা কিছু অযৌক্তিক যুক্তি পেশ করে তাদের ঐ যুক্তিগুলোকে খন্ডন করা হয়েছে। এই অংশটি *শায়খ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাক্‌দিসী*-র আরবী ভাষায় লেখা الديمقراطية دين 'গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমাদের সমাজে আল্লাহ্‌র বিধান কায়েমের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা আর তা হল - 'মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার কার্য পরিচালনা করা কি ছোট কুফ্‌রী না বড় কুফ্‌রী?' এ সংশয়ের দলিল ভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এটি শায়খ *আবু হাম্‌জা আল-মিশ্‌রী*-র রচিত 'মানব রচিত আইনের দ্বারা বিচার করা কি ছোট কুফ্‌র না বড় কুফ্‌র?' প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে।

অতঃপর, এই বইয়ে কোন ভুল থাকলে, তা আমাদের এবং শয়তানের পক্ষ হতে। আমরা আশা করব, সম্মানিত পাঠকেরা আমাদের ভুলগুলো কুর'আন-হাদীসের সঠিক প্রমাণ সহকারে চিহ্নিত করে দিবেন যেন এই বইয়ের তৃতীয় সংস্করণে সেগুলোর সংশোধন করতে পারি। আর এই কাজের যা কিছু ভাল সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং তিনিই সর্বোত্তম পুরস্কার দাতা।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের কামনা, তিনি যেন আমাদের সেই পথ প্রদর্শন করুন যে পথে তাঁর সন্তুটি অর্জন করা যায় এবং দ্বীন-ইসলামকে দুনিয়ার বুকে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠা করার যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা পূরণ করা আমাদের জন্য সহজ করুন এবং সীমালংঘনকারী অন্তর এবং বাহিরের খারাপ প্রভাব ও কুমন্ত্রণা হতে আমাদের হেফাজত করুন। আমিন॥

আপনাদের দ্বীনি ভাই

আবু আব্দুল্লাহ

الديمقراطيّة دين

أبي محمد المقدسي

গণতন্ত্র :

একটি জীবন ব্যবস্থা *(দ্বীন)*

শায়খ আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাক্‌দিসী

অনুবাদকের কিছু কথা

الحمد لله ربِّ العالمين، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشرِّكون. والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته وتمسك بسنّته إلى يوم الدين. وبعد..

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি চিরঞ্জীব, সৃষ্টিকর্তা, এক ও একক এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নাই। তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি তাঁর নিজের সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাকে কখনও মাফ করেন না। এবং তিনি কখনও ঐ ব্যক্তির আমল গ্রহণ করেন না যে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কারও ইবাদত করে। তিনিই একক, তিনি একত্ববাদকে তাঁর ঈমানদার বান্দাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বানিয়ে দিয়েছেন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা এবং আদর্শ হচ্ছেন মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم, সর্বশেষ নবী ও রাসূল, আল্লাহ্ তাঁর, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবীগণ এবং কেয়ামত পযর্ন্ত যারা তাঁকে অনুসরণ করবে তাঁদের সবার প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। (আমীন॥)

অতঃপর, আমি যা বলতে চাই,

আমাদের দ্বীনি ভাই, আবু মুহাম্মদ আল-মাক্‌দিসীর **'গণতন্ত্র : একটি জীবন ব্যবস্থা *(দ্বীন)*'** নামক আরবীতে লিখিত বইটি পড়ে আরবী ভাষা বোঝে না এমন মুসলিমদের এই মহাবিপর্যয় সম্পর্কে জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করলাম। এই মহাবিপর্যয় মানুষের চিন্তাধারা, তাওহীদের আদর্শ এবং সর্বোপরী ঈমানদারদের দ্বীনি চেতনাকে কুলষিত করেছে।

অনেক অবিশ্বাসী-কাফের মিথ্যা দাবীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায় যে গণতন্ত্র কোন জীবন ব্যবস্থা (*দ্বীন*) নয়। আমি খুবই আনন্দিত যে, আবু মুহাম্মদ আল-মাক্‌দিসী এই বাতিল সংবিধান এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের মিথ্যা দাবীকে পরিষ্কারভাবে খন্ডন করে দিয়েছেন।

তিনি তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণের জন্য কুর'আন এবং সুন্নাহ্‌র সঠিক দলিলের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিক প্রমাণপত্র উপস্থাপন করেছেন। এভাবে তিনি এমন একটি প্রবন্ধ লিখেছেন যা অসঙ্গতি ও অসার বক্তব্য বর্জিত এবং সহজে বোধগম্য।

আমি অনেকদিন ধরেই কাফেরদের নব উদ্ভাবিত গণতন্ত্রের যুক্তি খন্ডন এবং শির্‌কী সংসদীয় পরিষদের বিরুদ্ধে যুক্তি খন্ডনের পূর্ণাঙ্গ দলিল খুঁজছিলাম। এই মহৎ কাজটি আমাদের প্রাণ প্রিয় শাইখ সূচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। আমি এই বইটি পেয়ে ভীষণ আনন্দিত, কারণ *'ত্বাগুত'* ও ত্বাগুতের পৃষ্ঠপোষক, সহযোগী এবং ভন্ড আলেমরা তাদের কুফ্‌রী সংবিধান ও সংসদের পক্ষে যে সব মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ যুক্তি দাঁড় করায় তাদের সকলের জবাবে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে পূর্ণাঙ্গ দলিল পেশ করা হয়েছে। আমি সমস্ত কিছুই এই মূল্যবান বইতে পেয়েছি। তাই আমি বইটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে যারা আরবীতে পড়তে পারেন না তারা যেন মিথ্যা থেকে সত্যের পার্থক্য করতে পারেন, পথভ্রষ্টতা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেন, পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার নির্দেশনা পান এবং যারা গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস করে তাদের বিরুদ্ধে যেন দলিল পেশ করতে পারেন। আমি আশা করি আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করবেন এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্যেই যিনি প্রথম (*আল-আওওয়াল*) এবং শেষ (*আল-আখির*)।

- অনুবাদক

লেখকের কিছু কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে আশ্রয় চাই, তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই এবং আমরা তাঁর কাছে পানাহ চাই নফ্‌সের প্রতারণা হতে এবং আমাদের খারাপ আমল হতে। আল্লাহ্‌ যাকে হেদায়েত দেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না, আর আল্লাহ্‌ যাকে গোমরাহ করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم তাঁর বান্দা এবং শেষ রাসূল। তিনি আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। মহানবী মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবীগণ এবং যারা তাঁকে কেয়ামত পযর্ন্ত অনুসরণ করবে তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলা শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। (আমীন)

অতঃপর, শির্‌কী শাসন ব্যবস্থার সংসদীয় নির্বাচনের ঠিক পূর্বে এই বইটি লেখার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছিল এবং এটা এমন একটা সময় যখন মানুষ গণতন্ত্রের দ্বারা মোহগ্রস্থ হয়ে আছে। কখনও তারা গণতন্ত্রকে 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা' অথবা *'শূরা কাউন্সিল'* (পরামর্শ সভা) বলে থাকে। আবার কখনও তারা এমন যুক্তি উপস্থাপন করে যেন, আপাত দৃষ্টিতে, গণতন্ত্রকে একটি বৈধ মতবাদ বলে মনে হয়। তারা ইউসুফ عليه السلام এর সাথে রাজার শাসনব্যবস্থার ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করে। আবার অন্য সময়ে তারা নাজ্জাসীর শাসনব্যবস্থাকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করে শুধু তাদের স্বার্থসিদ্ধি ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। তারা সত্যের সাথে মিথ্যার এবং আলোর সাথে অন্ধকারের এবং ইসলামের একত্ববাদের সাথে গণতন্ত্রের শির্‌কী ব্যবস্থার মিশ্রণ ঘটায়। আমরা, আল্লাহ্‌র সাহায্যে, এই সব মিথ্যা যুক্তি খন্ডন করেছি এবং প্রমাণ করেছি যে **গণতন্ত্র : একটি জীবন ব্যবস্থা (*দ্বীন*)**; আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা (*দ্বীন*) নয়।

এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত একত্ববাদের *দ্বীন* (জীবন ব্যবস্থা) নয়। সংসদ ভবন হচ্ছে এই শির্কের কেন্দ্রস্থল এবং শির্কী বিশ্বাসের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। আমাদের জীবনে তাওহীদ বাস্তবায়ন করতে হলে এই সমস্ত কিছুকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে আর এটাই হচ্ছে বান্দার উপর আল্লাহ্র হক। যারা গণতন্ত্রের অনুসারী, আমাদের অবশ্যই তাদেরকে শত্রু হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং আমরা অবশ্যই তাদের ঘৃণা করব এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখব এবং তাদেরকে পর্যদস্ত করব।

গণতন্ত্র একটি সুস্পষ্ট শির্কী মতাদর্শ এবং নির্ভেজাল কুফ্রী যে ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর কিতাবে সতর্ক করেছেন এবং তাঁর রাসূল صلى الله عليه وسلم সারা জীবন এই সব ত্বাগুতদের (মিথ্যা উপাস্যদের) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ছিলেন।

তাই, হে আমার একত্ববাদী ভাইয়েরা, অটল থাক নবীর প্রকৃত অনুসারীরূপে এবং যারা গণতন্ত্র ও এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন তাদের সাহায্যকারী হও। নিজের জীবনকে সাজাও তাদেরকে অনুসরণ করার জন্যে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধানকে প্রয়োগ করে থাকে। রাসূল صلى الله عليه وسلم এই পথ সম্পর্কে বলেছেন, *"আমার উম্মাহ্র মধ্যে একদল লোক থাকবে যারা আল্লাহ্র আদেশ পালন করতে থাকবে এবং যারা তাদেরকে ত্যাগ করবে অথবা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে কেউই তাদের ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ না পূর্বনির্ধারিত সময় উপস্থিত হয় (কিয়ামত হয়)।"*

আমি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করি যাতে আল্লাহ্ আমাকে এবং আপনাকে ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি প্রথম (*আল-আওওয়াল*) এবং যিনিই শেষ (*আল-আখির*)।

- আবু মুহাম্মদ আল-মাক্দিসী।

আল্লাহ্র সৃষ্টি, নাযিলকৃত কিতাবসমূহ, ইব্রাহীম عليه السلام এর দাওয়াহ্ এবং সবচেয়ে মজবুত হাতল - এসবের সূত্রপাত এবং উদ্দেশ্য ঃ

প্রত্যেকের জানা উচিত যে, আল্লাহ্ই সমস্ত বস্তু ও প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ্ আদম সন্তানকে *সালাত*, *যাকাত* বা অন্য যে কোন ইবাদত জানার ও পালন করার পূর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির আদেশ দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে - কেবল এক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা এবং তাঁকে ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তাদের বর্জন করা। এ কারণেই আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন, নবীদের পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন এবং জিহাদ ও শাহাদাতের আদেশ দিয়েছেন। আর এ কারণেই আর-রহমানের অনুসারী এবং শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণেই দারুল ইসলাম এবং খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وما خلقتُ الجن والإنس إلا ليعبدون

"আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে তারা আমারই ইবাদত করবে" [সূরা আয-যারিয়াত ৫১ : ৫৬]

যার অর্থ - আমাদের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহ্র ইবাদত করা।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

ولقد بعثنا في كلِّ أمةٍ رسولاً أنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

"আর নিশ্চয়ই, আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দেয়ার জন্য যে, আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগুত (অন্য সকল বাতিল ইলাহ্) থেকে নিরাপদ থাকো (বর্জন কর)।" [সূরা আন-নাহল ১৬ : ৩৬]

লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্ - আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই"- এই বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি। এটা ছাড়া কোন *দু'আ*, *সালাত*, *সওম*, *যাকাত*,

হজ্জ, জিহাদ অথবা অন্য কোন ইবাদতই আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বাণীতে ঈমান আনা ব্যতীত কেউই নিজেকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাতে পারবে না। কারণ এটাই হচ্ছে একমাত্র হাতল যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ দিয়েছেন তাঁর অনুসারীদের, যা তাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে। অন্য কোন হাতল জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাতে সক্ষম নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

...قد تبيَّن الرُّشد مِن الغَيِّ فمن يكفر بالطاغوت ويُؤمن بالله فقد

استمسك بالعُروة الوُثقى لا انفصام لها...

"...নিশ্চয়ই, সঠিক পথ ভ্রান্ত পথ থেকে আলাদা। যে ত্বাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে, সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না।" [সূরা বাকারাহ্ ২ : ২৫৬]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهمُ البشرى فبشر عباد

"যারা ত্বাগুতকে বর্জন করে তার (ত্বাগুতের) ইবাদত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে এবং আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় (তওবাহ্‌র মাধ্যমে), তাদের জন্য আছে সু-সংবাদ। অতএব সু-সংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।"

[সূরা আয-যুমার ৩৯ : ১৭]

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ঈমান আনার পূর্বে সকল মিথ্যা উপাস্যদের (বা ত্বাগুত-দের) অস্বীকার করার কথা বলেছেন। এই আয়াত আমাদের দেখাচ্ছে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ঈমান আনার পূর্বে, সমস্ত বাতিল *ইলাহ্*-(উপাস্য)দের পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন। (*লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্* - কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্ ব্যতীত) এই বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা একত্ববাদের আদেশ দিয়েছেন, যা নির্দেশ করে মজবুত হাতলের সবচেয়ে বড় নীতি সম্পর্কে; সুতরাং কেউই সত্যিকার ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য সকল বাতিল উপাস্যদের চূড়ান্ত ও পুরোপুরি ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

সেই উপাস্যগুলো, যাদের সাথে কুফ্‌রী (অবিশ্বাস বা অস্বীকার) করতে হবে এবং যাদের ইবাদত থেকে দূরে থাকতে হবে, সেগুলো কেবল পাথর, মূর্তি, গাছ বা কবর নয় (সিজদা বা *দু'আ*-র মাধ্যমে যাদের ইবাদত করা হয়)- বস্তুত মিথ্যা উপাস্যের আওতা আরও অনেক বেশি! এই উপাস্যগুলোর আওতার মধ্যে পড়ে প্রত্যেক জীব বা জড় যেগুলোর ইবাদত করা হয় আল্লাহ্ তা'আলা-কে বাদ দিয়ে এবং তারা এই ইবাদত গ্রহণ করে বা সন্তুষ্ট থাকে।[1]

যখন কোন সৃষ্টি নিজের আত্মার উপর যুলুম করে, তখন সে আল্লাহ্‌র বেঁধে দেয়া সীমা অতিক্রম করে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য *ইলাহ্*-এর ইবাদত করা এরূপ যুলমের অন্তর্ভুক্ত। এই ইবাদতের মধ্যে আছে সেজদা, মস্তক অবনতকরণ, *দু'আ* প্রার্থনা, শপথ করা এবং কুরবানী দেওয়া। আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে মান্য করাও এক ধরনের ইবাদত।

আল্লাহ্ আহলে কিতাব (ইহুদী ও নাসারা) সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন,

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله

"তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীগণকে তাদের *আরবাব* (প্রভু) রূপে গ্রহণ করেছে ..."[2]।

যদিও তারা তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীগণের সেজদা করে নাই বা তাদের ধর্মযাজকদের সামনে মাথা নত করে নাই, কিন্তু তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা সংক্রান্ত তাদের বিধান মেনে নিয়েছে এবং অনুসরণ করেছে। সেজন্যেই আল্লাহ্ তাদের এই কাজকে অর্থাৎ পন্ডিত ও ধর্মযাজকদের প্রভু বা উপাস্যরূপে গ্রহণ করার শামিল বলে গণ্য করেছেন। কারণ বিধানের ক্ষেত্রে আনুগত্য এক ধরনের ইবাদত এবং তা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে নির্দিষ্ট, যেহেতু আল্লাহ্‌ই একমাত্র সত্তা যিনি বিধান দিতে পারেন।

[1] এর মধ্যে ফেরেশতা, নবী বা ধার্মিক লোকরা অন্তর্ভুক্ত নয় যাদের ইবাদত মানুষ করছে কিন্তু তারা তাদের ইবাদত করতে বা তাদের *ইলাহ* হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ - ঈসা عليه السلام।

[2] সূরা তওবাহ্ (৯) ঃ আয়াত ৩১।

সুতরাং, যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো আইন বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা চালায়, সে বস্তুত একজন মুশরিক। প্রমাণ স্বরূপ মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم -এর সময়ের ঐ ঘটনাকে উল্লেখ করা যায়, যখন একটি মরা ছাগল নিয়ে *আর-রাহ্মান*-এর (আল্লাহ্র) বান্দা ও শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে বিবাধ হয়। মুশরিকরা যুক্তি দ্বারা মুসলিমদের বোঝাতে চাচ্ছিল যে, ছাগলটি প্রাকৃতিক ভাবে বা নিজে নিজেই মারা যায়, তার মধ্যে ও মুসলিমদের যবেহ্ করা ছাগলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারা দাবী করছিল যে, মৃত ছাগলটিকে আল্লাহ্ই যবেহ করেছেন। কিন্তু এই ঘটনার প্রেক্ষিতে, আল্লাহ্ তাঁর হুকুম জারি করে দিলেন এবং বললেন,

...وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

"... যদি তোমরা তাদের কথামত চল (আনুগত্য বা অনুসরণ কর) তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।" [সূরা আনআম ৬ : ১২১]

সুতরাং '*ইলাহ্*' বা 'উপাস্য' শব্দটি দ্বারা এমন সব লোকদেরও বোঝায় যারা আল্লাহ্র পাশাপাশি নিজেকে বিধানদাতা, আইনপ্রণেতা অথবা সংসদ প্রতিনিধি রূপে স্থান করে নেয় (কারণ এসকল পদে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বিধানের পরিপন্থী বিধান প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা দেয়া হয়); আর যারা তাদেরকে এসকল পদে নির্বাচিত করে (ভোট দেয়া বা অন্য কোন রূপে সমর্থন করার মাধ্যমে) তারা হয় *মুশরিক* - কারণ তারা সীমালংঘন করেছে (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পাশে আরেক বিধানদাতা মেনে নেয়ার মাধ্যমে শরীক করেছে)। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্র দাস হিসেবে এবং আল্লাহ্ তাকে আদেশ করেছেন তাঁর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য; কিন্তু কিছু মানুষ তা প্রত্যাখান করেছে এবং নির্ধারিত সীমা লংঘন করেছে। আইনপ্রণেতারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বানাতে চায় এবং তারা বিধান প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে চায় যা কারো জন্যে বৈধ নয় শুধুমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া। যদি কেউ, নিজেকে বিধানদাতা হিসেবে অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমে, সীমা অতিক্রম করে, তবে সে একজন উপাস্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তার ইসলাম এবং তার একত্ববাদ গ্রহণ যোগ্য হবে না, যতক্ষণ না সে যা করেছে তা অস্বীকারপূর্বক বর্জন করবে

এবং সেই ভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থার কর্মী ও সমর্থনকারীদের থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে জিহাদ করবে; অর্থাৎ যতক্ষণ না সে নিশ্চিতভাবে জানবে যে, গণতন্ত্র একটি ভ্রান্ত মতবাদ এবং এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

...يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمِروا أن يكفروا به

"... এবং তারা ত্বাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" [সূরা নিসা ৪ : ৬০]

মুজাহিদ رحمه الله বলেন, "'*ত্বাগুত*' (উপাস্য) হচ্ছে মানুষরূপী শয়তান যার কাছে মানুষ বিচার ফয়সালার জন্যে যায় এবং তারা তাকে অনুসরণ করে।"

শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ্ رحمه الله বলেন, "... আর এ কারণেই, যে কুর'আনের নির্দেশিত বিধান ছাড়া বিচার ফয়সাল করে সে হচ্ছে '*ত্বাগুত*'।"[3]

ইব্ন আল-কাইয়্যিম رحمه الله বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি, যে তার সীমা অতিক্রম করে, হয় ইবাদত, অনুসরণ অথবা আনুগত্যের মাধ্যমে - সুতরাং কোন মানুষের উপাস্য হয় সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পাশাপাশি বিচারক সাব্যস্ত করা হয়, অথবা আল্লাহ্র পাশাপাশি যার ইবাদত করা হয়, অথবা যার অনুসরণ করা হয় আল্লাহ্কে অগ্রাহ্য করে, অথবা যাকে মান্য করা হয় এমন বিষয়ে যার মাধ্যমে আল্লাহ্কে অমান্য করা হয় (এসব কিছুই ত্বাগুতকে ইবাদত করার অন্তর্ভুক্ত)"। তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ্র রাসূল যে বিধান নিয়ে এসেছেন, যদি কেউ তা দিয়ে বিচার-ফয়সালা না করে বা তার দিকে প্রত্যাবর্তন না করে, সে মূলতঃ অন্য কোন উপাস্যের অনুসরণ করছে।"[4]

বর্তমান সময়ে যে সব উপাস্যের ইবাদত করা হয়, যাদের প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যই বর্জন করতে হবে, যেন সবচেয়ে মজবুত রজ্জু (ইসলাম বা আল্লাহ্র একত্ববাদ) শক্তভাবে ধারণ করা যায় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে

[3] *মাজমু আল-ফাতাওয়া*, ২৮তম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২০১।

[4] *ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন*, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫০।

রক্ষা পাওয়া যায়, তারা হচ্ছে তথাকথিত আইনপ্রণয়নকারী পরিষদের জনগণের নির্বাচিত দেবদেবী (মন্ত্রী, সাংসদ), উপাস্য ও তাদের ভ্রান্ত অনুসারী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ لهم شُرَكاءُ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

ولولا كلمةُ الفصل لقُضِيَ بينهم...

"তাদের কি এমন কতগুলো *ইলাহ্* (উপাস্য) আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই? ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়ে যেতো ..." [সূরা আশ-শুরা ৪২ : ২১]

মানুষ এই সব 'আইন প্রণয়নকারী'-দের অনুসরণ করে আসছে এবং বিধান দেয়া বা আইন প্রণয়ন করাকে তাদের, তাদের সংসদের এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শাসন ব্যবস্থার অধিকার ও বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিয়েছে। তারা তাদের সংবিধানের মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, জনগণই প্রকৃতপক্ষে বিধান দেয়।[5]

এ কারণেই, আইন প্রণয়নকারীরা তাদের অনুসারীদের *ইলাহ্* হয়ে যায়। অনুসারীগণ তাদেরকে এই কুফ্‌রী মতবাদ ও শির্কের ব্যাপারে মেনে নিয়েছে যে রূপ আল্লাহ্ খ্রীষ্টানদের ব্যাপারে বলেছেন, যখন তারা আনুগত্য করেছিল তাদের ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীদের। আজকের গণতন্ত্রের অনুসারীরা ঐসব সংসার বিরাগী ও ধর্মযাজকদের থেকে বেশি নিকৃষ্ট ও অপবিত্র; কারণ যদিও তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করত কিন্তু তারা নিজেদেরকে আইন প্রণয়নকারী বলে দাবী করত না এবং তারা নিজেরা সংবিধান তৈরী করত না, কেউ যদি তাদের কথা গ্রহণ না করত অথবা অনুসরণ না করত তাহলে তারা তাদের শাস্তি প্রদান করত না; আর না তারা তাদের মিথ্যা উপাস্যগুলোর পক্ষে প্রমাণ দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব ব্যবহার করত যা করছে বর্তমানের শাসকগোষ্ঠী ও তাদের বেতনভুক্ত নামধারী আলেমগণ।

---

[5] **বাংলাদেশের সংবিধানের মূল ধারা নং ৭(১) ঃ**
৭(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

এই বিষয়টি যদি আপনার কাছে স্পষ্ট হয় তবে আপনার জানা উচিত, ইসলামের মজবুত হাতলকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং মানুষের তৈরি উপাস্যদের সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হল ইসলামের চূড়া। আর এর দ্বারা আমি *'জিহাদ'*-কে বুঝাতে চাচ্ছি।

জিহাদ করতে হবে ত্বাগুত, তার অনুসারী এবং সাহায্যকারীর বিরুদ্ধে, এই মানব রচিত সংবিধানকে ধ্বংস করার জন্যে এবং চেষ্টা করতে হবে যেন মানুষ ওদের ইবাদত করা থেকে ফিরে আসে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অবশ্যই এই পদক্ষেপের সাথে থাকতে হবে একটি ঘোষণা এবং প্রকাশ্য বক্তব্য, ঠিক যেমনটি নবীগণ করেছিলেন এবং আমরা অবশ্যই তা করব একই পদ্ধতিতে এবং একই পথ অবলম্বন করে - যে পথটি আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, ইব্‌রাহীম عليه السلام মিল্লাত (আদর্শ) এবং তাঁর দাওয়াহ্‌কে আমাদের আদর্শ হিসাবে নেয়ার আদেশ প্রদানের মাধ্যমে।

তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলেন,

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا

بُرءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة

والبغضاء أبداً حتى تُؤمنوا بالله وحده

"তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন সে তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে'।" [সূরা মুমতাহিনা ৬০ : ৪]

কাজেই এই বক্তব্যের অর্থ স্পষ্ট হয়েছে। তবে দেখুন, কিভাবে আল্লাহ্ বিদ্বেষের পূর্বে শত্রুতার কথা দিয়ে শুরু করেছেন। বিদ্বেষের চেয়ে শত্রুতা বেশী গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন ব্যক্তি ত্বাগুতের অনুসারীদেরকে ঘৃণা করতে পারে কিন্তু তাদের শত্রু হিসাবে নাও ভাবতে পারে। তাই কোন ব্যক্তি (মুসলিম হিসেবে)

তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তাদের ঘৃণা করবে এবং শত্রু হিসেবে গণ্য করবে। ভেবে দেখুন, কিভাবে আল্লাহ্ মিথ্যা উপাস্যগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পূর্বে সেগুলোর অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক মানুষই পাথর, মূর্তি, দেবতা, সংবিধান, আইন এবং বাতিল জীবন ব্যবস্থার (দ্বীন) প্রত্যাখান করে কিন্তু তারা এই সব উপাস্য ও বাতিল দ্বীনের অনুসারীদের ও সাহায্যকারীদের প্রতাখ্যান করতে অস্বীকার করে।

এই কারণেই, এ ধরনের লোক তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারবে না। যদি সে এইসব উপাস্যগুলোর দাসদের প্রত্যাখান করে, তবে বুঝা যায় যে, সে তাদের ভ্রান্ত ব্যবস্থা এবং তারা যাদের ইবাদত করে সেগুলাকেও প্রত্যাখান করে। প্রত্যেকের কমপক্ষে অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য, যা ছাড়া কেউ নিজেকে (জাহান্নাম হতে) বাঁচাতে পারবে না, তা হল মিথ্যা উপাস্যগুলো বর্জন করা এবং তাদের শির্কী ও মিথ্যা মতাদর্শের অনুসারী না হওয়া। আল্লাহ্ বলেন,

ولقد بعثنا في كلِّ أمةٍ رسولاً أنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت...

"আল্লাহ্র ইবাদত করার ও ত্বাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই রাসূল পাঠিয়েছি ..." [সূরা নাহল ১৬ : ৩৬]

এবং তিনি আরও বলেন,

...فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

"... সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে"। [সূরা হজ্জ ২২ : ৩০]

এবং তিনি ইব্রাহীম عليه السلام এর *দু'আ* সম্পর্কে বলেন,

...واجْنُبْنِي وبنيَّ أن نعبد الأصنام

"...আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে দূরে রেখ।"

[সূরা ইব্রাহীম ১৪ : ৩৫]

ত্বাগুতের আনুগত্য, গোলামী ও সমর্থনকে অস্বীকার করার মাধ্যমে যদি কেউ এই পৃথিবীতে ত্বাগুতকে বর্জন না করে, তাহলে আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কোন ভাল আমলই তার কাজে আসবে না এবং এজন্য সে অনুতপ্ত হবে এমন এক সময়ে যখন কোন অনুতাপই কাজে আসবে না। অতঃপর তারা পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে এবং তারা বলবে যে তারা ত্বাগুতকে প্রত্যাখান করবে এবং মজবুত হাতলের (ইসলামের বিধান) অনুসরণ করবে এবং এই মহান দ্বীনের (ইসলামী জীবন ব্যবস্থার) অনুসরণ করবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

"যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীদের দায়িত্ব অস্বীকার করবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, *'হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আজ আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল।'* এইভাবে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলীকে পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন আর তারা কখনও অগ্নি হতে বের হতে পারবে না।" [সূরা বাকারা ২ : ১৬৬-১৬৭]

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে; এই দুনিয়াতে ফিরবার কোন পথ থাকবে না। তাই যদি আপনি নিরাপত্তা চান এবং আল্লাহ্র দয়ার আশা করেন যা আল্লাহ্ সৎ কর্মশীল ব্যক্তিদের দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই এইসব *ত্বাওয়াগীত* (ত্বাগুতের বহু বচন)-দের বর্জন করতে হবে। প্রত্যাখ্যান করুন তাদের শির্কী মতাদর্শকে (গণতন্ত্র) এখনই! এই মুহূর্তে!!। কেউ আখেরাতে এদেরকে প্রত্যাখান করতে পারবে না যদি সে দুনিয়াতে এদেরকে প্রত্যাখান না করে। কিন্তু যারা তাদের (ত্বাগুতের) বাতিল জীবন ব্যবস্থাকে সাহায্য করবে এবং তার অনুসরণ করবে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন এক আহ্বানকারী বলবে,

সে তারই অনুসরণ করবে যার ইবাদত সে করতো। যে সূর্যের ইবাদত করত, সে সূর্যের অনুসরণ করবে। যে চন্দ্রের ইবাদত করত, সে চন্দ্রের অনুসরণ করবে। যারা মিথ্যা উপাস্যদের ইবাদত করত, তারা তাদের অনুসরণ করবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছো? তোমরা কেন তাদের অনুসরণ করছো না?' এবং তারা উত্তর দিবে, 'আমরা আমাদের রবের জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা তাদের অনুসরণ করছি না কারণ দুনিয়াতে আমরা তাদের অনুসরণ করিনি, যখন আমাদের টাকা পয়সা ও কর্তৃত্বের খুবই প্রয়োজন ছিল। তাহলে কিভাবে তুমি এখন আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করতে বলছ?[6]

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون

(ফিরিশতাদের বলা হবে,) "একত্র কর জালিম ও তাদের সহচরদের এবং তারা যাদের ইবাদত করতো তাদের।" [সূরা সাফফাত ৩৭ : ২২]

এখানে সহচর বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা তাদের পছন্দ করে, তাদের মিথ্যা আদর্শের সমর্থক কিংবা সাহায্যকারী। এরপর আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (٣٤) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

"... তাদের সকলকেই সেই দিন শাস্তির জন্য শরীক করা হবে। অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপই করে থাকি। তাদের নিকট "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন *ইলাহ্* নাই" বলা হলে তারা অহংকার করতো।" [সূরা সাফফাত ৩৭ : ৩৩-৩৫]

সাবধান হও! একত্ববাদের কালেমাকে প্রত্যাখান কর না ও এড়িয়ে চল না। এই কালেমা দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে তার ব্যাপারে উদাসীন থেকো না। সর্বদা

[6] হাদীসটি সহীহ- বিচার দিবসে ঈমানদারদের আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পাওঁয়ার হাদীসটির অংশ বিশেষ।

এর জন্য গর্ববোধ কর। এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ। সত্য অনুসরণের ব্যাপারে অবজ্ঞা কর না, ত্বাগুতের সাহায্যকারী হয়ো না। কারণ তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। শেষ বিচারের দিন তোমাকে তাদের (যালেমদের) সাথে উঠানো হবে, তাদের (যালেমদের) শাস্তির অংশীদার হতে হবে।

তোমার অবশ্যই জানা উচিত যে, আল্লাহ্ আমাদের এই সত্য দ্বীন দিয়েছেন আর এই দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে 'আল-ইসলাম' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং আল্লাহ্ এই দ্বীনকে তাঁর একাত্ববাদী বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন। কাজেই যারা এর অনুসরণ করবে, তাদের আমল গ্রহণ যোগ্য হবে, আর যে কেউ অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

ووصى بها إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ يا بنيَّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون

"এবং ইব্‌রাহীম ও ইয়াকুব এই প্রসঙ্গে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, হে পুত্রগণ! আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ কর না।" [সূরা বাকারা ২ : আয়াত ১৩২]

তিনি আরও বলেন ঃ

إنَّ الدينَ عِندَ اللهِ الإسْلاَم

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) *দ্বীন*।" [সূরা আল-ইমরান ৩ : ১৯]

এবং তিনি আরও বলেন ঃ

ومَن يَبتغِ غيرَ الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন *দ্বীন* (জীবন ব্যবস্থা) গ্রহণ করতে চায় তা কখনও কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আল-ইমরান ৩ : ৮৫]

'*দ্বীন*' (ধর্ম) শব্দটিকে শুধুমাত্র খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং এমন অন্যান্য ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা থেকে সতর্ক থাকা উচিত, কারণ এতে হতে পারে যে কেউ অন্য কোন বাতিল জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করবে এবং বিপথগামী হবে। '*দ্বীন*' বলতে বোঝায় প্রত্যেক ধর্ম, জীবন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং বিধান যা মানুষ অনুসরণ করে ও মেনে চলে। এই সকল বাতিল জীবন ব্যবস্থা ও মতাদর্শকে আমাদের অবশ্যই বর্জন ও পরিত্যাগ করতে হবে। আমাদের অবশ্যই এগুলোকে অস্বীকার করতে হবে, এর সাহায্যকারী এবং সমর্থকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং শুধুমাত্র একত্ববাদের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে; এই জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে **ইসলাম**। সকল কাফের, যারা ভিন্ন জীবন ব্যবস্থার অনুসারী, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ আমাদেরকে এটাই বলার জন্য হুকুম দিয়েছেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ(٦)

"বল, 'হে কাফিররা আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি এবং আমি তার ইবাদতকারী না যার ইবাদত তোমরা করে আসছো। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের *দ্বীন* তোমাদের, আমার *দ্বীন* আমার।" [সূরা কাফিরূন ১০৯ : ১-৬]

তাই কোন সমাজের মুসলিমদের অবশ্যই উচিত নয় কাফেরদের সাথে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়া, মিলিত হওয়া অথবা সংগঠিত হওয়া যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তারা যদি সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপারে একমত হয় তবে তাই তাদের *দ্বীন* (জীবন বিধান) হয়ে যাবে। রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন ঃ

"(মুসলিমদের থেকে) যে কেউ কোন মুশরিকের সাথে দেখা করে, একসাথে থাকে, বসবাস ও অবস্থান করে (স্থায়ী রূপে) এবং তার (মুশরিক) জীবন পদ্ধতি, তার মত ইত্যাদির সাথে একমত পোষণ করে এবং তার (মুশরিক) সাথে বসবাস উপভোগ করে, তাহলে সে তাদেরই একজন"[7]। এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সাম্যবাদ (Socialism), সমাজতন্ত্র (Communism), ইহবাদ, (ধর্ম ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে যারা আলাদা ভাবে দেখে) বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ (Secularism) এবং অন্যান্য যত মতবাদ ও রীতিনীতি যা মানুষ নিজে উদ্ভাবন করেছে অতঃপর এসব মতবাদকে নিজের দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট।

এই সব দ্বীনের একটি হচ্ছে **'গণতন্ত্র'**। এটা এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহ্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক। এ লেখনীর মাধ্যমে এই নবোদ্ভাবিত জীবন ব্যবস্থা - যার দ্বারা অনেক লোক মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে তার কিছু ভুল তুলে ধরা হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা নিজের দ্বীনকে ইসলাম বলে দাবী করে (অর্থাৎ তারা দাবী করে যে তারা মুসলিম)। তারা জানে গণতন্ত্র এমন একটি দ্বীন যা ইসলাম থেকে আলাদা এবং তারা এও জানে এটি একটি ভ্রান্ত পথ এবং এর প্রতিটি দরজায় শয়তান বসে মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকছে।

ইহা বিশ্বাসীদের জন্যে স্মারকপত্র (মনে করিয়ে দেয়া) এবং
যারা জানে না তাদের জন্যে সতর্কবাণী,
এবং উদ্ধতের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল।
এবং ইহা আল্লাহ্র নিকট একটি ক্ষমা প্রার্থনা।

[7] আবু দাউদ ঃ কিতাবুল জিহাদ।

গণতন্ত্র একটি নব উদ্ভাবিত দ্বীন, যেখানে এর উদ্ভাবকরা হল মিথ্যা উপাস্য এবং অনুসারীরা হল তাদের দাস

প্রথমতঃ আমাদের ***গণতন্ত্র* (Democracy)** শব্দটির উৎস সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আমাদের সবার জানা থাকা উচিত যে এটা আরবী শব্দ নয়, এটি একটি গ্রীক শব্দ। দু'টি শব্দের সমন্বয়ে তা গঠিত হয়েছে : 'গণ' (*Demos*) অর্থ জনগণ এবং 'তন্ত্র' (*Cracy*) অর্থ হল বিধান, কর্তৃত্ব বা আইন। গণতন্ত্রের শাব্দিক অর্থ হল মানুষের দেয়া বিধান, মানুষের কর্তৃত্ব, বা মানুষের তৈরী আইন। গণতন্ত্রের সমর্থকদের মতে এটিই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং এ কারণেই তারা এ ব্যবস্থার প্রশংসা করে এবং সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়। একই সাথে তা কুফ্‌র, শির্‌ক এবং মিথ্যা মতবাদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কারণ আপনি জানেন যে প্রধান কারণে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে কারণে কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে এবং নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে, আর যে ঘোষণা দেয়া আমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক তা হল আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ঘোষণা। প্রতিটি ইবাদত একমাত্র তাঁরই দিকে নিবদ্ধ করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্য সকল কিছুর ইবাদত করা হতে দূরে থাকা। বিধানের অর্থাৎ আইন, বিচার বা শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আনুগত্য যা এক ধরনের ইবাদত তা একমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য; আর এই আনুগত্য যদি অন্য কাউকে করা হয় তবে মানুষ মুশরিক হয়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

গণতন্ত্র বলে থাকে আইন জনগণের দ্বারা বা অধিকাংশ লোকের দ্বারা প্রবর্তিত হয় যা গণতন্ত্র পন্থীদের সবচেয়ে বড় দাবী। কিন্তু বর্তমানে আইন প্রবর্তনের অধিকার চলে গেছে বিচারকদের হাতে বা বড় নেতা, বড় ব্যবসায়ী ও ধনীদের হাতে। যারা তাদের টাকা ও মিডিয়ার মাধ্যমে সংসদে স্থান করে নেয় এবং তাদের প্রধান উপাস্যরা (রাজা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি) ক্ষমতা রাখে যে কোন সময় ও যে কোন ভাবে সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার।

সুতরাং, বহু ঈশ্বরবাদের (polytheism) এক পাশে হচ্ছে গণতন্ত্র এবং অন্য পাশে হল আল্লাহ্‌র সাথে কুফ্‌রী করা যা অনেক কারণেই ইসলামের একত্ববাদের, নবী ও রাসূলদের দ্বীনের বিরোধী। আমরা এ গুলোর কিছু এখানে উল্লেখ করব।

প্রথমতঃ এখানে আইন হচ্ছে মানুষের বা ত্বাগুতের[৪], আল্লাহ্‌র আইন নয়। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে صلى الله عليه وسلم হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করার জন্যে এবং মানুষের ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত না হতে এবং আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা থেকে সরে যেতে যেন প্রলুব্ধ না হন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

"অতঃপর আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুয়ায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ্ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তারা তার কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত না করে।" [সূরা মায়িদা ৫ : ৪৯]

এটাই ইসলামের একত্ববাদ। সকল মানব রচিত বিধান ত্যাগ করে এক আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করা।

অথচ গণতন্ত্রে, যা একটি শির্‌কী জীবন ব্যবস্থা, তার দাসেরা বলে, *"তাদের মাঝে বিচার কর যা মানুষের দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত (মানব রচিত আইন দ্বারা) এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর এবং ওদের (মুসলিমদের) ব্যাপারে সতর্ক হও যেন ওরা তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে ওদের ইচ্ছা ও বিধানের*

---

[৪] এখানে লেখক *'ত্বাগুত'* বলতে সেই সব শাসকগোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন যারা গণত্রান্তিক উপায়ে কোন রাষ্ট্রীয় পদে নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র আইন পরিবর্তন করার অধিকার পায়। বর্তমানে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তারাও এই সংগার অন্তর্ভুক্ত। বাহ্যিক রূপে তারা কুর'আন-সুন্নাহ্ বিরোধী আইন পাশ বা সমর্থন না করলেও, শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের অধিকার পাওয়ার কারণে তারা *'ত্বাগুত'*-এ পরিণত হয়েছে। আর যারা একাজে তাদের সমর্থন করে, অনুসরণ করে অথবা ভোট দেয় তারা মহান আল্লাহ্‌র সাথে আরেক বিধানদাতা স্থাপনের মাধ্যমে শির্‌কের মত ভয়ানক গুনাহে লিপ্ত হয়। আমরা এসব থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাই।

(কুর'আন ও সুন্নাহ-র) দিকে।" তারা এ কথাটি বলে থাকে এবং গণতন্ত্রও তাই বলে থাকে। তারা নিজেরাই বিধান দিয়ে থাকে। এটি একটি স্পষ্ট কুফ্‌রী, বহু ঈশ্বরবাদ তথা শির্‌ক, যদি তারা বিধান দেয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে।

যদিও তারা তাদের বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে সাজায়, তাদের কার্যকলাপ অনেকেই নিকৃষ্ট; যদি কেউ তাদের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বা তাদের নীতির সাথে এক মত পোষণ না করে বা বিরোধিতা করে তখন তারা বলে, *"তাদের মাঝে ফয়সালা কর যেভাবে সংবিধান এবং তাদের বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা চায় এবং ঐসব লোকদের ঐক্যমত ছাড়া কোন বিধান, কোন আইন ব্যবহার করা যাবে না।"*

দ্বিতীয়ত : তাদের সংবিধানের মতে আইন বা বিধান দিবে সংসদে নির্বাচিত কতিপয় মানুষ বা ত্বাগুতেরা যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ করছে। **এটা তাদের সংবিধানের কথা, যেই সংবিধানকে তারা আল-কুর'আন থেকেও পবিত্র বলে মনে করে থাকে।**[9]

তারা এইসব মানব-রচিত সংবিধান বা আইনকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নাযিলকৃত আল-কুর'আনের দেয়া বিধান বা আইনের উপর প্রাধান্য দেয়। সে জন্যে গণতন্ত্রে কোন শাসন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যদি তা তাদের সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত না হয় কারণ তাদের আইনের উৎস হচ্ছে এই সংবিধান। গণতন্ত্রে আল-কুর'আনের আয়াত, রাসূল صلى الله عليه وسلم এর সুন্নাহ্‌ ও তাঁর হাদীসের কোন দাম নেই। এটা তাদের জন্যে সম্ভব নয় যে, আল-কুর'আন ও রাসূল صلى الله عليه وسلم এর সুন্নাহ্‌ অনুসারে কোন

[9] **বাংলাদেশের সংবিধানের মূল ধারা নং ৭(২) ঃ**

৭(২) জনগণের অভিপ্রায়ে পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য পূর্ণ হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি আসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।

একই কথা বলা হয়েছে ৩য় ভাগের ২৬ ধারায়। এবং সংবিধানের ৫ম ভাগের সংসদ নামক পরিচ্ছেদে সংসদ-প্রতিষ্ঠা নামক ধারায় বলা হয়েছে:

(১) 'জাতীয় সংসদ' নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে।

আইন প্রণয়ন করবে যদি তা তাদের 'পবিত্র' সংবিধনের সাথে না মিলে। আপনি যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে তাদের আইন বিশেষজ্ঞের কাছে জিজ্ঞাস করতে পারেন। আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

...فإنْ تنازعتم في شيءٍ فردّوه إلى الله والرسول إنْ كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً

"... অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে সেটি আল্লাহ্‌ ও রাসূল صلى الله عليه وسلم -এর দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। এটি সঠিক কর্মনীতি ও পরিণতির দিক দিয়ে এটিই উত্তম।" [সূরা নিসা ৪ : ৫৯]

কিন্তু গণতন্ত্র বলে : *"যদি তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দেয় তবে তা সংবিধান, সংসদ, রাষ্ট্রপ্রধান বা তাদের আইনের কাছে নিয়ে যাও।"*

মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون ا لله أفلا تعقلون

"অভিশাপ তোমাদের উপর এবং তাদের উপর যাদের তোমরা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি ইবাদত কর। তারপরও কি তোমরা বুঝবে না?"[10]

জনসাধারণ যদি আল্লাহ্‌র *শরী'আহ্‌* গণতন্ত্রের মাধ্যমে বা ক্ষমতাসীন মুশরিকদের আইনসভার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে কখনও তারা তা করতে সক্ষম হবে না যদি ত্বাগুতেরা (রাজা, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট) অনুমতি না দেয়, যদি তাদের সংবিধান অনুমোদন না দেয় - কারণ এটিই গণতন্ত্রের 'পবিত্র' গ্রন্থ। অথবা বলা যায় যে, এটা গণতন্ত্রের বাইবেল বা তাওরাত যা তারা নিজেদের খারাপ ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশি দ্বারা বিকৃত করেছে।

[10] সূরা আম্বিয়া ২১ : ৬৭, আল্লাহ্‌ আল-কুর'আনে বলেন যে ইব্‌রাহীম عليه السلام এই কথাটি তাঁর কওমের (জাতি) কাছে বলেছিলেন তাদের দেব-দেবীর অক্ষমতা প্রকাশ করার পর।

তৃতীয়ত : গণতন্ত্র হচ্ছে সেকিউলারিজম[11]-এর নিকৃষ্ট ফল এবং এর অবৈধ সন্তান, কারণ সেকিউলারিজম হচ্ছে একটি ভ্রান্ত মতবাদ যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসন-কতৃত্ব থেকে ধর্মকে আলাদা করা। গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণ বা ত্বাগুতের শাসন; আল্লাহ্‌র শাসন নয় কারণ গণতন্ত্রে আল্লাহ্‌র আদেশ কোন বিবেচ্য বিষয়ই নয়, যতক্ষণ না তা তাদের সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এভাবে অধিকাংশ জনগণ যা চায়, অধিকন্তু তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই সমস্ত ত্বাগুতেরা যা চায় তা তাদের সংবিধানের অংশ হয়ে যায়।

সুতরাং সমস্ত জনগণ যদি একসাথে হয়ে ত্বাগুতদের ও গণতন্ত্রের উপাস্যদের বলে : "আমরা আল্লাহ্‌র শাসন চাই, আমরা কোন মানুষকে, সাংসদদেরকে এবং শাসকদেরকে বিধানদাতা হতে দিব না। আমরা মুরতাদ, ব্যভিচারী, চোর, মদ্যপায়ীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র শাস্তি জারি করতে চাই। আমরা মহিলাদেরকে হিজাব পরতে বাধ্য করতে চাই। আমরা পুরুষ ও মহিলাদেরকে তাদের সতীত্ব রক্ষা করতে বাধ্য করতে চাই। আমরা অনৈতিক অশ্লীলতা, ব্যভিচার, ইসলাম বহির্ভূত কাজ, সমকামিতা এবং এই ধরনের যত খারাপ কাজ আছে তা প্রতিরোধ করতে চাই।" সে মুহূর্তে, তাদের উপাস্যরা বলবে : "এটা গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার ও '*ব্যক্তি স্বাধীনতা*' নীতির বিরোধী!"

সুতরাং গণতন্ত্রের স্বাধীনতা হচ্ছে : আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন ও বিধান থেকে মুক্ত হওয়া এবং তাঁর বেধে দেয়া সীমা লঙ্ঘন করা।

নৈতিক বিধানগুলো বিধিবদ্ধ করা হয় না এবং প্রত্যেকে যারা তাদের সাথে একমত হবে না অথবা তাদের দেয়া সীমা রেখা মানবে না, তাহলে তাদের শাস্তি দেয়া হবে।[12]

একারণেই গণতন্ত্র এমন একটা দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহ্‌র দেয়া

[11] **সেকিউলারিজম ঃ** সমাজ ও রাজনীতি ধর্ম থেকে আলাদা করা হয় যে মতবাদে তাই **সেকিউলারিজম** অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থার রাজনীতি চলবে তার নিজস্ব নীতি অনুসারে, এতে ধর্মকে আনা যাবে না বা তা হবে ধর্মীয় অনুসাশন মুক্ত।

[12] সুতবাং, আপনি যদি আপোষহীনভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান, তবে আপনি হবেন একজন দেশদ্রোহী ও গণতন্ত্রের শত্রু।

জীবন ব্যবস্থা থেকে আলাদা। এটা হচ্ছে ত্বাগুতের শাসন, আল্লাহ্‌র শাসন নয়। এটা হচ্ছে অন্য উপাস্যদের আইন আল্লাহ্‌র নয়; যিনি একক এবং সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক। যে কেউ গণতন্ত্রকে গ্রহণ করল, সে এমন আইনের শাসন মেনে নিলো যা মানব-রচিত সংবিধানের অনুসারে লেখা এবং সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দেয়া শাসন ব্যবস্থার চেয়ে ঐ শাসন ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিল।

সুতরাং, কোন ব্যক্তি আইন প্রণয়ন করুক বা নাই করুক, বহুঈশ্বরবাদীয় নির্বাচনে জয়ী হোক বা নাই হোক, কেউ যদি মুশরিকদের সাথে গণতন্ত্রের নীতির বিষয়ে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, বিচার ফয়সালা করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে একমত হয় এবং আল্লাহ্‌র কিতাব, বিধান ও কর্তৃত্বের চেয়ে তাদের কিতাব, বিধান ও কর্তৃত্বকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তাহলে সে নিজে একজন অবিশ্বাসী রূপে পরিগণিত হবে। একারণেই গণতন্ত্র অবশ্যই একটি স্পষ্ট ভ্রান্ত পথ; একটি শির্‌কী ব্যবস্থা।

গণতন্ত্রে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং প্রতিটি দল বা গোত্র বিভিন্ন (মানব রূপে) উপাস্য থেকে তাদের উপাস্যকে নির্বাচন করে থাকে যে তার খেয়াল ও ইচ্ছা মতো বিধান দিবে কিন্তু তা হতে হবে সংবিধানের নীতি মোতাবেক। কেউ কেউ তাদের উপাস্যদের (বিধান দাতা) নির্বাচিত করে নিজস্ব মতবাদ বা চিন্তাধারা মোতাবেক; সুতরাং প্রত্যেক দলের নিজস্ব উপাস্য থাকে - কখনও গোত্রভিত্তিকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়, যেন প্রত্যেক গোত্রের একেকজন উপাস্য থাকে। কেউ আবার দাবি করে তারা 'ধার্মিক উপাস্য' নির্বাচিত করে, যার দাড়ি আছে[13] অথবা দাড়ি বিহীন উপাস্য বা *ইলাহ্* এবং এমন আরও অনেক রকম।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضيَ بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم

[13] দুঃখজনক ব্যাপার, এই বিষয়টি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, কুয়েত, জর্ডান, সৌদি আরব, মিশর, তুরস্ক - এমন অনেক দেশে বিদ্যমান।

"তাদের কি এমন কতগুলো *ইলাহ্* (উপাস্য) আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই? ফয়সালার (বিচার দিবসের) ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" [সূরা আস-শূরা ৪২ : ২১]

এই এম. পি.রা বাস্তবেই অংকিত খোদাই করে দাঁড় করানো মূর্তিদের মত উপাস্য যাদেরকে তাদের উপাসনালয়ে (সংসদ ভবন বা দলীয় অফিসে) স্থাপন করা হয়। এই সব প্রতিনিধিরা বা সাংসদরা গণতন্ত্র এবং সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে তাদের দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা রূপে গ্রহণ করে থাকে। তারা সংবিধান অনুসারে দেশ শাসন করে থাকে, আইন দেয় এবং এর পূর্বে তারা তাদের সবচেয়ে বড় উপাস্য, সবচেয়ে বড় মুশরিক থেকে অনুমতি নিয়ে থাকে, যে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয় তা গ্রহণ বা বর্জনের। এই সবচেয়ে বড় উপাস্য হল রাজপুত্র, রাজা, দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী।

এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের বাস্তবতা এবং এই জীবন ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ। এটাই হচ্ছে মুশরিকদের দ্বীন, আল্লাহ্র দেয়া দ্বীন নয়, আল্লাহ্র রাসূলের صلى الله عليه وسلم দ্বীন নয়। এটাই হচ্ছে বহু উপাস্যদের দ্বীন, এক আল্লাহ্র দ্বীন নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

ءَأربابٌ متفرقون خيرٌ أمِ الله الواحد القهار ■ ما تعبدون من دونه إلا

أسماءً سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان

"... ভিন্ন ভিন্ন বহু উপাস্য শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতকগুলি নামের ইবাদত কর, যেই নামগুলি তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ, এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। ..." [সূরা ইউসুফ ১২ : ৩৯-৪০]

তিনি আরও বলেন ঃ

ءإلهٌ مع الله ؟؟ تعالى الله عما يشركون

"... আল্লাহ্র সহিত অন্য *ইলাহ্* আছে কি? ওরা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা হতে বহু উর্ধ্বে।" [সূরা আন্ নামল ২৭ : ৬৩]

কাজেই আপনাকে বেছে নিতে হবে 'আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন, তাঁর পবিত্র বিধান, তাঁর দীপ্তিময় আলো ও তাঁর *সীরাতুল মুসতাক্বীম* (সরল পথ)' অথবা 'গণতন্ত্রের দ্বীন এবং এর বহু ঈশ্বরবাদ, কুফরী, এবং এর ভ্রান্ত পথের' মধ্যে যেকোন একটিকে। আপনাকে অবশ্যই এক আল্লাহ্র বিধান অথবা মানব রচিত বিধানের মধ্যে থেকে যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك

بالعروة الوثقى لا انفصام لها...

"... সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে ত্বাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্তে ঈমান আনবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না।" [সূরা বাকারা ২ : ২৫৬]

তিনি আরও বলেন,

وقلِ الحق من ربّكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً...

"বল, সত্য তোমাদের রবের নিকট হতে; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।' আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি ...।" [সূরা কাহ্ফ ১৮ : ২৯]

তিনি আরও বলেন,

أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً

وإليه يرجعون ■ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم

وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتيَ موسى وعيسى والنبيون من

ربهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمـــــون ■ ومن يبتغ غير الإسلام

ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

"তারা কি চায় আল্লাহ্র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট

আত্মসমর্পণ করেছে! আর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তন করবে। বল, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। কেউ যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চায় তাহলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আলি 'ইমরান ৩ : ৮৩-৮৫]

গণতন্ত্রের প্রচারক ও সমর্থকদের ভ্রান্ত ও প্রতারণামূলক কতিপয় যুক্তির খন্ডন

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأُخر مُتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلٌ من عند ربِّنا وما يذكر إلا أُولو الألباب ■ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

"তিনিই তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত *'মুহ্‌কাম'* (সুস্পষ্ট), এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো *'মুতাশাবিহাত'* (অস্পষ্ট/ রূপক); যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিত্‌না এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে *মুতাশাবিহাত*-এর অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে আমরা এতে বিশ্বাস করি সমস্তই আমাদের রবের নিকট হতে আগত; এবং বোধশক্তি সম্পন্নরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। হে আমাদের রব! সরল পথ

প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত কর না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা।" [সূরা আলি 'ইমরান ৩ : ৭-৮]

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁর নীতি অনুযায়ী মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

❖ **ঐ সমস্ত মানুষ যারা বিজ্ঞ এবং দৃঢ় বিশ্বাসী :**

তারা ইহাকে (আল-কুর'আন) গ্রহণ করে এবং এর সব কিছুতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা সমন্বয় সাধন করে সাধারণের সাথে অসাধারণের, সসীমের সাথে অসীমের, এবং বিস্তারিতের সাথে সংক্ষিপ্তের। যদি তারা কোন বিষয়ে না জানে তাহলে তারা তা আল্লাহ্ প্রদত্ত সুদৃঢ় মূলনীতির দিকে ফিরে আসে।

❖ **ঐ সমস্ত মানুষ যারা পথভ্রষ্ট ও ভুলের মধ্যে আছে ঃ**

এইসব মানুষ আল-কুর'আনের যে সব আয়াত অস্পষ্ট তার অনুসরণ করে থাকে। এরা এ কাজ করে ফিত্‌না ছড়ানোর উদ্দেশ্যে। এরা যা স্পষ্ট ও বোধগম্য তার অনুসরণ করে না। এদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল ওরা যারা গণতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে এবং সংসদ বা আইনসভা প্রতিষ্ঠা করেছে। এর সমথর্করা ভ্রান্ত পথের অনুসরণ করে থাকে এবং এরাই অধিক ভুল করে। ওরা কিছু আয়াত নেয় এবং তা সুস্পষ্ট আয়াত, মূলনীতি ও ব্যাখ্যার সাথে সম্বনয় না করে গ্রহণ করে সত্যের সাথে মিথ্যার; আর আলোর সাথে অন্ধকারের সংমিশ্রণ ঘটানোর জন্যে।

অতঃপর, এখন আমরা ওদের কিছু ভ্রান্ত যুক্তি নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহ্‌র সাহায্যে, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, স্রষ্টা, পুনরুত্থানকারী ও অবাধ্য জনগোষ্টিকে পরাভূতকারী, তাদের যুক্তিগুলো খন্ডন করে সেগুলোর জবাব দেয়ার চেষ্টা করব *ইনশাআল্লাহ্।*

প্রথম অযৌক্তিক অজুহাত :

ইউসুফ عليه السلام মিশরের রাজার পক্ষে কাজ করেছিলেন বা তার মন্ত্রী ছিলেন

এই যুক্তিটি ঐসব গোঁড়ামিপূর্ণ লোকেরা দিয়েছিল যাদের গণতন্ত্রের পক্ষে অন্য কোন দলিল ছিল না। তারা বলত, ইউসুফ عليه السلام কি ঐ রাজার পক্ষে কাজ করেননি যে আল্লাহ্‌র *শরী'আহ্* অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করত না?

সুতরাং, তাদের মতে কাফির সরকারের সাথে যোগ দেয়া এবং সংসদে বা আইনসভায় যোগ দেয়া এবং এই ধরনের লোকদের ভোট দেয়া বৈধ।[14]

তাদের এই যুক্তির জবাবে যা কিছু বলব, তার সব ভাল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং সব মন্দ আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে।

প্রথমতঃ

ঐসমস্ত লোকেরা আইন সভায় বা সংসদে যোগদানকে বৈধ করার জন্যে যে যুক্তি দেয় তা অসত্য এবং ভ্রান্ত কারণ এই সংসদ এমন সংবিধানের উপর নির্ভরশীল যা আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান বা সংবিধান নয়; অধিকন্তু তা গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যা মানুষের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী কোন কিছুকে *হালাল* (বৈধ) বা *হারাম* (অবৈধ) করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে, মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশের কোন পরোয়া করে না।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

"কেউ যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চায় তবে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আলি 'ইমরান ৩ : ৮৫]

[14] উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দেশের তথাকথিত ইসলামী দলগুলো, যারা গণতন্ত্রকে ইসলামের একটি অংশ বানিয়ে নাম দিয়েছে - ইসলামী গণতন্ত্র। আমরা তাদের এই কুচক্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাই।

সুতরাং, কেউ কি এমন দাবী করতে পারবে যে ইউসুফ عليه السلام এমন কোন দ্বীন বা বিধানের অনুসরণ করেছিলেন যা আল্লাহ্ প্রদত্ত নয়? অথবা এমন কোন দ্বীনের অনুসরণ করেছিলেন যা তাঁর একত্ববাদী পূর্বপুরুষদের দ্বীন নয়? অথবা তিনি কি অন্য কোন জীবন ব্যবস্থাকে সম্মান করার জন্যে শপথ নিয়েছিলেন অথবা সেই অনুসারে কি দেশ পরিচালনা বা শাসন করেছেন - যে রূপ আজ যারা সংসদ দ্বারা বিমোহিত, যেরূপে বর্তমানে তারা শাসন পরিচালনা করছে?

তিনি [ইউসুফ عليه السلام] তাঁর দুর্বলতার সময়ে বলেছিলেন,

إني تركتُ ملّة قومٍ لا يُؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ▪ واتبعتُ

ملّة ءاباءي إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

"যে সম্প্রদায় আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না ও আখিরাতে অবিশ্বাসী, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করছি। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদের অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। [সূরা ইউসুফ ১২ : ৩৭-৩৮]

এবং যখন তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন তখন বলেছিলেন,

يا صاحبيَ السّجن ءأربابٌ مُتفرقون خيرٌ أمِ الله الواحد القهار ▪

ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سَمّيتموها أنتم وءاباؤُكم ما أنزل الله بها

من سلطان إنِ الحكمُ إلاالله أمر ألاّ تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم

ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون

"হে কারা সঙ্গীরা ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্, তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্

পাঠান নাই। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে, এটাই হল সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই ব্যাপারে অবগত নয়।" [সূরা ইউসুফ ১২ : ৩৯-৪০]

কিভাবে এটা সম্ভব যে তিনি যখন শক্তিহীন ছিলেন তখন প্রকাশ্যে এই কথাটি বলেছিলেন আর যখন তিনি ক্ষমতা পেলেন তা গোপন করে ছিলেন বা তার বিপরীত কাজ করেছিলেন? এর জবাব কি দিবে, হে! যারা এই মিথ্যা দাবীতে বিশ্বাসী।

হে রাজনৈতিক নেতারা, আপনারা কি জানেন না, যে মন্ত্রণালয় (যেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীদের মন্ত্রীপরিষদ রয়েছে তা) হল একটি কার্য নির্বাহী কর্তৃপক্ষ (যারা কর্ম সম্পাদনের জন্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত) এবং সংসদ হল একটি আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ (যাদের কাজ আইন প্রণয়ন করা) এবং এই দু'য়ের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে? এই দু'য়ের মধ্যে আদৌ কোন তুলনা সম্ভব নয়।

এখন, আপনারা অবশ্যই নিশ্চিত যে ইউসুফ عليه السلام -এর যে ঘটনা তা সংসদে যোগদান করার জন্যে কোন বৈধ যুক্তি হতে পারে না। অধিকন্তু এই বিষয়টি আরও একটু আলোচনা করা যাক এবং আমরা এটাও বলতে পারি যে, এই ঘটনাকে মন্ত্রণালয়ে যোগদানের জন্যে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না কারণ, সংসদ ও মন্ত্রণালয়ে যোগ দেয়া উভয়ই কুফ্‌রীতে লিপ্ত হওয়ার শামিল।

দ্বিতীয়তঃ

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সব বাতিল রাষ্ট্রের মন্ত্রীসভায় যোগদান করা, যারা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি বিধান দেয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাঁর শত্রুদের সাহায্য করে, তাদের কাজকে ইউসুফ عليه السلام -এর কাজের সাথে একেবারেই তুলনা করা যায় না। এটা বাতিল এবং অযৌক্তিক উপমা, এর কারণ হচ্ছে ঃ

(১) যে কেউ ঐ সমস্ত সরকারের মন্ত্রিপরিষদে অংশগ্রহণ করে, যেখানে আল্লাহ্‌র বিধান বা *শরী'আহ*-কে প্রয়োগ করা হয় না, তাদেরকে অবশ্যই মানুষের তৈরী সংবিধানকে গ্রহণ করতে হয় এবং আনুগত্য ও একনিষ্ঠতা প্রদর্শন

করতে হয় সেই সব ত্বাগুতের প্রতি যাদের সাথে কুফ্‌রী (অস্বীকার) করার আদেশ আল্লাহ্‌ একেবারে প্রথমেই দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ বলেন,

...يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمِروا أن يكفروا به...

"...তারা ত্বাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও ওদেরকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" [সূরা নিসা ৪ : ৬০]

তাদেরকে অবশ্যই মন্ত্রিপরিষদে ঢোকার পূর্বেই এই কুফ্‌রী সংবিধানকে সমুন্নত রাখার জন্যে সরাসরি শপথ করতে হয় যে রূপ সংসদে অংশ গ্রহণের সময় বলতে হয়।[15]

যে এই দাবী করবে যে ইউসুফ عليه السلام যিনি ছিলেন বিশ্বাসযোগ্য, মহান এক ব্যক্তির সন্তান, ঐরকম করেছেন (কুফ্‌রী করেছে) যদিও আল্লাহ্‌ তাঁকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين

---

[15] **বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় তফসিল- 'শপথ ও ঘোষণা' অনুচ্ছেদের ২(ক)এ বলা হয়েছেঃ "আমি ..... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (বা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী) পদের কর্তব্য বিশ্বস্ত তার সহিত পালন করিব;**

- আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

- আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

- এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

এবং তৃতীয় তফসিল- 'শপথ ও ঘোষণা' অনুচ্ছেদের ৫-এ বলা হয়েছেঃ **"আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্তার সহিত পালন করিব;**

- আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

এবং সংসদ সদস্যরূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

"আমি তাঁকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখিয়ে ছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধ চিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত"[16]। ইউসুফ عليه السلام সম্পর্কে জেনে বুঝে কেউ মিথ্যা আরোপ করলে সেই ব্যক্তি একজন কাফির হয়ে যাবে, সে হবে নিকৃষ্ট লোকদের একজন এবং সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

সে ইবলিসের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট হয়ে যাবে, যখন আল্লাহ্‌র সম্মতি নিয়ে সে শপথ করে এই বলেছিল,

فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين

"আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি ওদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত।" [সূরা সাদ ৩৮ : ৮২-৮৩]

ইউসুফ عليه السلام প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার একজন মনোনীত বান্দা ও মানব জাতির একজন মহান নেতা।

(২) যে এই সমস্ত সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়, সে সাংবিধানিক ভাবে শপথ গ্রহণ করুক বা না করুক, সে মানুষের তৈরী বিধানের আনুগত্য করতে এবং পরিপূর্ণ ভাবে তা মেনে নিতে বাধ্য। সে তখন ঐ মতবাদের একজন আন্তরিক দাস ও একান্ত বাধ্যগত সেবকে পরিণত হয় যে মতবাদ মিথ্যা, ইসলাম বিরোধী, অন্যায়, নাস্তিকতা এবং কুফ্‌রী দ্বারা মিশ্রিত।

ইউসুফ عليه السلام যিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী ছিলেন, তিনি কি সেরূপ হতে পারেন? তার কাজকে কি আমরা কাফিরদের মধ্যে যোগ দানের সাথে তুলনা করব? যে কেউ আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ عليه السلام, যিনি আল্লাহ্‌র নবীর ছেলে ও আল্লাহ্‌র নবীর দৌহিত্র, তাঁকে এমন কোন ব্যাপারে অভিযুক্ত করবে যে, তার কার্যক্রম ছিল আজকের এই কুফ্‌রী মতবাদ- গণতন্ত্রের দাসদের মত তাহলে সেই ব্যক্তির কুফ্‌রী সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহই থাকবে না এবং তার এই বিশ্বাসের সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। সে একজন অবিশ্বাসী হয়ে যাবে

[16] সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ২৪।

কারণ আল্লাহ্ বলেন, **"প্রত্যেক জাতির কাছে আমি একজন নবী পাঠিয়ে ছিলাম এই কথা বলার জন্যে, 'আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং সমস্ত ত্বাগুত থেকে দূরে থাক'।"**[17] এটাই ছিল ইউসুফ عليه السلام এবং সমস্ত নবীদের عليهم السلام সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

তাহলে, এটা কি আদৌ সম্ভব যে তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র হুকুমের দিকে ডেকেছেন দু'সময়েই - যখন তিনি ক্ষমতাশীল ছিলেন এবং যখন তিনি দুর্বল ছিলেন; তারপর তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধিতা করে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হলেন অথচ আল্লাহ্ তাঁর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন তাঁর একজন পরিশুদ্ধ, একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে? কিছু *মুফাস্‌সিরীন*[18] বলেছেন এই আয়াত[19] হচ্ছে একটি দলিল যে, ইউসুফ عليه السلام রাজার আইন ও নিয়ম-কানুন প্রয়োগ করেননি এবং তাঁকে তা মানতে বা প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হয়নি।

বর্তমানে ত্বাগুতের মন্ত্রিপরিষদ বা তাদের সংসদ কি ঐভাবে পরিচালিত যেভাবে ইউসুফ عليه السلام -এর সময় পরিচালিত হত? একজন মন্ত্রী কি ঐভাবে দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী কাজ করতে স্বাধীন? যদি তা না হয়, তাহলে এই দু'য়ের মধ্যে কোন তুলনা চলে না।

(৩) ইউসুফ عليه السلام মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ্‌র সাহায্যে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض

"এইভাবেই ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম"

[সূরা ইউসুফ ১২ : আয়াত ৫৬]।

সুতরাং, এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেয়া কর্তৃত্ব, কোন ব্যক্তি বা রাজার ক্ষমতা

[17] সূরা নাহল ১৬ ঃ ৩৬।

[18] *মুফাস্‌সিরীন* ঃ যাঁরা আল-কুর'আনের *তাফসীর* বা ব্যাখ্যা করেন।

[19] ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك... **"রাজার আইনে তাঁর ভাইকে তিনি আটক করতে পারত না ..."** [সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ৭৬]

ছিল না তাঁকে আঘাত করার বা তাকে সেই কর্তৃত্ব থেকে অপসারণ করার, যদিও তিনি রাজা এবং তার বিধান ও বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। ইউসুফ عليه السلام -কে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব দেয়া হলেও, কিভাবে এই সব নিকৃষ্ট ও মন্দ লোকগুলোকে, যারা ত্বাগুতের সরকারের বড় বড় পদে আসীন, তাঁর সাথে তুলনা করা যায়, যিনি একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করতেন?

(৪) ইউসুফ عليه السلام রাজার কাছ থেকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়েই মন্ত্রিপরিষদে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فلما كلّمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين

"অতঃপর রাজা যখন তাঁর সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, 'নিশ্চয়ই, আজ তুমি আমাদের নিকট বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছ'।" [সূরা ইউসুফ ১২ : ৫৪]।

তাঁকে কোন প্রকার শর্ত বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই মন্ত্রিপরিষদ পরিচালনা করার জন্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল।

وكذلك مكّنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء

"এইভাবেই ইউসুফকে আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম; তিনি সেই দেশে যথা ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারতেন"। [সূরা ইউসুফ ১২ : ৫৬]

তাঁর কোন প্রতিপক্ষ বা বিরোধী দল ছিল না, কেউ তাঁকে তাঁর কাজের জন্যে প্রশ্ন করার ছিল না।

এখনকার ত্বাগুতের মন্ত্রীদের কি এমন কোন কিছু আছে যা এক্ষেত্রে তুলনা যোগ্য? যদি মন্ত্রী এমন কিছু করেন যা রাষ্ট্রপ্রধান, রাজা বা রাজপুত্রের দ্বীন বা দেশের সংবিধানের বিরোধী, তাহলে তাকে মন্ত্রণালয় থেকে বরখাস্ত করা হবে। তাদের মতে মন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপ্রধান, রাজা বা রাজপুত্রের ইচ্ছা, তাদের নীতি বা প্রজাতন্ত্রের দাস এবং তাকে তা অবশ্যই মানতে হবে। সে কখনই রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার হুকুমকে অথবা সংবিধানকে অমান্য করতে বা এর অবাধ্য হতে পারবে

না, যদিও তা আল্লাহ্‌র হুকুমের এবং তাঁর দ্বীনের (ইসলামের) বিরোধী হয়। যে কেউ বর্তমান অবস্থাকে ইউসুফ عليه السلام এর অবস্থার মতই বলে দাবী করবে, সে নিজের অপরিসীম ক্ষতি করবে। সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে একজন কাফির বলে বিবেচিত হবে এবং ইউসুফ عليه السلام -কে আল্লাহ্ যে পরিশুদ্ধ করেছেন তাতে অবিশ্বাসী বলে বিবেচিত হবে।

যেহেতু বর্তমান অবস্থা ইউসুফ عليه السلام এর মত নয়, তাই এই দু'য়ের মধ্যে তুলনা করা উচিত নয়। সুতরাং ত্বাগুতদেরকে তাদের নির্বোধ কথাবার্তা এবং কূটতর্ক এখানেই ত্যাগ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ

এই মিথ্যা যুক্তিকে খন্ডন করার আরেকটি মারাত্মক অস্ত্র হচ্ছে, যে কোন কোন *মুফাস্‌সিরীনের* মতে সেই রাজা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنه -এর ছাত্র মুজাহীদ رحمه الله তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই প্রমাণই এ ঘটনাকে ব্যবহার করার সকল যুক্তিকে বাতিল করে দেয়। আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস রাখি এবং বিশ্বাস করি যে, তাঁর কোন সৃষ্টির কথা অথবা ব্যাখ্যা, যার কোন দলিল ও প্রমাণ নেই, তার চেয়ে আল্লাহ্‌র কিতাবের আক্ষরিক অর্থের আনুগত্য করা আরও বেশী যথার্থ। ইউসুফ عليه السلام সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কথাই আমাদের জন্যে সুদৃঢ় প্রমাণ :

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض

"সুতরাং এইভাবেই ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম"। [সূরা ইউসুফ ১২ : ২১]

আল্লাহ্ আল-কুর'আনে অন্য এক জায়গায় এই বিষয়ের সারমর্ম বর্ণনা করেছেন। তিনি ঈমানদারদের অবস্থান বর্ণনা করছেন যখন তাদেরকে তিনি কোন ভূমিতে কর্তৃত্ব দেন :

الذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور

"আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যের নিষেধ করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে"। [সূরা হাজ্জ ২২ : ৪১]

আমাদের এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইউসুফ عليه السلام তাদের মধ্যে একজন। শুধু তাই নয় তিনি তাদের মধ্যেও একজন মহান নেতা, যাদেরকে আল্লাহ্ পৃথিবীতে ক্ষমতা দিলে তারা সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে। যারাই ইসলাম সম্পর্কে জানে তাদের কারও কোন সন্দেহ নেই যে ইসলামের সর্বোৎকৃষ্ট বিষয় হল *তাওহীদ* (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ), যা ছিল ইউসুফ عليه السلام -এর দাওয়াতের মূল বাণী এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদারীত্ব (শির্ক) যেই ব্যাপারে ইউসুফ عليه السلام সতর্ক করেছিলেন, ঘৃণা করেছিলেন এবং অংশীদারীত্ববাদের মিথ্যা প্রভুদের ও দেবতাদের আঘাত করেছিলেন। অবশ্যই সুনিশ্চিত নিদর্শন আছে যে, আল্লাহ্ যখন ইউসুফ عليه السلام -কে ক্ষমতা দান করেছিলেন, তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ, ইয়াকুব عليه السلام ও ইবরাহীম عليه السلام -এর দ্বীনের অনুসরণ করেছিলেন এবং মানুষকে সেদিকে আহ্বান করেছিলেন এবং যারা এই দাওয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করত বা অসম্মতি প্রকাশ করত তাদের প্রত্যেককেই আক্রমন করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র *শরী'আহ্* পরিত্যাগ করেননি। তিনি আল্লাহ্‌র *শরী'আহ্* বা বিধান প্রতিষ্ঠিত না করার ক্ষেত্রে কাউকে সাহায্য করেননি। তিনি কোন বিধানদাতা (যারা আল্লাহ্‌র আইন বিরোধী বিধান প্রতিষ্ঠা করে) বা কোন ত্বাগুতদের সাহায্য করেননি। তিনি তাদেরকে এরূপ সাহায্য করেননি যে রূপ বর্তমান সময়ের ক্ষমতার দাসে পরিণত হওয়া মানুষেরা করছে। তিনি এমন কোন শপথ গ্রহণ করেননি যা ছিল ইসলাম বিরোধী।

তিনি তাদের সাথে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করেননি যে রূপ আজকের মোহগ্রস্থ লোকগুলো সংসদে করছে। তিনি তাদের আচার-আচরণ এবং কর্মপন্থা অস্বীকার ও বর্জন করেছিলেন। তিনি তাদের খারাপ কাজগুলোকে পরিবর্তন

করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দিকে মানুষকে ডেকেছিলেন এবং তাদেরকে আক্রমন করেছিলেন যারা এর বিরোধিতা করেছিল, যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন। যে কেউ এমন বিশ্বাসযোগ্য, সম্মানজনক, মহৎ ব্যক্তিদের সন্তানের নামে এমন কিছু বর্ণনা দেয় যা আল্লাহ্‌র দেয়া বর্ণনা থেকে ভিন্ন, তাহলে সে পবিত্র ইসলাম থেকে বের হয়ে একজন অপবিত্র কাফিরে পরিণত হবে।

এই ব্যাপারে অপর একটি দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌র এই কথার ব্যাখ্যা :

وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين

"রাজা (যখন এই ব্যাপারটি শুনল সে) বলল, 'ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে আসো, আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব', যখন সে (রাজা) **তাঁর** [ইউসুফ عليه السلام] **সাথে কথা বলল, সে বলল, 'নিশ্চয়ই, আজ তুমি আমাদের নিকট বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছ'।"** [সূরা ইউসুফ ১২ : ৫৪]

কেউ কি চিন্তা করতে পারে রাজার সাথে ইউসুফ عليه السلام কি বিষয়ে কথা বলেছিলেন; তিনি কি রাজাকে তাকে ভালবাসার জন্যে, তাকে ক্ষমতা দেয়ার জন্যে, তাকে বিশ্বাস করার এবং তার প্রতি আস্থা রাখার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন?

তিনি কি মন্ত্রী, আল-আযীয, এর স্ত্রীর ঘটনার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন, যেই ঘটনার সমাপ্তি হয়েছিল সকলের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে? অথবা তিনি কি জাতীয় ঐক্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কথা বলেছিলেন, না অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে?

কেউই এমন দাবী করতে পারবে না যে তার অদৃশ্যের জ্ঞান আছে অথবা কেউ প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলতে পারে না। যদি সে তা করে, সে একজন মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে। কিন্তু এই আয়াত **"যখন সে তাঁর সাথে কথা বলেছিল ..."** এর ব্যাখ্যা নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, **"আল্লাহ্‌র ইবাদত করার ও ত্বাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।"** [সূরা নাহল ১৬ : ৩৬]

এবং মহান আল্লাহ্ বলেন,

ولقد أُوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتَ ليحبطن عملك

ولتكونن من الخاسرين

"তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই এই প্রত্যাদেশ হচ্ছে যে, তুমি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থির করলে তোমার সমস্ত আমল নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে" [সূরা-যুমার ৩৯ : ৬৫]।

এবং তাঁর কথার মাধ্যমে ইউসুফ عليه السلام -এর দাওয়াত সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের বর্ণনা পাওয়া যায়,

"যে সম্প্রদায় আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না এবং আখিরাতে অবিশ্বাসী আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইস্‌হাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি, কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা আমাদের কাজ নয়।" [সূরা-ইউসুফ ১২ : ৩৭-৩৮] এবং তাঁর বক্তব্য,

"হে কারা সঙ্গীরা ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌ তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্‌ পাঠান নাই। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে, এটাই সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই ব্যাপারে অবগত নয়"। [সূরা-ইউসুফ ১২ : ৩৯-৪০]

অতএব, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাই ইউসুফ عليه السلام -এর মহান বক্তব্য, কারণ এটি তাঁর মহামূল্যবান জীবন ব্যবস্থা (*দ্বীন*) এবং এটিই তাঁর দাওয়াতের, তাঁর দ্বীন এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের দ্বীনের ভিত্তি। যদি তিনি কোন অসৎ কাজের নিষেধ করে থাকেন, তাহলে তাঁর মধ্যে শিরকের চেয়েও অধিক কোন খারাবি হতে পারে না যা তা এই মূলনীতির (তাওহীদের) বিরোধিতা করে থাকে। যদি এটা সত্য বলে গৃহীত হয় এবং তাঁর প্রতি রাজার উত্তর হচ্ছে, **" 'নিশ্চয়ই, আজ তুমি আমাদের নিকট বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছ',** তাহলে এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, রাজা তাঁকে অনুসরণ করেছিল, তাঁর সাথে এক মত হয়েছিল, শির্‌কী জীবন ব্যবস্থা (*দ্বীন*) পরিত্যাগ করেছিল এবং ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ عليه السلام -এর দ্বীনের অনুসরণ করেছিল।

ধরে নেই যে, অন্তত রাজা ইউসুফ عليه السلام ও তাঁর পিতার তাওহীদ ও দ্বীন যে সঠিক সে ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছিল। সে তাঁকে বলার স্বাধীনতা, তাঁর দ্বীনের দিকে আহ্বান করার অনুমতি এবং যারা এর বিরোধী তাদের আক্রমন করার অনুমতি দিয়েছিল। এবং রাজা তাঁকে কোন বাধা দেয়নি এই কাজগুলো করার জন্যে, না তাঁকে তাঁর দ্বীনের বিপরীত কোন কিছু করার জন্যে আদেশ করেছিল। তাহলে ইউসুফ عليه السلام -এর অবস্থা ও আজকে যারা ত্বাগুতের প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে আছে, আর যারা তাদের সাহায্য করছে সংসদে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে, তাদের অবস্থার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

চতুর্থত :

যদি আপনি উপরোক্ত সব কিছু জানেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত যে, ইউসুফ عليه السلام -এর মন্ত্রণালয়ে অংশগ্রহণ একত্ববাদের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না এবং ইবরাহীম عليه السلام -এর দ্বীনের সাথেও সাংঘর্ষিক ছিল না। কিন্তু বর্তমান সময়ের ত্বাগুতের মন্ত্রণালয়ে অংশগ্রহণ তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক।

ধরে নেই, রাজা ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং কাফেরই ছিল। তারপরও ইউসুফ عليه السلام -এর শাসন ভার গ্রহণ করা একটা ছোট বিষয়, এটা প্রধান বিষয় হতে পারে না কারণ এটা হয়তোবা দ্বীনের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না। কারণ ইউসুফ عليه السلام কোন প্রকার কুফ্‌রী বা শির্‌ক করেননি। তিনি কাফেরদের অনুসরণ করেননি অথবা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারও বিধান মেনে নেননি। তিনি মানুষকে তাওহীদের দিকে ডেকে ছিলেন। *শরী'আহ্‌*-র ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

لكلٍّ جعلنا منكم شِرعةً ومنهاجاً

"আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি শরী'আত ও একটি স্পষ্ট পথ এবং একটি জীবন পদ্ধতি দিয়েছি।" [সূরা মায়িদাহ ৫ : ৪৮]

এমন কি নবীদের *শরী'আহ্‌* ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কিন্তু তারা সবাই

তাওহীদের ক্ষেত্রে এক। রাসূল মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم বলেন,

نحن معاشرَ الأنبياء إخوةٌ لعلات ديننا واحد

"আমরা, নবীগণ, একে অপরের ভাই যাদের পিতা একজনই কিন্তু মাতা ভিন্ন ভিন্ন, আমাদের দ্বীনও একই"[20] ।

তিনি বুঝিয়েছেন যে তাদের সকলেই তাওহীদের ক্ষেত্রে এক ছিলেন এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে এবং *শরী'আহ্*-র ক্ষেত্রে ভিন্নতা ছিল। সুতরাং কোন একটা জিনিস আমাদের জন্যে পূর্বের কোন আইন অনুসারে অবৈধ হতে পারে কিন্তু আমাদের *শরী'আহ্*-য় তা বৈধ হতে পারে যেমন গণিমতের মাল। এক্ষেত্রে বিপরীতটাও সত্য হতে পারে যা পূর্বে জাতিদের জন্যে বৈধ ছিল কিন্তু আমাদের জন্যে অবৈধ। সুতরাং অতীতের সমস্ত আইনই আমাদের আইন নয়, বিশেষতঃ যখন তা আমাদের *শরী'আহ্*-র সাথে সাংঘর্ষিক (পরস্পরবিরোধী) হয়।

এরূপ একটি সাংঘর্ষিকতার নিদর্শনস্বরূপ বলা যায়, যা ইউসুফ عليه السلام -এর জন্য বৈধ ছিল, তা আমাদের জন্য অবৈধ। ইব্ন হিব্বান তার বইতে এবং আবু ইয়ালা এবং আত্-তাবারানীতে বর্ণনা করেন যে রাসূল মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

ليأتين عليكم أمراء سفهاء يقربون شرار النّاس، ويُؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفًا، ولا شرطيًا، ولا جابيًا، ولاخازنًا

"অপরিণতমনস্ক ব্যক্তি শাসক হিসেবে তোমদের কাছে আসবে এবং সবচেয়ে খারাপ কাজটি করবে, খারাপ লোকেরা হবে তার সঙ্গী এবং তারা সালাত বিলম্বে আদায় করবে। তোমাদের মধ্যে যারাই তা অনুধাবন করবে, তারা যেন তাদের উচ্চ পদে আসীন না হয় বা তাদের কর্মচারী না হয় অথবা তাদের সংগ্রহকারী অথবা কোষাধ্যক্ষ না হয়।"

[20] বুখারী শরীফ : আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত।

এখানে যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে এই শাসক কাফের নয় কিন্তু তারা হবে অসৎ চরিত্রের এবং নির্বোধ।

একজন সতর্ককারী সাধারণত সবচেয়ে বড় অন্যায় এবং গর্হিত কাজ সম্পর্কে সতর্ক করে। তাই, যদি তারা কাফের হতো, তাহলে রাসূল صلى الله عليه وسلم তা উল্লেখ করতেন। কিন্তু তাদের সবচেয়ে খারাপ কাজ যা রাসূল صلى الله عليه وسلم এখানে উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে তারা সবচেয়ে খারাপ লোকদেরকে বন্ধু বানাবে এবং সালাতে শৈথিলতা প্রকাশ করবে। এরই কারণে নবী মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم আমাদের কাউকে তাদের কোষাধ্যক্ষ বা মন্ত্রী হতে অনুমতি দেননি। সুতরাং যদি আমাদের আইনে অত্যাচারী শাসকের কোষাধ্যক্ষ বা মন্ত্রী হিসেবে কাজ করা নিষিদ্ধ এবং অবৈধ, তবে কিভাবে একজন কাফের রাজা এবং মুশরিক শাসকের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করা বৈধ হবে?

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليم

"আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন, আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ"। [সূরা ইউসুফ ১২ : ৫৫]

এটা সত্য এবং সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত যে এটা পূর্ববর্তী লোকদের দ্বীনের সাথে সংশিষ্ট এবং এটাকে আমাদের আইনে বাতিল করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এটাই পর্যাপ্ত হওয়া উচিত তার জন্যে যে হেদায়াত চায় কিন্তু যে তার নিজের চিন্তাভাবনা, মানুষের মতামত এবং কথাকে দলিল এবং প্রমাণ থেকে বেশি প্রাধান্য দেয়- সে সুনিশ্চিতভাবে হেদায়াত পাবে না।

ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً...

"আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান না তার জন্য আল্লাহ্র নিকট তোমার কিছুই করার নেই"। [সূরা মায়িদাহ ৫ : ৪১]

পরিশেষে, এই অসার অমূলক যুক্তি সম্পর্কে কথা শেষ করার পূর্বে আমরা কিছু মোহগ্রস্থ ব্যক্তিদের একটি বিষয় জানাতে চাই যাদের শির্ক ও কুফ্র প্রমাণিত হয় কুফ্রী মন্ত্রণালয়ে এবং শির্কী সংসদে যোগদানের মাধ্যমে। তারা

ইউসুফ عليه السلام এর রাজার মন্ত্রণালয়ে যোগদানের ব্যাপারে শাইখ-উল-ইসলাম ইব্ন তাইমিয়ার উক্তিকে তাদের যুক্তি ও অজুহাতের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। এটা প্রকৃত পক্ষে মিথ্যার সাথে সত্যের সংমিশ্রণ। এটা শাইখ-এর উপর অপবাদ এবং তাঁর সম্পর্কে খারাপ বক্তব্য দেয়া ছাড়া কিছুই না। তিনি এই ঘটনা উল্লেখ করে সংসদে অংশগ্রহণ এবং কুফ্‌রী করার অথবা আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগ না করার দলিল হিসেবে তা ব্যবহার করেননি। না, আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মুসলিম শাইখ তাঁর দ্বীন এবং তাঁর অন্তর এই খারাপ দাবী থেকে মুক্ত, যা পরবর্তীকালের ভন্ড লোকেরা ছাড়া আর কেউই তা দাবী করতে পারে না। আমরা এটা বলছি কারণ কোন জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমান এই ধরনের বক্তব্য দিতে পারে না।

কাজেই, শাইখের মতো একজন আলেম কিভাবে এটা বলতে পারেন, যদিও এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার এবং পুরোপুরিভাবে আপোষহীন। তাঁর সমস্ত বক্তব্যের মূল লক্ষ্য ছিল দু'টি কাজের মধ্যে জঘন্যতমটি প্রতিরোধ করা এবং দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের মধ্যে থেকে যেটা তা গ্রহণ করা। আপনি জানেন যে, দুনিয়াতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাওহীদ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন বা শির্‌ক করা। বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ عليه السلام ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ভাল কাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তথা *'আল-হিসবাহ* অর্থাৎ বিভিন্ন কাজের উপর সম্পূর্ণ তত্তাবধান করতেন। [মাজমু আল-ফাতাওয়া: খন্ড ২৮ঃ পৃষ্ঠা ৬৮]

ইউসুফ عليه السلام -এর কাজের বর্ণনায় তিনি (ইবনে তাইমিয়া) বলেছেন- **"তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ভাল কাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাদেরকে ঈমানের দিকে ডেকেছেন যতটুকু তাঁরপক্ষে সম্ভব।"** তিনি আরও বলেছেন, **কিন্তু তাঁর পক্ষে যতটুকু সম্ভব তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ভাল কাজ সম্পাদন করেছিলেন।"** [মাজমু আল-ফাতাওয়া: খন্ড ২০ঃ পৃষ্ঠা ৫৬]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ উল্লেখ করেননি যে, ইউসুফ عليه السلام আল্লাহ্‌র পাশাপাশি বিধান দিয়েছিলেন বা আল্লাহ্‌র বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান দ্বারা বিচার কার্য সম্পাদন করেছিলেন বা তিনি গণতন্ত্রের অথবা এমন দ্বীনের

(জীবন ব্যবস্থা) অনুসরণ করেছেন যা আল্লাহ্‌ দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক। বর্তমানে মোহগ্রস্থ ব্যক্তিরা তার কথার সাথে তাদের কুৎসিত প্রমাণের মিশ্রণ ঘটায় এবং সাধারণ মানুষদেরকে বিপথে নেওয়ার জন্যে মিথ্যা যুক্তি দাঁড় করায়। তারা মিথ্যার সাথে সত্যকে এবং অন্ধকারের সাথে আলোর সংমিশ্রণ ঘটায়।

আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হলে যে দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে তা হল, আল্লাহ্‌র বাণী এবং তাঁর রাসূল صلى الله عليه وسلم যিনি আমাদের নেতা ও পথ প্রদর্শক। আল্লাহ্‌র রাসূলের صلى الله عليه وسلم কথার পর অন্য কারও কথা গ্রহণ করা হতে পারে বা নাও হতে পারে। একারণেই যদি এই কথা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ারও হয়- তারা যে রূপ দাবী করছে বা তার চেয়েও বড় কোন আলেমেরও হয়, আমরা তা গ্রহণ করব না যতক্ষণ না তারা প্রমাণ দিতে পারে, যে রূপ আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

قلْ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

"বল : যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।"

[সূরা বাকারা ২ : ১১১]

কাজেই এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, তাওহীদকে আঁকড়ে থাকুন। মুশরিকদের এবং তাওহীদের শত্রুদের পথভ্রষ্ঠকারী এবং মিথ্যা গুজবে কর্ণপাত করবেন না। তাদের অসঙ্গতিপূর্ণ কূটতর্কে কর্ণপাত করবেন না।

তাই নিজের তওহীদকে শক্ত হাতে ধরে রাখুন। শিরকের অনুসারীদের এবং তওহীদের শত্রুদের বিপথগামী মিথ্যা প্রচারণার দিকে মনোনিবেশ করবেন না।

আল্লাহ্‌র দ্বীনের অনুসরণ করে এমন লোকের মতো হয়ে যান, যে সব লোকদের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم বলেন,

لا يضرّهم من خالفهم و لا من خذلهم حتى يأتيَ أمرُ الله و هم كذلك

"তারা ওদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না যারা তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করবে অথবা তাদেরকে ত্যাগ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র নির্ধারিত দিবস আসে, যে সময় পর্যন্ত তারা ঐ (সত্য) পথেই অটল থাকবে।" [সহীহ মুসলিম]

দ্বিতীয় অযৌক্তিক অজুহাত :

যদিও নাজ্জাসী আল্লাহ্‌র শারীআহ্ প্রয়োগ করেনি, তথাপি সে মুসলিম ছিল।

রাজনৈতিক দলগুলো, হোক না তারা ক্ষমতাসীন শাষক গোষ্ঠী বা বিরোধীদল, নাজ্জাসীর ঘটনাকে ব্যবহার করে ত্বাগুতের কার্যাবলীকে বৈধ করার জন্যে। তারা বলে : "নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণের পর তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগ করেন নাই এবং এরপরও রাসূল صلى الله عليه وسلم তাকে আল্লাহ্‌র ন্যায়নিষ্ঠ দাস বলেছেন, তার জন্যে জানাযার সালাত পড়ে ছিলেন এবং সাহাবীদের তাই করতে আদেশ করেছিলেন।" সফলতা আসে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকে; এই ব্যাপারে আমাদের কথা হলঃ

প্রথমতঃ

যারা এই প্রতারণামূলক যুক্তিটি দেখান, সবার প্রথমে তাদেরকে যাচাই যোগ্য ও সঠিক দলিল দ্বারা প্রমাণ করতে হবে যে, নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণের পরও আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান প্রয়োগ করেননি। আমি তাদের যুক্তিটি বিচার বিশ্লেষণ করার পর যা পেলাম তা হল, অসত্য বিবৃতি ও ভিত্তিহীন আবিষ্কার যা কিনা সত্যিকারের বা যাচাই যোগ্য কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قل هاتوا بُرهانكم إن كنتم صادقين

"বল : যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমান পেশ কর।" [সূরা বাকারা ২ : ১১১]

দ্বিতীয়তঃ

আমাদের মতে এবং যারা আমাদের বিরোধিতা করেন তাদেরও মতে সত্য হচ্ছে যে, নাজ্জাসী মারা গিয়েছিলেন ইসলামের হুকুম পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে; তিনি মারা গিয়েছিলেন এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে,

اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكمُ الإسلام ديناً...

"...আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করিলাম" [সূরা মায়িদাহ ৫ : ৩]।

এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল বিদায় হজ্জের সময় কিন্তু নাজ্জাসী মারা গিয়েছিলেন তার পূর্বে যে রূপ হাফিজ ইবনে কাসীর এবং অন্য আলেমগণ বর্ণনা করেছেন।[21]

সুতরাং সেই সময় তার জন্য কর্তব্য ছিল আল্লাহ্‌র বিধান যতটুকু জানা ততটুকু অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা, আনুগত্য করা এবং কার্য সম্পাদন করা। এই ক্ষেত্রে প্রধান বিষয় ছিল আল-কুর'আনের বাণী মানুষের কাছে পৌছানো। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وأُوحِيَ إليَّ هذا القرآن لأُنذركم به ومن بلغ..

"এই কুর'আন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটা পৌছাবে তাদেরকে এরদ্বারা আমি সতর্ক করি" [সূরা আন'আম ৬ : ১৯]।

সেই সময় যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এ রকম ছিল না যা আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি। কিছু হুকুম কারও কাছে পৌছাতে কয়েক বছর লেগে যেত এবং কোন কোন সময় এমনও হতো যে, রাসূল صلى الله عليه وسلم এর কাছে না আসা পর্যন্ত কোন কোন হুকুম জানাও যেত না।

সুতরাং সেই সময় দ্বীন ছিল নতুন এবং আল-কুর'আন তখনও নাযিল হচ্ছিল। সেই কারণেই দ্বীন তখনও পরিপূর্ণ হয়নি। এই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায় বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে; আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছিলেন : "আমরা রাসূল صلى الله عليه وسلم কে সালাতের মধ্যে সালাম দিতাম এবং তিনি তার উত্তর দিতেন। কিন্তু নাজ্জাসীর কাছ থেকে ফিরে আসার পর আমরা তাকে সালাম

[21] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: খন্ড ৩য়, পৃষ্ঠা ২৭৭।

দিলাম কিন্তু তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি বললেন : সালাতের একটি উদ্দেশ্য আছে।" যে সমস্ত সাহাবীরা ইথোপিয়ায় ছিলেন, যা ছিল নাজ্জাসীর পাশে, রাসূল صلى الله عليه وسلم -এর হুকুমের অনুসরণ করে আসছিলেন কিন্তু তারা জানতেন না যে সালাতের মধ্যে কথা বলা এবং সালাম দেয়া নিষেধ হয়ে গিয়েছিল, যদিও সালাত একটি ফরজ হুকুম এবং রাসূল صلى الله عليه وسلم প্রতিদিন দিনে রাতে পাঁচ বার করে সালাতের ইমামতি করেছিলেন। আজ যারা শির্কী মতবাদ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তারা কি এমন দাবী করতে পারবেন যে, আল-কুর'আনের, ইসলামের হুকুম তাদের কাছে পৌছায়নি? তারা কি ভাবে তাদের এই অবস্থানকে নাজ্জাসীর ঐ অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করবে যখন ইসলাম পরিপূর্ণ ছিল না?

তৃতীয়ত :

এটা জানা কথা যে নাজ্জাসী আল্লাহ্‌র হুকুমের যতটুকু জানতেন ততটুকু প্রয়োগ করতেন, আর যে কেউ এর বিপরীত কথা বলবে, তাকে প্রমাণ ছাড়া কিছুতেই বিশ্বাস করা যাবে না কারণ ইতিহাসের প্রমাণাদি আমাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, তিনি সেই সময় আল্লাহ্‌র আইন সম্পর্কে যতটুকু জানতেন, ততটুকু প্রয়োগ করতেন।

(১) সেই সময় তাকে আল্লাহ্‌র যে সব হুকুম মানতে হতো তার একটি হলঃ **"আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে স্বীকার করা এবং মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم -কে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে মানা এবং ঈসা عليه السلام কে আল্লাহ্‌র দাস ও রাসূল বলে বিশ্বাস করা।"** তিনি তা করে ছিলেন কিন্তু আপনি কি তা দেখতে পান তাদের প্রমাণে? নাজ্জাসীর যে চিঠিটি তিনি রাসূল صلى الله عليه وسلم -কে দিয়েছিলেন তা তারা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

ওমর সুলাইমান আল-আসকর তার পুস্তিকা *"The Council's Judgement of the Participation in the Ministry and the parliament"*-পুস্তকে তা উল্লেখ করেছেন।

(২) **তাঁর রাসূল صلى الله عليه وسلم -এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং হিজরত করার জন্যে অঙ্গীকার :** পূর্বের চিঠিটিতে সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, নাজ্জাসী বলেছিলেন : "আমি রাসূলের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করছি" এবং

তার ছেলে জাফর رضي الله عنه এবং তার সঙ্গীদের কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তিনি জাফর رضي الله عنه এর সাহায্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই চিঠিতে উল্লেখ ছিল যে, নাজ্জসী তার ছেলেকে (আরিয়া বিন আল-আসরাম ইব্‌ন আবজার) রাসূল صلى الله عليه وسلم -এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এতে আরও উল্লেখ ছিল যে, "ও আল্লাহ্‌র রাসূল صلى الله عليه وسلم যদি আপনি চান আমি আপনার কাছে চলে আসি, আমি অবশ্যই তা করব। কারণ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার কথা সত্য।" তারপরই তিনি মারা যান অথবা রাসূল صلى الله عليه وسلم সেই সময় চাচ্ছিলেন না যে তিনি তা করুক। এই সমস্ত ব্যাপারগুলো পরিষ্কার নয় এবং এই ঘটনার কোন সঠিক প্রমান নেই। সুতরাং এই ধরনের কোন রায় এবং একে একটি দলিল হিসেবে ব্যবহার করা গ্রহণ যোগ্য নয়। অধিকন্তু, তা তাওহীদ ও ইসলামের মূলনীতির বিরোধী হয়ে যাবে।

(৩) **রাসূল صلى الله عليه وسلم ও তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করা এবং তাঁর আনুগত্য করা:** নাজ্জাসীর কাছে যারা হিজরত করে গিয়েছিলেন, তিনি তাদের সাহায্য করেছিলেন এবং তাদেরকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তিনি তাদের পরিত্যাগ করেননি। তিনি তাদেরকে কুরাইশদের হাতেও তুলে দেননি। তিনি ইথোপিয়ান খ্রীষ্টানদের তাদের ক্ষতি করতে দেননি, যদিও ঈসা عليه السلام সম্পর্কে তাদের আক্বিদা সঠিক ছিল। আরও একটি চিঠি ছিল যা নাজ্জাসী রাসূল صلى الله عليه وسلم কে প্রেরণ করেছিলেন (ওমর আল-আসকর এই চিঠিটির কথাও উক্ত পুস্তিকাতে বর্ননা করেছেন) যাতে উল্লেখ ছিল যে তিনি তাঁর ছেলেকে ৬০ জন ইথোপিয়ান লোক সহ রাসূল صلى الله عليه وسلم এর কাছে প্রেরণ করে ছিলেন তাঁকে সাহায্য, তাঁর আনুগত্য এবং তার সঙ্গে কাজ করার জন্যে।

তথাপিও ওমর আল-আসকর সহসা তার উক্ত পুস্তিকাতে বলেন যে নাজ্জাসী আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান প্রয়োগ করেননি যা কিনা একটা মিথ্যা এবং এক জন মুওয়াহীদ (যিনি আল্লাহর একত্তবাদে বিশ্বাসী)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে, সেই সময় তিনি যতটুকু আল্লাহ্‌র হুকুম জেনেছিলেন ততটুকু প্রয়োগ করেছিলেন। এবং যে এটা ছাড়া অন্য কিছু বলবেন, আমরা তা কখনও বিশ্বাস করব না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সুনিশ্চিত দলিল দিতে পারেন।

অন্যথায় সে মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে : **"বলঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।"** তিনি (ওমর আল-আসকর) তার দাবীর পক্ষে কোন সুনিশ্চিত দলিল দেননি। কিন্তু তিনি তার প্রমাণের জন্যে কিছু ইতিহাস গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন এবং আমরা সকলেই জানি এইসব ইতিহাস গ্রন্থের অবস্থা আর তা নিঃসন্দেহে ঘোলাটে বা অনিশ্চিত তথ্য সম্বলিত।

চতুর্থতঃ

নাজ্জাসীর অবস্থা এরূপ ছিল যে তিনি যখন দেশের শাসক, তিনি কাফের ছিলেন এবং তারপর ইসলাম গ্রহণ করেন তার রাজত্ব চলা কালে। তিনি তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন পরিপূর্ণ ভাবে রাসূল صلى الله عليه وسلم এর হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তার পুত্রকে প্রেরণ করা, রাসূল صلى الله عليه وسلم এর কাছে কিছু লোকবল প্রেরণ এবং হিজরত করার জন্যে রাসূল صلى الله عليه وسلم এর কাছে অনুমতি চাওয়া। রাসূল صلى الله عليه وسلم কে এবং তার দ্বীনকে সাহায্য করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল তার অনুসারীদের সাহায্য করা। আপাত দৃষ্টিতে তিনি সব ত্যাগ করেছিলেন যা ছিল ইসলাম বিরোধী। তিনি সত্যকে জানার এবং দ্বীনকে শেখার চেষ্টা করেছিলেন মৃত্যু পর্যন্ত যা ঘটেছিল দ্বীনের বিধান পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং তার কাছে পরিপূর্ণ রূপে পৌছানোর পূর্বে। এই ব্যাপারটি রাসূল صلى الله عليه وسلم এর বাণী থেকে এবং এ সম্পর্কিত সঠিক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত। যারা এ ব্যাপারে একমত নন তাদের প্রত্যেককে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি তারা যা বলেন তা প্রমাণ করার জন্যে সঠিক দলিল দিয়ে কারণ শুধু মাত্র ইতিহাস গ্রন্থ কোন দলিল হতে পারে না।

যে পরিস্থিতির সঙ্গে তারা বর্তমান পরিস্থিতিকে তুলনা করছেন তা সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিন্ন। এটা হচ্ছে এমন এক দল লোকের ব্যাখ্যা যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করছে আবার তারা ত্যাগ করছে না যা ইসলামের বিপরীত বা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তারা ইসলামের ওপর আছে বলে দাবী করছে অথচ একই সময়ে তারা ধরে রেখেছে যা ইসলামের বিপরীত এবং এটা নিয়ে তারা গর্বও বোধ করে।

তারা নাজ্জাসী যেভাবে খৃষ্টধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেভাবে গণতন্ত্রের

দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং, তারা গণতন্ত্রের পক্ষে দেয়া বক্তব্যসমূহ ও প্রচারণায় মোহগ্রস্থ হয়ে মানুষদেরকেও এই মিথ্যা দ্বীনের প্রতি আহ্বান করছে। তারা নিজেদেরকে 'আলিহা'-তে পরিণত করে, মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করে, যে ব্যাপারে আল্লাহ্ কোন দিনও অনুমতি দেননি, তারা মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সাথে তাদের এই দ্বীনের ব্যাপারে একমত হয়ে তাদের কাজে যোগদান করে, তারা কাফিরদের সাথে তাদের তৈরী সংবিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা করছে। তারা এই সংবিধানকে অনুসরণ করছে এবং তাদেরকে ঘৃণা করে যারা এই সংবিধানকে আক্রমন বা প্রত্যাখ্যান করে।

তারা দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার পরে এবং তাদের কাছে আল-কুর'আনের বাণী এবং রাসূল صلى الله عليه وسلم এর সুন্নাহ্ পৌছানোর পরেও এই সব কিছু করছে।

আপনি যেই হোন না কেন আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলতে বলছি, এটা কি ন্যায় সংঙ্গত যে এই মিথ্যা, অন্ধকারময়, দুর্গন্ধময় পরিস্থিতিকে এমন একজন মানুষের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা, যে কিনা ইসলামের সঙ্গে বেশী দিন ধরে পরিচিত নয়, যে কিনা সত্যের সন্ধান করছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন দ্বীনকে তা পরিপূর্ণ হওয়ার এবং তার কাছে পৌছানোর পূর্বে? কতই না ব্যবধান এই দুই পরিস্থিতির মানুষগুলোর মধ্যে!

হ্যাঁ, তারা হয়তো বুঝাতে চায় দু'টি পরিস্থিতি একই কিন্তু তা সত্যের মাপকাঠিতে নয়! এই দুই অবস্থা সমান হতে পারে বাতিলের মানদন্ডে, যাদের উপর থেকে আল্লাহ্ তাঁর হেদায়েত বোঝার বোধশক্তি উঠিয়ে নিয়েছেন তাদের ইসলাম বিরোধী গণতন্ত্র নামক দ্বীনে বিশ্বাসের কারণে।

ويلٌ للمطففين . الذين إذا اكتالوا على النَّاس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون . ألا يظن أُولئك أنهم مبعوثون . ليومٍ عظيم.

"দুর্ভোগ তাহাদের জন্যে যাহারা মাপে কম দেয়, যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাহাদের জন্যে মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয়। উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে মহাদিবসে?" [সূরা মুতাফফিফীন ৮৩ : ১-৫]

তৃতীয় অযৌক্তিক অজুহাত :

গণতন্ত্রকে বৈধ করার জন্যে তাকে পরামর্শসভা বা শূরা কমিটি নাম দেয়া বা তার সাথে তুলনা করা।

কিছু অজ্ঞ লোক মুওয়াহীদদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বাণী :

...وأمرهم شورى بينهم

"... যারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে" [সূরা শূরা ৪২ ঃ ৩৮]

এবং রাসূল صلى الله عليه وسلم এর কথাকে - وشاورهم في الأمـــر ..." **এবং তারা সকল বিষয়ে পরামর্শ করে"** ব্যবহার করে তাদের ভ্রান্ত দ্বীন গণতন্ত্রের পক্ষে দলিল দেয়ার জন্যে। তারা গণতন্ত্রকে *শূরা* (তারা বলে যে গণতন্ত্র আর ইসলামীক *শূরা* বোর্ড একই) বলে অভিহিত করে এই ভ্রান্ত দ্বীনকে ধর্মীয় রংয়ে-রাঙ্গাতে চায় এটাকে বৈধ করার জন্যে।

এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য নিচে দেয়া হল এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করছি ঃ

প্রথমতঃ

নাম পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ নাম পরিবর্তন করার মাধ্যমে মূল বিষয়টি পরিবর্তিত হয়ে যায় না। কিছু তথাকথিত ইসলামী দল কাফেরদের এই দ্বীনে বিশ্বাস করে এবং বলে : আমরা গণতন্ত্র বলতে বুঝাতে চাচ্ছি (আমরা যখন এর দিকে আহ্বান করি, উৎসাহ দেই, এর পক্ষে কাজ করি) বাক স্বাধীনতা এবং মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকার স্বাধীনতা এবং এই ধরনের আরও অনেক কিছু।

আমরা তাদেরকে বলি, তুমি এর দ্বারা কি বুঝাতে চাচ্ছো বা কি কল্পনা করছো তাতে কিছু যায় আসে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, গণতন্ত্র আসলেই কী ত্বাগুতেরা যেটিকে প্রয়োগ করছে এবং তারা যেই মতবাদের দিকে মানুষকে ডাকছে এবং যার নামে নির্বাচন করা হচ্ছে? শাসন ও বিচার ব্যবস্থা যেখানে

আপনারা অংশ গ্রহণ করছেন কার দেয়া বিধান অনুসারে চলবে? আপনারা হয়তো মানুষকে প্রতারিত করতে পারবেন কিন্তু কখনই আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে পারবেন না।

إنَّ المنافقِين يُخادعون الله وهو خادعهم

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্‌ই তাদেরকে প্রতারিত করবেন" [সূরা নিসা ৪ : ১৪২]

এবং

يُخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون

"আল্লাহ্‌ এবং মু'মিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন অপর কাউকেও প্রতারিত করে না, এটি তারা বুঝতে পারে না"। [সূরা-বাকারা ২ : ৯]

সুতরাং কোন জিনিসের নাম পরিবর্তন করে দিলেই ঐ জিনিসের রীতি-নীতির পরিবর্তন হয়ে যায় না। নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে হারাম কখনও হালাল হবে না এবং হালাল কখনও হারাম হয়ে যাবে না। রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন ঃ

لَيَسْتَحِلَّنَ طائفةٌ مِنْ أُمَتي الخمرَ باسمٍ يُسَمُّونَها إيَّاه

"আমার উম্মতের এক দল লোক মদকে বৈধ করবে একে ভিন্ন একটি নাম দিয়ে।"

আলেম এবং বিচারকগণ যে ব্যক্তিরা ইসলামের তাওহীদকে অপমান বা আক্রমন করে, তাদের প্রত্যেককেই কাফের বলে গণ্য করেন। তারা যে সকল ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই কাফের হিসেবে গণ্য করেন যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে যায় যে, তারা কোন শির্কী কাজের নাম বদলে দিয়ে সেই কাজে লিপ্ত হয়; ঠিক তাদের মত যারা এই শির্কী মতবাদ, কুফ্‌র তথা গণতন্ত্রকে ***"শূরা"*** বলে তা বৈধ করতে চায় এবং মানুষকে সেদিকে ডাকে।

দ্বিতীয়তঃ

মুশরিকদের গণতন্ত্রের সাথে মুওয়াহীদদের পরামর্শকে *(শূরা)* তুলনা করা এবং *শূরা* পরিষদ এর সাথে পাপিষ্ঠ, অবাধ্য কাফেরদের পরামর্শ পরিষদ একই রকম বলা একটা নিকৃষ্ট তুলনা। আপনি জানেন যে, সংসদীয় পরিষদ হল মূর্তি পূজার একটি মন্দিরের ন্যায় এবং শির্ক-এর প্রাণকেন্দ্র যেখানে থাকে গণতন্ত্রের উপাস্যগুলো এবং তাদের প্রভু ও সহযোগীরা, যারা দেশ শাসন করে তাদের সংবিধান এবং আইন অনুসারে যার অনুমতি আল্লাহ্ তা'আলা দেননি।

আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে ইউসুফ عليه السلام এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেনঃ

"হে কারা সঙ্গীরা ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারও ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত, এটাই সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নয়" [সূরা ইউসুফ ১২ : ৩৯-৪০]।

এবং তিনি আরও বলেন: **"তাদের কি অন্য অংশীদার/ *ইলাহ্* আছে যারা তাদের জন্যে বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই?"** [সূরা শূরা ৪২ : ২১]

সুতরাং এই তুলনাটি শির্ক-এর সঙ্গে তাওহীদের, অবিশ্বাস এর সঙ্গে বিশ্বাস (এক আল্লাহর প্রতি) এর তুলনা করার মত। এটা হচ্ছে আল্লাহ্র ও তার দ্বীনের উপর মিথ্যা আরোপ করা। এটি হচ্ছে সত্যের সাথে মিথ্যার, অন্ধকারের সঙ্গে আলোর সংমিশ্রণ করা। এক জন মুসলিমকে অবশ্যই জানতে হবে যে আল্লাহ্র দেয়া *শূরা*-এর সঙ্গে নোংরা গণতন্ত্রের পার্থক্য হচ্ছে আকাশের সঙ্গে পাতালের যে রূপ পার্থক্য বা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে পার্থক্য সে রূপ। *শূরা* বা পরামর্শ করা হচ্ছে আল্লাহ্ কতৃক প্রদত্ত একটি পদ্ধতি বা নিয়ম এবং গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের তৈরী যা দুর্নীতিগ্রস্থ এবং কুরূচীপূর্ণ।

পরামর্শ করা হল আল্লাহ্র দেয়া একটি বিধান, আল্লাহ্র দ্বীনের অংশ কিন্তু গণতন্ত্র হল আল্লাহ্র বিধান, আল্লাহ্র দ্বীনের সাথে কুফ্রী করা, আল্লাহ্র দ্বীনকে

অস্বীকার করা। পরামর্শ বা *শূরা* হবে সেই বিষয়ে যেই বিষয়ে কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত নেই আল্লাহ্ ও তার রাসূলের কিন্তু যখনই আমাদের কাছে আল-কুর'আনের আয়াত থাকবে, দলিল বা রায় থাকবে, তখন কোন পরামর্শ হবে না।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسولُه أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

"যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দেন, তখন সে বিষয়ে কোন মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই"।

[সূরা আহযাব ৩৩ : ৩৬]

গণতন্ত্রের দুই দিকই ঝুঁকিপূর্ণ। এক দিকে আল্লাহ্র বিধান নিয়ে পরামর্শের কোন সুযোগ নেই। এবং অন্য পাশে গণতন্ত্রে মানুষের বিধান, মানুষের দেয়া আইনকে গুরুত্ব দেয়া হয়। তারা এটা তাদের সংবিধান থেকে পেয়েছে : জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। গণতন্ত্রে মানুষই সর্বময় কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার মালিক। গণতন্ত্র হচ্ছে অধিকাংশ লোকের দেয়া আইন, অধিকাংশ লোকের শাসন, এবং অধিকাংশ লোকের দেয়া দ্বীন। অধিকাংশই নির্ধারণ করে কোনটি হালাল, কোনটি হারাম। এভাবে গণতন্ত্রে মানুষ (দাস) তার মালিক (আল্লাহ্) এর সৃষ্টিকর্তার স্থানে নিজেকে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু *শূরা*-তে, মানুষ বা অধিকাংশ লোক আল্লাহ্র হুকুম, আল্লাহ্র রাসূলের হুকুম এবং তারপর মুসলিম নেতার আনুগত্য করতে বাধ্য। এবং নেতা অধিকাংশের মতামত বা রায় গ্রহণ করতে বাধ্য নন। এমন কি মুসলিমগণ তাদের নেতার আনুগত্য করতে বাধ্য যদিও নেতা কোন ভুল সিদ্ধান্ত নেয় যতক্ষণ না তা আল্লাহ্র অবাধ্যতা হয়।

গণতন্ত্র এবং এর দিকে আহ্বানকারীরা আল্লাহ্র আইনের, আল্লাহ্র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে। তারা এই বলে যেঃ 'আইন হবে অধিকাংশের মতের অনুসারে ...'। 'আগুনে (জাহান্নামে) যাক তারা, যারা তাদের অনুসরণ করে ও গণতন্ত্র নিয়ে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট থাকে', আমরা তাদের একথা এই জন্য জানাই কারণ এই দুনিয়াতে তাদের এখনও সময় আছে

তওবাহ করে ইসলামের পথে ফিরে আসার। এ পৃথিবীতে এই কথা শোনা অনেক ভাল, মহান বিচার দিবসে শোনার চেয়ে যেদিন মানুষ তার বিচারের সম্মুখীন হবে, আর যখন তারা হাউজে কাওসারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে প্রতিরোধ করবে। বলা হবে "তারা পরিবর্তন করে ছিল", তখন রাসূল صلى الله عليه وسلم বলবেন :

سُحقاً سُحقاً لمن بدّل بعدي

"তারা জাহান্নামে, তারা জাহান্নামে, যারা আমার পরে পরিবর্তন সাধন করেছে।"

গণতন্ত্রের উৎপত্তি কুফ্‌রী এবং নাস্তিকতার ভূমি থেকে, এটি ইউরোপের কুফ্‌রী এবং দুর্নীতির কেন্দ্রস্থলগুলো হতে উদ্ভূত হয়, যেখানে দৈনন্দিন জীবনের রীতি-নীতি ও ধর্ম ছিল আলাদা। এই মতবাদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল এমনই এক পরিবেশের যেখানে এই মতবাদের সমস্ত বিষ ও ত্রুটি বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত পশ্চিমা বিশ্বে সেকুলারিজম (ধর্ম থেকে জীবনের আলাদা করার রীতি) চর্চা শুরুর পূর্বে থেকেই গণতন্ত্রের চর্চা ছিল, আর সে কারণেই সমকামিতা, মদ্যপান ও অন্যান্য গর্হিত কাজ সেখানে বৈধ ছিল। তাই যে কেউ এই মতবাদের প্রশংসা করে বা এটিকে *'শূরা'*-র সাথে এক করে সে অবশ্যই একজন কাফের-অবিশ্বাসী, না হয় মূর্খ এবং নির্বোধ। বর্তমানে এখানেই ঘটেছে দুইটি বিপরীত জিনিসের সংমিশ্রণ। শয়তানের অনুসারীরা যে কাফেরদের মতবাদে মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু অবাক হয়ে যাই তাদের কথা শুনলে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে আবার মানুষকে গণতন্ত্রের প্রতি উৎসাহ দেয় এবং একে বৈধতার রং দিতে চায়।

পূর্বে যখন মানুষ সমাজতন্ত্রের প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল, তখন কিছু লোক ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলা শুরু করেছিল এবং তারও পূর্বে ছিল জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ এর কথা। আজকাল তাদের অনেকেই গর্ববোধ করছে এবং মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছে এই সংবিধানের প্রতি... তারা লজ্জাও বোধ করে না ইসলামের ফুক্বাহাদের বাদ দিয়ে এই সংবিধানের দাসদের

ফুকাহা নাম দিতে এবং তাদেরকে এই নামে ডাকতে। তারা একই অভিব্যক্তিগুলো ব্যবহার করে যেরূপ ইসলামীক আইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেমন আইনদাতা, বৈধ, অবৈধ, অনুমোদন যোগ্য, নিষিদ্ধ, এবং তারপরও তারা মনে তারা সকলেই সঠিক পথে আছে, তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত। কোন শক্তি, কোন ক্ষমতা নেই শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র ছাড়া। এটি জ্ঞানী ও বিবেকবানদের হারানো ছাড়া কিছুই নয় এবং সঠিক ও যোগ্য লোকদের বাদ দিয়ে অযোগ্য লোকদেরকে কঠিন কাজের দায়িত্ব অর্পন করা। তারা সমস্ত কিছু অযোগ্য, কুচক্রের অধিকারী লোকদের কাছে দিয়ে দিয়েছে। কি করুণাই করা হয়েছে বিজ্ঞজন ও জ্ঞানীদের প্রতি, দ্বীন এবং এর প্রকৃত আহ্বানকারীদের প্রতি। আমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলছি, এটা খুবই আজব ব্যাপার যে, অনেক মানুষই নিজেকে মুসলিম দাবী করে কিন্তু তারা লা ইলাহা ইলালাহ্-এর অর্থ জানে না। তারা জানে না এর শর্তগুলো কী, এর দাবীগুলো কী। তাদের অনেকেই সব সময় (আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) এর বিরোধিতা করে এবং বর্তমানের শির্‌কী মতবাদে জড়িয়ে পড়েছে। তারা নিজেদেরকে মুওয়াহীদ এবং এর দিকে মানুষকে আহ্বানকারী বলে দাবী করে।

তাদের অবশ্যই আলেমদের কাছে যেতে হবে, এই কালেমার অর্থ ও এর প্রকৃত দাবী সম্পর্কে জানতে, কারণ আল্লাহ্ বনী আদমকে প্রথম যে হুকুমটি দিয়েছেন তা হল এই কালেমা সম্পর্কে জানা। এই কালেমার শর্তগুলো কী কী এবং কী কী এর সাথে সাংঘর্ষিক তা অজু বা সালাত ভঙ্গের কারণ জানার পূর্বে জানতে হবে কারণ কোন অজু বা কোন সালাতই কবুল হবে না যদি কারও মধ্যে তাওহীদের বিপরীত কিছু থাকে। যদি তারা উদ্ধত হয় ও সত্য গ্রহণ না করে, তাহলে তারা ক্ষতি গ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইসলামী আইনবীদ এবং আলেম আহমেদ শাকির رحمه الله -এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে আমি শেষ করব, যিনি ঐ সব কাফেরদের কথার উত্তর দিয়েছেন যারা আল্লাহ্‌র বাণীর বিকৃতি ঘটায় এবং **"যাহাদের বিষয়গুলো পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্থিরকৃত হয়"** এই আয়াতের অপব্যবহার করে তাঁর নামে মিথ্যার উদ্ভাবন করে গণতন্ত্রকে সাহায্য করে এবং যারা কাফেরদের

দ্বীন বাস্তবায়নে সদা তৎপর।

"এবং তারা সকল বিষয়ে পরামর্শ করে" এবং **"যাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে"** এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় আহমেদ শাকির উমদাদ আত-তাফসীর-গ্রন্থে বলেছেন, "বর্তমান সময়ে যারা এই দ্বীনকে নিয়ে উপহাস করে-তারা এই আয়াতগুলোর রূপক অর্থে ব্যাখ্যা দেয় ইউরোপীয় সাংবিধানিক পদ্ধতিকে; তারা তাদের মতের বৈধতা প্রমাণের জন্য 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি' নাম দিয়ে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করছে।" এই সব উপহাসকারীরা এই আয়াতগুলোকে আদর্শবাণী বা তাদের শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করছে এবং এভাবে মুসলিম জাতিকে, মানুষকে এবং যারা ইসলামের দিকে ফিরে আসছেন তাদের প্রত্যেককে প্রতারিত করছে। তারা একটি সঠিক বাক্য ব্যবহার করছে কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য খারাপ। তারা বলে ইসলাম পরামর্শের দিকে ডাকে এবং এই ধরনের আরও অনেক কথা।

সত্যিই! ইসলাম পরামর্শের দিকে ডাকে কিন্তু ইসলাম কোন ধরনের পরামর্শের দিকে ডাকে? আল্লাহ্ বলেছেন, **"এবং সকল বিষয়ে পরামর্শ কর। এবং যখন তোমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌছাও, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর।"**। এই আয়াতের অর্থ খুবই পরিষ্কার এবং সুনিশ্চিত। এই আয়াতের কোন ব্যাখ্যা অথবা রূপক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এটা রাসূল صلى الله عليه وسلم -এর উপর আল্লাহ্র একটি হুকুম ছিল এবং তারপর খলিফাদের উপর। অর্থাৎ সাহাবাদের যারা ছিলেন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মতামত ব্যক্ত করতেন সেসব বিষয়ের উপর যেসবের ব্যাপারে মতামত বা যুক্তি দেয়া যায়। তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন যেটা তিনি সবচেয়ে সঠিক, সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে উপকারী মনে করতেন কোন বিষয়ের সমাধান করার জন্যে এবং তা কোন দল ইচ্ছা বা মতামতের উপর নির্ভর করত না অথবা কোন সংখ্যা বা সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু ইত্যাদি সংখ্যানীতির উপর নির্ভর করতো না। যখন তিনি কোন সমস্যার সমাধান করতেন তখন তিনি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করতেন এবং যা যা করণীয় তাই করতেন।

এজন্যে কোন দলিল বা প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে, ঐসব মানুষেরা যাদেরকে আল্লাহ্র রাসূল صلى الله عليه وسلم পরামর্শ করার জন্যে হুকুম দিয়েছিলেন

তারা ছিলেন আদর্শ খলিফা তাঁর মৃত্যুর পরে, ছিলেন সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ এবং যারা আল্লাহ্র বিধান প্রয়োগ করেছিলেন, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যাকাত আদায় করেছিলেন। তারা ছিলেন আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধরত মুজাহিদ যাদের সম্পর্কে রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন ঃ

ليلني منكم أولو الأحلام والنهى

"আমার পরে তোমাদের মধ্য হতে ভদ্র ও বুদ্ধিমান লোকেরা আসবে।"

তারা নাস্তিক ছিলেন না, অথবা তারা আল্লাহ্র দ্বীন ও হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। তারা সেই সব অসৎ লোকদের মত ছিলেন না যারা এখনকার সময়ে সমস্ত খারাপ কাজে লিপ্ত। তারা এরূপ ছিলেন না যে বিধান দেয়ার অধিকার আছে বলে দাবী করতেন অথবা এমন কোন আইন তৈরী করতেন যা আল্লাহ্র আইনের বিরোধী এবং আল্লাহ্র আইনকে ধ্বংস করে দেয়। যারা মানব রচিত আইন প্রতিষ্ঠা করছে, সেই সব কাফেরদের স্থান হচ্ছে তলোয়ারের অথবা চাবুকের নিচে, পরামর্শ বা মত বিনিময় সভায় নয়। আরেকটি আয়াত আছে সূরা আশ-শুরায় যার অর্থ পরিষ্কার ও সুনিশ্চিত : **"যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয় (হুকুমের আনুগত্য করে) এবং সালাত কায়েম করে, তাদের বিষয়গুলো তারা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে এবং তারা ব্যয় করে আমি যে রিজিক তাদের দিয়েছি তা হতে।"**

চতুর্থ অযৌক্তিক অজুহাত :

রাসূল صلى الله عليه وسلم আল-ফুজুল সংগঠনে যোগ দিয়ে ছিলেন।

কিছু বোকা লোক নবুয়্যাতের পূর্বে রাসূল صلى الله عليه وسلم -এর আল-ফুজুল সংগঠনে যোগ দেয়াকে তাদের শির্কী শাসন ব্যবস্থার সংসদে যোগদানকে বৈধ

করার জন্যে ব্যবহার করতে চায়। এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য নিচে দেয়া হল এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করছি:

যে ব্যক্তি এই প্রতারণামূলক অজুহাত ব্যবহার করতে চায়, হয় তারা বুঝে না *আল-ফুজুল* সংগঠনটি আসলে কি ছিল এবং সে এমন বিষয়ে কথা বলছে যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই অথবা সে মূল ব্যাপারটা জানে এবং সে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের এবং শির্‌ক এর সঙ্গে ইসলামের সংমিশ্রণ করতে চাচ্ছে।

ইবনে ইসহাক, ইবনে কাসীর এবং আল-কুরতুবি উল্লেখ করেছেনঃ *আল-ফুজুল* সংগঠনটি তখনই গঠন করা হয়েছিল যখন কুরাইশের কিছু গোত্র আব্দুলাহ্ বিন জাদান-এর সম্মানার্থে তার বাড়িতে একত্রিত হয়েছিলেন। তারা সকলে এতে একমত হয়েছিলেন যে যখনই মক্কায় তারা কোন নির্যাতিত লোক দেখবে, তারা তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচারী অত্যাচার বন্ধ না করে। কুরাইশরা তখন এই সংগঠনটির নাম দিল *'আল-ফুজুল'* সংগঠন যার 'অর্থনৈতিক উৎকর্ষতার' একটি সংঘ।

ইবনে কাসীর আরও বলেছেন, "*আল-ফুজুল* সংগঠনটি ছিল আরবদের জানা সবচেয়ে মহৎ এবং সম্মানজনক সংগঠন। প্রথম যে ব্যক্তি এই ব্যাপারে কথা বলেছিলেন এবং এর দিকে আহ্বান করেছিলেন তিনি হলেন আল-যুবাইর বিন আব্দাল-মুত্তালিব। এই সংগঠনটি গঠিত হয়ে ছিল যুবাইদ নামক স্থানের এক লোকের কারণে। সে কিছু ব্যবসায়িক পন্য নিয়ে মক্কায় এসেছিল। আল-আস ইবনে ওয়ায়িল তাকে আক্রমন করে তার পন্য সামগ্রী ছিনিয়ে নেয়। তখন সে আল-আহলাফ গোত্রের কিছু লোককে সাহায্যের জন্যে আহ্বান করে কিন্তু তারা আল-আস বিন ওয়ায়িল-এর বিপক্ষে তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে এবং তাকে অপমান করে। অতঃপর সে তার ক্ষতিপূরণের জন্যে পরের দিন সূর্য উদয়ের সময় আবু-কুবায়স পাহাড়ের কাছে গেলেন যখন কুরাইশরা কা'বার প্রাঙ্গনে সভা করছিল। তিনি তাদেরকে সাহায্যের জন্যে আহ্বান করলেন এবং কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন। তখন আল-যুবাইর বিন আব্দাল-মুত্তালিব দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন : তার জন্যে কি কোন সমতা বিধানকারী নেই?

এর পরই হাশিম, যুহরাহ এবং তাইম ইবনে মুর্রাহ, আব্দুলাহ্ ইবনে

জাদ'আন-এর বাড়িতে একত্রিত হলেন। আব্দুলাহ্ ইবনে জাদ'আন তাদের জন্যে কিছু খাবার তৈরী করলেন। তারপর তারা নিষিদ্ধ মাসে যুলকা'দায় একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হন যে, তারা অত্যাচারিতের পক্ষে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করবেন যাতে করে জালিম মজলুমের পাওনা আদায় করতে বাধ্য হয়। যতদিন পর্যন্ত সমুদ্রে ঢেউ উত্থিত হবে, যতদিন পর্যন্ত হেরা ও ছাবীর পর্বতদ্বয় আপন স্থানে স্থির থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের এই অঙ্গীকার অব্যাহত থাকবে। আর জীবন যাত্রায় তারা একে অপরের সাহায্য করবে। তারপর তারা আস ইবনে ওয়ায়িল-এর নিকট গিয়ে তার থেকে যুবাইদীর পন্য উদ্ধার করে তাকে ফেরত দেন। একটি অখ্যাত সনদে কাসিম ইবনে ছাবিত উল্লেখ করেন, কাছ'আম গোত্রের এক ব্যক্তি হজ্জ কিংবা উমরাহ উপলক্ষে মক্কায় আগমন করে। তার একটি কন্যা তার সঙ্গে ছিল। মেয়েটি ছিল অত্যন্ত রূপসী এবং তার নাম ছিল আল-কাতুল। নাবীহ ইব্‌ন হাজ্জাজ মেয়েটিকে পিতার নিকট হতে অপহরণ করে, ধর্ষণ করে ও তাকে লুকিয়ে রাখে। ফলে লোকটি তার মেয়েকে উদ্ধারের ফরিয়াদ জানায়। তাকে তখন বলা হল, তুমি "হিলফুল ফুজুল" সংগঠনের শরণাপন্ন হও। লোকটি কা'বার নিকটে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, হিলফুল ফুজুলের সদস্যগণ কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে হিলফুল ফুজুল-এর কর্মীগণ কোষমুক্ত তরবারি হাতে ছুটে আসে এবং বলে, তোমার সাহায্যকারীরা হাজির; তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল, নাবীয়াহ আমার কন্যাকে ধর্ষণ করেছে এবং তাকে জোর করে আটকে রেখেছে। অভিযোগ শুনে তারা লোকটিকে নিয়ে নাবীয়াহ-এর গৃহের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হন। নাবীয়াহ বেরিয়ে আসলে তারা বলেন, "মেয়েটিকে নিয়ে আয়। তুই তো জানিস আমরা কারা, কি কাজের শপথ নিয়েছি আমরা!" নাবীয়াহ বলল, "ঠিক আছে, তাই করছি, তবে আমাকে একটি মাত্র রাতের জন্য মেয়েটিকে রাখতে দাও!" তারা উত্তরে বলেছিল- "না কখনও না, একটি উটের দুগ্ধ দোহন করার সময়ের জন্য নয়।" তারপর সেই মুহূর্তেই নাবীয়াহ মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।"

আল-যুবাইর আল-ফুজুল সম্পর্কে নিম্নের কবিতা লিখেছিলেন :

আল-ফুজুল অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং সংগঠিত
থাকতে দেয়া হবে না কোন অত্যাচারীকে মক্কায়

তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং ঐক্যবদ্ধ এ ব্যাপারে
সুতরাং প্রতিবেশী এবং দুর্বলরা ছিল নিরাপদ তাদের দ্বারা।

এই সংগঠনটি এবং তাদের উদ্দেশ্যকে আজকের মানুষ প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করছে। আল-বায়হাকী এবং আল-হামিদী বর্ণনা করেন যে রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, "আমি আব্দুলাহ ইবনে জাদ'আনের ঘরে আল-ফুজুল এর অঙ্গীকার সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই অঙ্গীকার ভঙ্গকরার বিনিময়ে যদি আমাকে লাল উটও দেয়া হয় তবু আমি তাতে সম্মত হব না। আর ইসলামের আমলেও যদি তার প্রতি আহ্বান করা হতো আমি তাতে সাড়া দিতাম।" এবং আল-হামিদী আরও যুক্ত করেন, তারা সংগঠিত হয়ে ছিল মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে এবং অত্যাচারীর দ্বারা কেউ যেন অত্যাচারিত না হয়- এই মহৎ উদ্দেশ্যে।

এখন আমরা এই সব মানুষদের জিজ্ঞাসা করছি বলুন : "কি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে আপনাদের এই সংঘে যার জন্য আপনারা যোগদান করেছেন তাদের সাথে যারা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন করে শয়তানের সংবিধান অনুসারে দেশ শাসন করছে?" এবং আমরা জানি যে এই পরিষদের কার্যক্রম শুরু হয় কুফ্‌রী সংবিধানকে, এর আইনকে, এর দাস এবং ত্বাগুতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে অথচ তারা আল্লাহ্‌র দ্বীন এবং তার অনুসারীদেরকে আক্রমণ ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা আল্লাহ্‌র শত্রুদের তাদের দ্বীনের সাহায্য ও অনুসরণ করে যাচ্ছে।

আল-ফুজুল সংগঠনটি কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফ্‌রী বা শির্‌ক করেছিল, আল্লাহ্‌র পাশাপাশি অন্য কোন আইন দিয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বাদ দিয়ে কি অন্য কোন দ্বীনকে সম্মান দেখিয়েছিল? যদি আপনি হ্যাঁ বলেন তাহলে আপনি দাবী করছেন যে, রাসূল صلى الله عليه وسلم কুফ্‌রীতে অংশ নিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র বিধানের পাশাপাশি বিধান দিয়েছিলেন, তিনি এমন দ্বীনের অনুসরণ করেছিলেন যা আল্লাহ্‌র দ্বীন নয় এবং যদি ইসলাম আসার পরও তাকে তাতে যোগ দেয়ার জন্যে ডাকা হত তাহলে তিনি যোগ দিতেন! *(নাউযুবিল্লাহ!)* যে কেউ যদি এমন দাবী করেন, তাহলে তিনি তার নিজের কুফ্‌রী, পথভ্রষ্টতা, নাস্তিকতাকে মানুষ ও জীনদের কাছে প্রকাশ করে দিবেন।

যদি আপনি বলেন ঃ এতে কোন কুফ্‌রী ছিল না, না তারা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন দিয়ে ছিল অথবা এতে কোন খারাপ ছিল না। এটার কাজ ছিল শুধু মাত্র অত্যাচারিত ও বিপদ গ্রস্থদের সাহায্য করা। তাহলে কি ভাবে আপনি এর সাথে একটা কুফ্‌রী, পথভ্রষ্ট, আল্লাহ্‌কে অমান্যকারী পরিষদের তুলনা করেন?

এখন, আমরা আপনাদের একটি স্পষ্ট ও সাবলীল প্রশ্ন করছি এবং আমরা এর উত্তরের মাধ্যমে রাসূল صلى الله عليه وسلم -এর সম্পর্কে আপনাদের একটি বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট সাক্ষ্য চাচ্ছি যা হবে লিখিত। প্রশ্নটি হলঃ যদি পরিস্থিতি এরূপ হয় যে অত্যাচারিত ও বিপদগ্রস্থ লোকদের সাহায্য করার জন্যে আল-ফুজুল সদস্যদেরকে প্রথমে কুরয়াইশদের দেবতা লাত, উজ্জা ও মানাত-এর নামে এবং কুরাইশের কাফেরদের দ্বীনের, এর মূর্তি, ছবির প্রতি আনুগত্যের শপথ করতে হতো, তাহলে কি রাসূল صلى الله عليه وسلم এতে অংশ গ্রহণ করতেন অথবা তিনি কি এর সাথে এক মত হতেন যদি ইসলাম আসার পর তাকে এ ধরনের কাজে ডাকা হত?

যদি তারা বলে : "হ্যাঁ, তিনি রাজি হতেন এবং এতে অংশ নিতেন----- এবং তাই হয়ে ছিল", তাহলে মুসলিম জাতি তার থেকে মুক্ত এবং সে তাদের থেকে মুক্ত এবং সে তার কুফ্‌রকে আল্লাহ্‌র সমস্ত সৃষ্টির সামনে প্রকাশ করে দিল। কিন্তু যদি তারা বলে : "না তিনি তা করতেন না", তাহলে আমরা বলি: "এই সব ভ্রান্ত অজুহাত, অযৌক্তিক চিন্তা ভাবনা এবং মূর্খতাকে ত্যাগ করুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন যুক্তি কি রূপ হওয়া উচিত।"

পঞ্চম অযৌক্তিক অজুহাত :

তাদের এই যোগদানের পেছনে রয়েছে মহৎ উদ্দেশ্য

তারা বলে এই পরিষদে যোগ দেয়ার পিছনে অনেকগুলো ভালো উদ্দেশ্য

আছে। এবং তাদের অনেকেই এমনও দাবী করে যে পরিষদ ভাল উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তারা বলে : "এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকা, সঠিক কথা বলা।" এবং তারা আরও বলে : "এর মাধ্যমে কিছু খারাপ দূর হয়, আল্লাহ্‌র দিকে ডাকার উপর এবং যারা ডাকছে তাদের উপর চাপ কিছুটা লাঘব হয়।" তারা বলে : "আমরা এই স্থান ও পরিষদ খ্রীষ্টান, কমিউনিষ্ট এবং অন্যদের জন্যে ছেড়ে দিতে পারি না।" এবং কেউ কেউ আরও বাড়িয়ে বলে : "আমরা এ কাজ করছি আলাপ আলোচনা বা পরামর্শের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগ করার জন্যে।" এবং তাদের আরও অনেক স্বপ্ন ও ইচ্ছা এই উদ্দেশ্যকে ঘিরে আছে। এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য নিম্নে দেয়া হল এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করছি।

আমরা প্রথমে জিজ্ঞাসা করতে চাই : "কে তার দাসদের উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্ট করে দেন এবং কে তা সম্পূর্ণ রূপে জানেন? আল্লাহ্! যিনি সব কিছু জানেন, তিনি না আপনি? যদি আপনারা বলেন ঃ "আমরা জানি ..."। আমরা বলি : **"তোমরা তোমাদের দ্বীনে, এবং আমরা আমাদের দ্বীনে, তোমরা যাদের ইবাদত কর আমরা তাদের ইবাদত করি না এবং আমরা যার ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদত কর না"** কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, **"এমন কিছু নেই যা আমি লিখে রাখিনি।"** এবং এই সব গণতন্ত্র পন্থীদের প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্ বলেন,

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً

"তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি ..." [সূরা মু'মিনূন ২৩ : ১১৫]

এটাই আমাদের দ্বীন কিন্তু গণতন্ত্র নামক দ্বীনে এই শক্তিশালী সুস্পষ্ট আয়াতগুলোকে বিবেচনা করা হয় না, কারণ তাদের মতে মানুষ নিজেই নিজের বিধান দাতা। গণতন্ত্র মতবাদে বিশ্বাসীরা বলে : "হ্যাঁ, মানুষকে কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে। সে যা ইচ্ছা তাই পছন্দ করতে পারে এবং যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সে যে কোন বিধান ও দ্বীন ইচ্ছা হলে গ্রহণ করতে পারে বা বর্জন করতে পারে। এটা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না যে নব উদ্ভাবিত বিধান আল্লাহ্‌র বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তা সংবিধান ও তাদের আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এবং তার সাথে

সাংঘর্ষিক কিনা। **তোমাদের উপর ও আল্লাহ্‌র পাশাপাশি তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের উপর অভিশাপ।"**

যদি তারা বলে : "আল্লাহ্ই সীমা রেখা নির্দিষ্ট করে দেন এবং তিনি সব কিছু বিবেচনা করে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন, কারণ তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে জানেন তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য।"

أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

"ধিক্ তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদেরকেও! তবুও কি তোমরা বুঝবে না?" [সূরা আম্বিয়া ২১ : ৬৭]

আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করছি : "আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে সবচেয়ে বড় কোন্ উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন এবং তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন ইসলামের দিকে ডাকার জন্যে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ কিতাব নাযিল করেছেন এবং হুকুম করেছেন জিহাদের এবং শহীদ হওয়ার জন্যে? ইসলামীক রাষ্ট্র যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই উদ্দেশ্য কি? ওহে, খিলাফতের প্রচারকরা?

যদি তারা গৌন উদ্দেশ্যগুলোর কথা বলে এবং দ্বীনের মূল ভিত্তিকে পরিবর্তন করে ফেলে, আমরা বলি : এই সব পাগলামী মোহ ছাড়েন এবং দ্বীনের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে জানেন। *'লা ইলাহা'*-র অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করুন, কারণ এই জ্ঞান অর্জন ও এর উপর আমল করা ছাড়া কোন অন্য কোন ইবাদত, কোন জিহাদ, কোন শাহাদাতই গ্রহণ যোগ্য হবে না। যদি তারা বলে : "সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হল তাওহীদের উপর থাকা এবং ঐসব কিছু থেকে দূরে থাকা যা এর বিপরীত যেমন শির্ক।" আমরা বলি : "এটা কি তাহলে যুক্তি সংঙ্গত যে, সবচেয়ে বড় এই উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করা এবং ত্বাগুতের দ্বীন গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার জন্যে রাজী হওয়া এবং এমন বিধানকে সম্মান করা যা আল্লাহ্‌র বিধানের পরিপন্থি এবং ঐসব বিধান দাতাকে অনুসরণ করা যারা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি বিধান দেয়? সুতরাং যদি তা করেন তাহলে আপনি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হল *তাওহীদ* (ত্বাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহ্‌র একাত্ববাদে বিশ্বাস করা), সেই তাওহীদকে ধ্বংস করে দিবেন, কিছু গৌণ উদ্দেশ্যের জন্যে।"

কোন্ নীতি, কোন্ বিধান, কোন্ দ্বীন আপনাদের এই পন্থার সাথে একমত হতে পারে, শুধু কাফেরদের দ্বীন-গণতন্ত্র ছাড়া? মুশরিকদের পরিষদে আপনারা কোন্ দ্বীনের দিকে ডাকছেন, কোন অধিকারের কথা বলেন যখন আপনারা ইসলামের মূলনীতি এবং এর দিকে আহ্বানের মূল উৎসকে মাটির নিচে কবর দিয়েছেন? ইসলামের গৌন ও ক্ষুদ্র বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্যে এর উৎস এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে কি কবর দেয়া উচিৎ? আপনারা ইসলামের ছোট ও গৌন উদ্দেশ্য যেমন : 'মদ নিষিদ্ধ করা, কাদিয়ানীদের কাফের ঘোষণা দেয়ার জন্যে ত্বাগুতের কাছে যাচ্ছেন, যদিও তাদেরকে কাফের হিসেবে ঘোষণা না দিলেও তারা কাফের। অথচ ত্বাগুতেরা হল কাদিয়ানীদেও থেকে আরও বড় কাফের, তারা কাফেরদেও নেতা। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বিসর্জন দিয়ে আপনারা তাদের সাথে কী আলোচনা করছেন? আপনাদের এই বিষয়ে কোন দলিল আছে কি?

যদি আপনি বলেন, "আল্লাহ্ বলেছেন ..., আল্লাহ্র রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন ...", তবে আপনি মিথ্যা বলছেন কারণ গণতন্ত্র নামক দ্বীনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলকে কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। তাঁদের হুকুমকে মান্য করা হয় না। তাদের নিজেদের সংবিধান অনুসারে যা বলা বা অনুমোদন করা হয়েছে, তারা তারই অনুসরণ করে। তাহলে এর চেয়ে অধিক কুফ্রী, শির্ক ও নাস্তিকতা আর কারও মধ্যে আছে কি? যারা গণতন্ত্রের পথ অবলম্বন করছে এরা কি একই সময়ে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসী হতে পরে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً

"তুমি কি তাদেরকে দেখ নাই যারা দাবি করে যে, তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা ত্বাগুতের কাছে বিচার ফয়সালার জন্যে যেতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু শয়তান চায় তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে যেতে?" [সূরা নিসা ৪ : ৬০]

উত্তর দিন, হে সংশোধনের পথ অবলম্বনকারীগণ, যারা এই শিক্ষা দিচ্ছেন কুফ্রীর কেন্দ্রস্থলগুলোতে শির্ক ও কুফ্র অবলম্বন না করে কি কোন আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব? যেই আল্লাহ্ শরী'আতের বাস্তবায়নের জন্য আপনারা যে এত উদ্বিগ্ন, সেই *শরী'আত*-কে কি আপনারা এই পথে প্রয়োগ করবেন? আপনারা কি জানেন না এটি কাফিরদের একটি বন্ধ পথ? শুধু যুক্তির কারণেই যদি ধরে নেই আপনাদের এই কর্মপন্থা সফল হবে, তবুও এটি আল্লাহ্র বিধান হবে না; তা হবে মানুষের তৈরী সংবিধানের আইন। তা হবে অধিকাংশ লোকের আইন। তা কখনও আল্লাহ্র বিধান হবে না যতক্ষণ না আপনারা আল্লাহ্র হুকুম ও বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন এবং যতক্ষণ না আপনারা বিনয়ের সাথে আল্লাহ্র আনুগত্য করবেন। কিন্তু এই আত্মসমর্পণ যখন গণতন্ত্র এবং মানুষের তৈরী সংবিধানের বিধান ও হুকুমের কাছে হবে, তা হবে ত্বাগুতের বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ যদিও তা অনেক ব্যাপারে আল্লাহ্র হুকুমের সাথে একমত হয়। আল্লাহ্ বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ **"বিধান দেয়ার কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্র"**। তিনি বলেননি : **"বিধান দেয়ার ক্ষমতা মানুষের"**। তিনি বলেছেন ঃ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ **"সুতরাং তাদের মাঝে ফয়সালা কর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দ্বারা"**। তিনি বলেননি : **"সুতরাং তাদের মাঝে ফয়সালা কর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার মধ্যে থেকে যা তোমাদের পছন্দ হয়"** অথবা **"তাদের মাঝে ফয়সালা কর মানব রচিত সংবিধান ও এর আইন দ্বারা"**। এটা বলে গণতন্ত্র ও মানুষের তৈরী সংবিধানের গোলামেরা। আপনি কোন্ পক্ষে?আপনি কি এখনও আপনার ভ্রান্ত এবং পুরানো মতবাদের পক্ষে? আপনি কি আপনার বিবেক খুইয়েছেন? আপনি কি দেখেন না আপনার আশে পাশে কি ঘটেছে যারা গণতন্ত্রের পথ ধরে ছিল? আমাদের জন্যে উদাহরণ হয়ে আছে আলজেরিয়া, কুয়েত, মিশর এবং আরও অনেক দেশ। আপনি কি এখনও নিশ্চিত নন যে গণতন্ত্র কাফেরদের চক্রান্ত? গণতন্ত্র কাফেরদের নিখুঁত ভাবে তৈরী একটি হাস্য নাট্য? আপনি কি এখনও নিশ্চিত নন যে, এই পরামর্শ পরিষদ ত্বাগুতের একটি খেলা? সে যখন চায় তখন তা শুরু করে আবার যখন চায় তা বন্ধ করে দেয়? ত্বাগুতের অনুমতি ছাড়া কোন আইনই বাস্তবায়ন করা যায় না। তবে কেন এই

সুনিশ্চিত কুফ্‌রীর ব্যাপারে এত যুক্তি-অজুহাত? এটা পরিষ্কার হীনমন্যতা। এত কিছুর পরও তাদের বলতে শোনা যায় : "কিভাবে আমরা এই সংসদ কমিউনিষ্ট, খ্রীষ্টান এবং অন্য সব নাস্তিকদের কাছে ছেড়ে দিব?" তাহলে যাও তাদের সাথে জাহান্নামে যাও!

মহান আল্লাহ্ বলেন,

ولا يحزنكَ الذين يُسارعون في الكفر إنَّهم لن يضروا الله شيئاً يُريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذابٌ عظيمٌ

"এবং তাদের দিকে ঝুঁকে যেও না যারা কুফ্‌রীর দিকে দৌড়ে যায়। তারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং আল্লাহ্ পরকালে তাদের কিছুই দেবেন না, এবং তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর।"

[সূরা আলি 'ইমরান ৩ : ১৭৬]

যদি আপনি এই সব নাস্তিকদের সাথে যোগ দেন তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি আপনি তাদের সাথে শির্ক-এ অংশ গ্রহণ করাকে উপভোগ করছেন। যদি আপনি চান তাহলে তাদের কুফ্‌রী ও শির্ক-এ আপনি অংশ নিতে পারেন; তবে জেনে রাখুন, তাদের সাথে এই অংশ গ্রহণ এই পৃথিবীতে শেষ হয়ে যাবে না। এটা আখিরাতেও অটুট থাকবে, যে রূপ আল্লাহ্ সূরা নিসায় বলেছেন। তিনি প্রথমে সতর্ক করেছেন এই সব পরিষদে যোগ দেয়ার ব্যাপারে এবং মানুষকে এই সব পরামর্শ পরিষদ এড়িয়ে চলতে আদেশ করেছেন এবং তাদের সাথে বসতে নিষেধ করেছেন। যদি কেউ বসে, সে তাদেরই একজন বলে বিবেচিত হবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

"কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হবে। মুনাফিক এবং কাফির সকলকেই আল্লাহ্ তো জাহান্নামে একত্র করবেন।" [সূরা নিসা ৪ : ১৪০]

এরপরও কি আপনি নিশ্চিত নন যে, এটা শির্ক, এটা পরিষ্কার কুফ্‌র? আপনি কি জানেন না এটি আল্লাহ্‌র দ্বীন নয় এবং এটি একত্ববাদের দ্বীন নয়? তাহলে কেন আপনি তা গ্রহণ করছেন? এটা তাদের জন্যে ছেড়ে দিন, এটাকে পরিত্যাগ করুন এবং একে এড়িয়ে চলুন। এটা যাদের দ্বীন তাদের কাছে ছেড়ে দিন এবং ইব্‌রাহীম عليه السلام -এর দ্বীনের অনুসরণ করুন। ইউসুফ عليه السلام তার দুর্বলতার সময়ে, জেলে থাকার সময়ে যে রূপ বলেছেন, আপনিও সে রূপ বলুন,

"যে সম্প্রদায় আল্লাহে বিশ্বাস করে না ও আখিরাতে অবিশ্বাসী, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করছি। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদের অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সহিত কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এই আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"

[সূরা ইউসুফ ১২ : ৩৭-৩৮]

হে মানুষেরা! ত্বাগুতকে এবং তার পরামর্শসভাকে বর্জন করুন, তাদেরকে ত্যাগ করুন এবং তাদেরকে অস্বীকার করুন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের দ্বীনকে (মানুষের তৈরী যে কোন ধরনের জীবন ব্যবস্থা) ছেড়ে ইসলামকে গ্রহণ না করে। এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট পথ, স্বচ্ছ আলোর মত কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আল্লাহ্‌র ইবাদত করার ও ত্বাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল" [সূরা নাহল ১৬ : ৩৬]।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

" ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যেই নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো, এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারও ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত, এটাই সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অবগত নয়"। [সূরা ইউসুফ : ৩৯-৪০]

তাদেরকে এড়িয়ে চলুন, তাদেরকে ত্যাগ করুন, তাদের লোকদেরকে এবং তাদের শির্কী মতবাদ ত্যাগ করুন খুব বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার পূর্বে অর্থাৎ মহান বিচার দিবস আসার পূর্বেই। আপনার ইচ্ছা, সাধনা, পরিতাপ সেই দিন কোন কাজেই আসবে না।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ
يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

"আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, 'হায় ! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করল।' এইভাবে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলীকে পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাবেন আর তারা কখনও অগ্নি হতে বের হতে পারবে না।" [সূরা বাকারা ২ : ১৬৭]

এখনই তাদের পরিহার করুন এবং তাদেরকে বলুন ঃ "তোমরা ইব্রাহীম عليه السلام -এর দ্বীনের ও নবীদের পথের অনুসরণ কর",

যে রূপ আমরা বলছি,

হে, মানব রচিত আইনের দাসেরা ...এবং সংবিধানের দাসেরা ...

হে, গণতন্ত্র নামক দ্বীনের সেবকেরা ...

হে, আইনদাতারা ...

আমরা তোমাদের এবং তোমাদের দ্বীনকে বর্জন করছি ...

আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করছি এবং আরও অস্বীকার করছি তোমাদের শির্কী সংবিধানকে এবং তোমাদের মুশরিকদের পরামর্শসভাকে এবং তোমাদের সাথে আমাদের শত্রুতা ও ঘৃণা শুরু হল চিরদিনের জন্যে যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্তে ঈমান আনবে।

সংসদীয় বিষয় : বিবেচনা করুন, চিন্তা করুন, হে জ্ঞানবান-বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ!

"আমি ভাবতে পারতাম না যে আল্লাহ্ তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূল صلى الله عليه وسلم -এর মাধ্যমে যেই *শরী'আহ্* দিয়েছেন, তার জন্য তাঁর বান্দাদের অনুমোদন প্রয়োজন। কোন প্রকৃত মু'মিন মনে করে না যে, আল্লাহ্ যে বিধান নাযিল করেছেন তাঁর কিতাব ও রাসূল صلى الله عليه وسلم -এর মাধ্যমে, তা মানার ক্ষেত্রে তাঁর বান্দার অনুমোদনের প্রয়োজন আছে। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে কোন মু'মিন পুরুষ বা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ এবং

তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।"[সূরা আহযাব ৩৩ : ৩৬]

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" [সূরা নিসা ৪ : ৬৫]

এবং তিনি আরও বলেছেনঃ

"তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্যে তো আছে জাহান্নামের অগ্নি, যেখানে সে স্থায়ী হবে? উহাই চরম লাঞ্ছনা।" [সূরা তওবাহ ৯ : ৬৩]

কিন্তু দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্র বিধান তার পূর্ণ পবিত্রতা নিয়ে আল-কুর'আনে আজও বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্র কতিপয় বান্দারা সংসদের মাধ্যমে একে আইন হিসেবে পাশ করতে চাইছে! আল্লাহ্র বান্দার সিদ্ধান্ত যদি আল্লাহ্র দেয়া বিধান থেকে ভিন্ন হয়, তাঁর বান্দার সিদ্ধান্তই আইন হয়ে যাবে এবং তা আইন সভা বা সংসদের মাধ্যমে পাশ হয়ে সরকারের কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা তা বাস্তবায়িত হবে যদিও তা কুর'আন-সুন্নাহ্র বিরোধী। এর একটি প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ্ মদ নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু সংসদ তা বৈধ করেছে, আল্লাহ্ তাঁর দেয়া সীমানা রক্ষা করতে বলেছেন কিন্তু সংসদ তা ভঙ্গ করেছে। মূল কথা হচ্ছে, সংসদের সিদ্ধান্তই আইন হয়ে যাবে যদিও তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।"

فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ
عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ

"...এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট

দলীল, হিদায়াত ও রহমত এসেছে। অতঃপর যে কেউ আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? যারা আমার নিদর্শনসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় সত্যবিমুখতার জন্যে আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিব।"[সূরা আন'আম ৬: ১৫৭]

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"কারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাস।" [সূরা নিসা ৪ : ১১৫]

বাংলাদেশের সংবিধান থেকে নেয়া প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য

বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা প্রথম ভাগঃ প্রজাতন্ত্র ১ ও ২ অনুচ্ছেদ ঃ

৭(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

৭(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

- তৃতীয় তফসিল-শপথ ও ঘোষণা অনুচ্ছেদের ২(ক)এ বলা হয়েছে "আমি ..... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (বা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী) পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

-আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

-আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

-এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের

প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

• তৃতীয় তফসিল-শপথ ও ঘোষণা অনুচ্ছেদের ৫-এ বলা হয়েছে "আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্তার সহিত পালন করিব;

-আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

-আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং সংসদ সদস্যরূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

এখানে শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের صلى الله عليه وسلم সুন্নাহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি বরং সংসদ সদস্যরা আল্লাহ্‌র ও রাসূল صلى الله عليه وسلم-এর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্যের পরিবর্তে এই সংবিধানের রক্ষা, সমর্থন এবং একে টিকিয়ে রাখতে শপথ করছেন।

"মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার করা" - ছোট কুফ্‌র না বড় কুফ্‌র?

ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর বক্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা

শায়খ আবু হাম্‌জা আল-মিশ্‌রী

লেখকের পক্ষ থেকে কিছু উপদেশ

দ্বীনি ভাই ও বোনেরা, আস্‌সালামু 'আলাইকুম। আমার উপদেশ হচ্ছে নিরপেক্ষ থাকা এবং স্মরণ করা যা আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে বলেছেন, যখন তিনি সত্য অনুধাবনের জন্য আমাদের বলেছেন। তিনি নবী صلى الله عليه وسلم ব্যতীত অন্য কোন শায়েখ বা ব্যক্তির সাথে এটাকে যুক্ত করেননি। মহান আল্লাহ্ বলেন, **"প্রমাণ নিয়ে আসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"** তিনি কখনও বলেননি, "তোমরা শায়েখ অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে আনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমরা দেখতে পাই, অনেক শায়েখ এবং জ্ঞান অন্বেষণকারী তাদের সঙ্গী ভাই ও বোনদের দ্বারা ভর্ৎসনার শিকার হয়, যখন তারা অত্যাচারী শাসক ও তাদের সমর্থক আলেমগণের স্বার্থের পরিপন্থী কোন সত্যকে প্রকাশ করে থাকে।

তারা শুধু সুনির্দিষ্ট সত্য শুনতে চায় এবং তা সুনির্দিষ্ট মানুষের কাছ থেকে আসতে হবে। এটাকে বিশ্বাসের বিচ্যুতি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সাধারণভাবে *'আহ্‌লে সুন্নাহ্'* থেকে এবং বিশেষভাবে সত্যপথ থেকে এই বিচ্যুতি।

কতিপয় লোক আছে এমন যারা সত্য জানার পূর্বেই তাদের নির্ধারিত শায়েখ অথবা তাদের অন্তরে লালিত *উপাস্যদের সেই* ব্যাপারে মতামত জানতে চায়। যদি আপনি বড় অথবা ছোট বিষয়ে শায়েখদের সাথে ভিন্নমত প্রকাশ করেন অথবা তাদের বিরুদ্ধে বলেন, তাহলে তারা আপনাকে পথভ্রষ্ট বলবে। ইসলামে এই আচরণ হচ্ছে *'বিদআত'*। সাহাবীগণ এবং *'আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত'* এ ব্যাপারে একমত যে, এটা *হারাম* এবং এটা *শিরকের* পর্যায়েও যেতে পারে, যদি আপনি কোন ব্যক্তির মতামতের উপর বিশ্বাস করে মূল্যায়ন করেন এবং কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র উপর তাকে প্রাধান্য দেন।

লোকেরা যখন এইভাবে জ্ঞান আহরণ করে অথচ তাদের শায়েখ এবং তাদের জ্ঞান দ্বারা নিজের ও অন্যের জ্ঞানকে বিচার ও মূল্যায়ন করে, এটা একটি খুবই মারাত্মক ভুল।

যদিও আমরা সালফে সালেহীনদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু শ্রদ্ধা এবং *তাক্‌লীদ* (অন্ধানুসরণ) ভিন্ন বিষয়।

যদি এ ব্যাপারে আমরা বাড়াবাড়ি করি, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ আমাদের উপর প্রযুক্ত হতে পারে, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ...)

"তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পন্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগীগণকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে...।" (সূরা তওবাহ ৯: ৩১)

কাজেই, আমি আমার ভাইদেরকে নসীহত করি, যাতে তারা কোন শায়েখের অন্ধভক্তি বাদ দিয়ে সত্যের দিকে ধাবিত হন। ব্যক্তিকে না ভাল বেসে শায়েখের ভালকর্মকে ভালবাসেন। আমি মনে করি, এই ধরনের পর্যবেক্ষণ, বন্টন এবং অর্থায়নের মতো ক্ষুদ্র কাজে মুসলিম ভাইয়েরা শরীক থাকবে। ভাইদের সময় বাঁচাতে, আমরা এই গবেষণামূলক কর্ম ছোট কলেবরে প্রকাশ করেছি যাতে তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সহজে অনুধাবন করতে পারে। আর এইভাবে আমাদের প্রচেষ্টা যাতে সফল হয় এবং সকলের নিকট বোধগম্য হয়।

আস-সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনাদের ভাই

আবু হাম্‌জা আল-মিশ্‌রী

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমরা কেবল তাঁর নিকট প্রার্থনা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাই। আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমরা আমাদের আমল ও নফসের সকল খারাবি থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন *ইলাহ্* নেই, তিনি এক এবং একক, যার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم তাঁর বান্দা ও রাসূল। সর্বোত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাবের কথা এবং সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم-এর প্রদর্শিত পথ। দ্বীনের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে *বিদ'আত (দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃতি)*, প্রত্যেকটি বিদ'আতই নিয়ে যায় পথভ্রষ্টার দিকে এবং প্রত্যেকটি পথভ্রষ্টতাই আগুনে (জাহান্নামে) যাবে।

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً~ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; তা হলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।"[22]

يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[23]

---

[22] সূরা আহ্‌যাব (৩৩)ঃ আয়াত ৭০-৭১।

[23] সূরা তওবাহ (০৯)ঃ আয়াত ১১৯।

ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর উদ্ধৃত *'কুফর*[24] *দূনা কুফর'*[25]-এর ব্যাখ্যা

এই প্রবন্ধ *হাকিমিয়্যাহ*[26] সম্বন্ধে কোন ব্যাপক ভিত্তিক বিশ্লেষণ নয় বরং *হাকিমিয়্যাহ* সম্বন্ধে গবেষণা কর্মের একটি অংশবিশেষ। যদি আপনি তাওহীদ *আল-হাকিমিয়্যাহ* সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চান, অনুগ্রহ করে আমাদের "Allah's Governance on Earth" নামক গ্রন্থটি দেখুন যেখানে এই বিষয়টি একটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

এটা এমন কোন রচনা নয় যা মুজাহিদদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। মুজাহিদরা বিজয়ী দল। যারা শরিয়াহ্ বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করছে। এ প্রবন্ধ হতে *'খাওয়ারিজ'* এবং *'মুজাহিদ'*দের মধ্যে পার্থক্য জানা যাবে না। দয়া করে এই জন্যে "Khawaarij and Jihad" নামক গ্রন্থটি দেখুন।

এ লেখাটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান সময়ের কিছু মূর্খ লোক যারা *শরী'আহ্*-কে ধ্বংস করার জন্য ইব্ন আব্বাসের رضي الله عنهما এই উক্তিটির বিকৃত ব্যবহার করে এবং তারা মানব রচিত আইনের পক্ষে একে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। ইতিমধ্যেই এই খারাবি যাদের চোখে ধরা পড়েছে, তাদেরকে *'খাওয়ারিজ'* বলা হচ্ছে এবং শাসকের অবাধ্য হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।

---

[24] কুফ্র অর্থ হচ্ছে অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা, অবিশ্বাস। কুফ্র বড় কিংবা ছোট হতে পারে। কুফরের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে।

[25] 'কুফ্র দূনা কুফ্র' কথাটি ইবন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তার সময়ের একটি ঘটনাকে কুফ্র বলা হয়, কিন্তু তা বড় কুফ্র নয় অর্থাৎ তা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে না।

[26] এই বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বোচ্চ শাসক এবং তাঁর বিধান ও আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা। তিনিই একমাত্র বিধান দেবার মালিক, কেউ তাঁর বিধান পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না। এই বিধান দানে তিনি একজনকেও তাঁর শরীক করেন না।

যাহোক, ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর উক্তি প্রত্যাখ্যান করা ভুল হবে। এটা অনেক সচেতন ভাইয়েরা করছে। তারা ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর কথাকে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া অথবা এর বৈধতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছে। সত্যিকারভাবে, এই বক্তব্য সঠিক, কিন্তু এটাকে ভুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। *'আহলে সুন্নাহ'*-র পথ হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার না করে সত্যের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

আমরা আশা করি যে, এই ক্ষুদ্র লেখনীতে ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর কথার সঠিক অবস্থা উঠে আসবে। এটি সচেতন মুসলিমকে সত্য সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ তাদের সহায় হোন, যারা ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর কথাকে প্রতিহত করেছে এবং যারা ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর সঠিক উক্তিটি বোঝার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত দিন, যারা দুষ্টচক্রের দ্বারা এই কথার ভুল অর্থের মাধ্যমে বিপথগামী হয়েছে, যারা শরিআহর পরিবর্তে মানব রচিত আইন দাবি করছে।

ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর কথার শাব্দিক অর্থ কি এবং কোন পরিস্থিতিতে তিনি এই উক্তি করেছেন?

আমাদের প্রথমেই এই বিষয়টি চিন্তা করা উচিত, **'ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর কথা কী ছিল?'** এটা বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে, সেই সময়ের প্রেক্ষাপট, যখন তা বলা হয়েছিল। সেই যুগ যখন মুয়াবিয়া এবং আলী ইব্ন আবু তালিব رضي الله عنه -এর মধ্যে মতপার্থক্য উদ্ভূত হয়েছিল।

সে সময় আলী رضي الله عنه এর শিবিরের কিছু লোক যারা পরবর্তীতে *খাওয়ারিজ* হিসেবে চিহ্নিত হয়, তারা আলী رضي الله عنه, মুয়াবিয়া رضي الله عنه এবং তাদের দুই প্রতিনিধি এই চার সাহাবাকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাদের দাবীর

সমর্থনে তারা নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে। সূরা আল-মায়িদাহ-র ৪৪ নং আয়াত যেখানে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

" এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।" [সূরা আল-মায়েদা ৫: ৪৪]

এর ভিত্তিতে খাওয়ারিজরা ঘোষণা দেয় যে, সৃষ্ট বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে *শরী'আহ্* বাস্তবায়িত হয়নি, কাজেই যারা এটা বাস্তবায়নে ব্যর্থ, তারাই কাফের। এর প্রতি উত্তরে এবং আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه -এর পক্ষালম্বনের জন্য ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما এই উক্তি করেছিলেন যে, যা ঘটেছিল তা *কুফ্র দূনা কুফ্র*[27] এবং উল্লিখিত চার জন সাহাবা ইসলাম থেকে খারিজ হননি। ঐ আয়াতের ব্যাপারে খাওয়ারিজদের বুঝটা ছিল ভুল। ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما জানতেন না যে, এই সাদামাটা একটি কথা থেকে আজকের অত্যাচারী শাসক ও তাদের সমর্থকগণ এটাকে একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করবে, যারা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজের নিষেধ করে আর যারা শয়তানদের (ত্বাগুতদের) উৎখাত করে তাদের মুকুট চিরতরে ধ্বংস করার জন্য সংগ্রাম করে- তাদের পথে বাঁধার সৃষ্টি করবে। এই প্রবন্ধে ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর উক্তিটি সঠিকভাবে তুলে ধরা হবে এবং সেই পরিস্থিতিকে সামনে আনা হবে। এভাবে সেইসব মানুষের কাছে বিষয়টি খোলাসা করা হবে যারা এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত এবং যারা এই যুগেও আল্লাহ্র শত্রুদের উৎখাতের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ *গাফেল*। এবার আমরা আমাদের এই বক্তব্যের দলীলের দিকে অগ্রসর হব।

[27] ছোট কুফ্র: যা সম্পন্নকারী কাফের হয় না।

শরী'আহ্-র *'হুকুম'*-এর সাথে *'ফতোয়া'* ও *'রায়'*-এর পার্থক্য

الفارق بين الحكم الشرعي والفتوى والقضاء

এই নাজুক পরিস্থিতিতে, আমরা কি ব্যাপারে কথা বলছি তা নিশ্চিত হতে হবে। যে কোন পরিস্থিতি বুঝতে হলে, আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, *শরী'আহ্*-র হুকুম, ফতোয়া এবং রায় কি? এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার পরই কেবলমাত্র আমরা এ বিষয়গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারি।

আমাদের প্রথম বিষয় হচ্ছে, *শরী'আহ্*-র হুকুম। শরীআহ হচ্ছে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত হুকুম বা বিধান। আর ফতোয়া হচ্ছে একটি কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ্র কোন সুনির্দিষ্ট বিধানের প্রয়োগ, যার প্রেক্ষাপটের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ 'সকল প্রকার মাদক হারাম' এই হুকুমটি আমরা পানি বা সিরকার ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে তা সঠিক ফতোয়া হবে না। কারণ এগুলোর উপাদান হালাল। এই ফতোয়া তখনই সঠিক হবে যখন বাস্তবতা এবং *শরী'আহ্*-র হুকুম হবে সঠিক ও সঙ্গতিপূর্ণ।

রায় বা সিদ্ধান্ত ফতোয়ার চেয়ে আরও বেশী স্পর্শকাতর। বিধান এটা নিশ্চিত করে যে, *শরী'আহ্*-র সঠিক হুকুম সঠিক বাস্তবতায় সুস্পষ্ট এবং পরিস্থিতিটি সত্যিকার অর্থেই সংঘটিত হয়েছে এবং বিচারের সম্মুখীন হয়েছে। সঠিক রায়ের অনুসরণ করা ফরজ। এটাই হচ্ছে একজন বিচারকের কাজ। স্পষ্ট একটি বাস্তবতায় নির্দিষ্ট *শরী'আহ্*-র যথার্থতা স্পষ্ট হবার পর বিচারকের দায়িত্ব হল বিচারের প্রয়োগ নিশ্চিত করা। সুতরাং *শরী'আহ্*-র স্থান সর্বাগ্রে এরপর ফতোয়া, সর্বশেষ ধাপ হল রায় বা *ক্বদা*।

সাহাবী ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর কথা প্রারম্ভে আনার কারণ হচ্ছে যে, তার কুর'আনের আয়াত মুখস্ত ছিল। তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার ব্যাপারে জ্ঞান ছিল। তিনি তার বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে বলেছিলেন *'কুফ্র দূনা কুফ্র'* পরবর্তীতে এই বিখ্যাত উক্তিকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন অবস্থা এবং ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

'কুফ্‌র দূনা কুফ্‌র' উক্তিটি ভালভাবে অনুধাবন করতে হলে, আমাদের বুঝতে হবে প্রকৃত উক্তি এবং তার অর্থ যা বিভিন্ন মুফাসসিরীন ও হাদীস বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ শায়েখদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত উক্তিটি হচ্ছে, ***"যে কুফ্‌র সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করছ, এটা আসলে সেই কুফ্‌র নয়।"*** এ থেকে বুঝা যায় যে, এই উক্তিটি করা হয়েছিল কথোপকথনের মাঝে, এই কথোপকথন সংঘটিত হয়েছিল ইবন আব্বাস ও তার সময়ের খাওয়ারেজদের সাথে।

কাজেই খাওয়ারিজদের মনে যা ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما এই রায় দিয়ে ছিলেন। এটা সুনির্দিষ্টভাবে তাদের জন্য এবং ঐ সময়ের জন্য। এই উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি এটাকে কুফ্‌র বলেছেন। সেই সাথে তিনি ঐ সময়ের বাস্তবতা এবং ঐ সময়ের নেতাদের অবস্থা বিবেচনা করেছিলেন। কাজেই সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে ঐসব লোকদের সন্দেহের উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি *শরী'আহ্‌*-র হুকুম প্রয়োগ করেছিলেন (এবং আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া যে বিচার ফয়সালা করে সে কাফের), কিন্তু বাস্তবতা সেই ধরনের কুফরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

তার সময়ের বাস্তবতাকে আরও গভীরভাবে বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ খেয়াল রাখতে হবেঃ

১. ঐ সব লোকদের নেতারা যাকে কাফের বলেছিল তিনি জান্নাতী যা রাসূলের صلى الله عليه وسلم দ্বারা স্বীকৃত, অর্থাৎ আলী رضي الله عنه।

২. মুয়াবিয়া رضي الله عنه যাকে খলিফাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তার অন্যতম দায়িত্ব ছিল নবী صلى الله عليه وسلم -এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ঐশী বাণী কুর'আনের পান্ডুলিপি লেখা।

৩. উভয় পক্ষের মধ্যেই শত্রুতা ছিল এবং একই সময়ে তাদের জ্ঞান ছিল ঐ সময়ের মূর্খ খাওয়ারিজ লোকদের থেকে বেশি। তথাপি তারা একে অপরকে 'কাফের' বলে আখ্যায়িত করেনি।

৪. *শরী'আহ্‌* ১০০% অক্ষুণ্ন ছিল এবং তার প্রয়োগও ছিল।

কাজেই আল্লাহ্‌র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আইন ছাড়া অন্য কোন আইন প্রয়োগ হয়ে থাকে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দায়ী। এবং সেটা তার অজ্ঞতা অথবা দুর্নীতির ফসল যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কাজেই, ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنه-এর উক্তির পিছনে বাস্তবতা ছিল এবং তা তিনি তার সময়ে ফতোয়া হিসেবে তিনি দিয়েছিলেন। যারা আল্লাহ্‌র আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করে না, তাদের ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما আরেকটি উক্তি করেছিলেন যা *'আম'* অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেই উক্তিটি নিম্নরূপঃ

حدثنا عن حسن ابن أبي الربيع الجرجاني قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال : **كفى به كفره**

হাসান ইব্‌ন আবি আর রাবিয়া আল-জুরজানি[28] থেকে বর্ণিত, আমরা আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি মুয়াম্মার থেকে, তিনি ইব্‌ন তাউস থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما -কে আল্লাহ্‌র এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, **"... আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।"**[29] তিনি বলেছিলেন, ***"কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট।"***[30]

যখন ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما এই উক্তি করেছেন যে, ***"কুফরের জন্য এটাই যথেষ্ট"*** তখন এটাকে ছোট কুফ্‌র হিসেবে গণ্য করা যাবে না। যখন তিনি বলেছেন ***'যথেষ্ট',*** তখন এটাকে শুধু **বড় কুফ্‌র** হিসেবেই ধরতে হবে। কুর'আনের আয়াতের তাফসীরের নিয়মাবলী অনুযায়ী এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা ছয়টি পয়েন্ট নিয়ে গঠিত যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলঃ

---

[28] তার নাম হচ্ছে ইবন ইয়াহহিয়া ইবন জাজ। সে সত্যবাদী এবং নির্ভরযোগ্য। অবশিষ্ট বর্ণনাকারীরাও বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য।

[29] সূরা মায়িদাহ (৫)ঃ ৪৪।

[30] *আকবার উল কাদ্দাহ*, ভ-১, পৃঃ ৪০-৪৫, লেখকঃ ইমাম ওয়াকিয়া।

১. আহ্‌ল আস্-সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আ'তের সকল মাজহাব এবং ফুক্বাহা (ইসলামী আইনজ্ঞ) এই ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, কোন এক সাহাবীর বা কিছু সাহাবীর বক্তব্যই কুরআনের সাধারণ আয়াতকে বাদ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এই নিয়মকে বলা হয় **لا يصلح مخصصا للقرآن** যার অর্থ হচ্ছে কুরআনের একটি আয়াত যার ক্ষেত্র হচ্ছে আম (সাধারণ) তাকে একজন সাহাবীর বক্তব্যের দ্বারা খাস (বিশেষ) ভাবে ব্যবহার করা যাবে না, যতক্ষণ না সেই ব্যাপারে ইজমা, কুরআনের বিপরীত আয়াত, হাদীস অথবা অন্য কোন দলিল থাকে।

এই নিয়মের অর্থ এই নয় যে, ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما কর্তৃক বর্ণিত ***'কুফ্‌র দূনা কুফ্‌র'*** ঐ ব্যাপারে ভুল ছিল কিংবা ঐ সময়ে তার দেওয়া ফতোয়াও ভুল ছিল। না, এ ধারণা ঠিক নয়, বরং তার অর্থ হচ্ছে, তিনি এবং সাহাবীগন ঐ সময়ের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত ফতোয়ার অর্থ বুঝেছিলেন, যা কুরআন অথবা সুন্নাহর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২. কুর'আন সংরক্ষণের জন্যই আমাদেরকে আহ্‌ল আস্-সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আ'তের ইজমার ভিত্তিতে তাফসীরের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। নিয়ম হচ্ছে যে, কুর'আনের আয়াতের বর্ণনা অবশ্যই বাহ্যিক অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, যতক্ষণ না অন্য কোন দলিল থাকে যে, আমরা এটাকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে পারব। এটা খুবই কম ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। তাফসীর বিশারদগণ বলেন, ***"যদি এই নিয়ম সংরক্ষিত না হয়, তবে বাতিল[31] লোকদের জন্য বিদআতের দরজা খুলে যাবে। তারা কুর'আনের ভিন্ন অর্থ নিবে এবং আহলে সুন্নাহ্‌র ঐক্যমতের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ তারা উপস্থাপন করবে।"*** এটা বুঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, কেবল শব্দ অথবা আয়াতের প্রতীয়মান অর্থ নিয়েই ভাবা উচিত নয়। যদি অন্য কোন অর্থ থাকে, তবে এটা প্রমাণের জন্য স্বতন্ত্র দলিল প্রয়োজন।

[31] বাতিন লোক হচ্ছে তারা যারা বলে যে কুর'আনের বাহ্যিক অর্থ স্পষ্ট নয়, বরং আরো গোপনীয় এবং আভ্যন্তরীণ অর্থ আছে। এটা যারা করে তারা হচ্ছে সুফিআন, শিয়া এবং বাতিনিয়া।

উদাহরণস্বরূপ ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما সূরা মায়িদাহ-র ৪৪ নং আয়াতের অর্থে এক প্রকারের কুফ্‌র বুঝেছিলেন যা তিনি একটি কুফ্‌র হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু তিনি কুফ্‌র শব্দটি পরিবর্তন করেননি। তিনি জানতেন যে, নবী صلى الله عليه وسلم কর্তৃক অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

"তিন প্রকারের বিচারক আছে, যাদের দু'প্রকার জাহান্নামে যাবে এবং এক প্রকার জান্নাতে যাবে। জান্নাতী সেই যে সত্য জানে এবং সত্যের দ্বারা বিচার করে। এমন বিচারক যে তার মূর্খতা দিয়ে মানুষের মধ্যে বিচার করে সে জাহান্নামে যাবে। যে সত্য জানে কিন্তু সত্য থেকে বিমুখ, সেও জাহান্নামে যাবে।"[32]

এই সতন্ত্র দলিল যা ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما -কে আলী ও মুয়াবিয়া رضي الله عنه সম্পর্কে *তাক্‌ফীর* করা থেকে বিরত রেখেছে। এর কারণ হচ্ছে, খাওয়ারিজরা আয়াতটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছিল, হাদীসের ভাষ্যে বিচারক ঐ সময়ে আরও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে আমরা দেখি, খাওয়ারিজরা নিজস্ব কারণে কিছু লোকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, পক্ষান্তরে মুজাহিদদের অবস্থান ছিল *শরী'আহ্*-র পরিবর্তে মানব রচিত আইনের বিরুদ্ধে।

৩. ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما *শরী'আহ্*-র পরিবর্তনকারী লোকদেরকে কুফ্‌ফার বলেননি, বরং এটা ঐ সব লোকদের ব্যাপারে বলা

[32] ইবন উমর কর্তৃক 'আল হাকিম' সহ চারটি গ্রন্থে বর্ণিত।

হয়েছে যারা ঐশী বিধান বা আইন ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছে, এটিও বড় কুফ্‌র *(কুফ্‌র আল-আকবার)* কিন্তু শরীআহর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার মতো কুফরের চেয়ে ছোট।

৪. আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما এর অনেক ব্যাপারই সাহাবাদের থেকে ভিন্ন ছিল, যেমনঃ প্রথমে তিনি নিক্বাহ আল মুতা (অস্থায়ী বিয়ে) কে হারাম মনে করতেন না, বরং এটাকে হালাল হিসেবে গণ্য করতেন, যতক্ষণ না আলী ইব্‌ন আবু তালিব رضي الله عنه তাকে বলেছিলেন, "তুমি ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ"। ইব্‌ন জুবাইর رضي الله عنهما মন্তব্য করেন, "যদি তুমি এটাকে হালাল বলতে থাক, তবে আমি তোমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করব।" ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما এই ফতোয়াও দিয়েছিলেন যে, রিবা-আন নাসিয়া (পুঞ্জিভূত সুদ) হালাল, কিন্তু সব মিলিয়ে পরম্পরায় সুদ হারাম। তিনি এও ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, ঈদে কুরবানী ওয়াজিব (আবশ্যকীয়) যখন বেশির ভাগ সাহাবীগন এটাকে মুস্তাহাব বলতেন। এখন কোন ব্যক্তি যদি এগুলোর দিকে লক্ষ্য করে তাহলে সে দেখতে পাবে ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما অন্য অনেক বিষয়ে সাহাবীদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাহলে কেন *'কুফ্‌র দূনা কুফ্‌র'*-এর অন্ধ অনুসারীরা তার অন্যান্য নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্ধ অনুসরণ করে না?

৫. পূর্বেকার মুফাস্‌সিরগণ (*তাফ্‌সীর* বিশারদ) যেমনঃ ইব্‌ন কাসীর رحمه الله, ইব্‌ন তাইমিয়া رحمه الله এবং ইব্‌ন কাইয়েম رحمه الله, আল জাওজিয়াহ্‌ رحمه الله এবং আধুনিক তাফসীর বিশারদগণ যেমনঃ আহমেদ সাকির رحمه الله , মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম رحمه الله এবং মুহাম্মদ সাকির رحمه الله ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما এর উক্তি বর্ণনা করেছেন এবং তারা ঐ সময়ের বাস্তবতা ও পরিস্থিতি জানতেন।

তাহলে কেন তারা এ বিষয়ে তাঁর থেকে দ্বিমত পোষণ করছেন এবং তাদের যুগের *শরী'আহ্‌* পরিবর্তন করার জন্য কিছু শাসককে কাফের বলেছেন?

এই মুফাসসিরগন ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর মতামত ব্যক্ত করেননি। তারা ভিন্ন মত পোষণ করেন না, যতক্ষণ না তারা বক্তব্য ও পরিস্থিতি পুরোপুরি জানতে পারেন। অথচ তাঁদের খাওয়ারিজ না বলে কেন মুজাহিদীন বলা হচ্ছে?

যখন ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما এর সাথে কতিপয় সাহাবাগনের ভেড়া কুরবানীর বিষয় নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তিনি তখন কুর'আনের থেকে আয়াত উল্লেখ করেন এবং হাদীস পেশ করেন। অন্যান্য সাহাবীগন বললেন, "আবু বকর ও ওমর কখনও এরূপ বলেন নাই অথবা এটাকে ওয়াজিব বলতেন না।" তখন তিনি তার বিখ্যাত মন্তব্য করেন,

"আমি আল্লাহ্‌ ও রাসূল صلى الله عليه وسلم -এর কথা বলছি আর তোমরা আবু বকর ও ওমরের কথা বলছ। তোমরা কি ভীত নও যে, আল্লাহ্‌র গজব আকাশ থেকে তোমাদের মাথায় এসে পড়বে।"

কুর'আনের হুকুম অনুসরণে যিনি এতো কঠোর, আজ তার নাম ব্যবহার করা হচ্ছে কুর'আনের আয়াতের বিরুদ্ধে; এমন পরিস্থিতিতে তিনি কি খুশী থাকতেন? কখনও নয়!

৬. আমাদের বোঝা উচিত ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর অন্য আরেকটি বক্তব্যকে, ***"এটা আল্লাহ্‌ ও তার ফেরেশতাদের সাথে কুফ্‌র করার মতো নয়।"*** তার এই বক্তব্যে বোঝা যায় যে, এটা বড় কুফ্‌র হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌ ও তাঁর ফেরেস্তাদের সাথে কুফ্‌রীর মতো নয়, কারণ আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন করলে একজন কাফের হয়ে যায়। তাদের এই কুফ্‌র ঐ কুফ্‌র থেকে ভিন্ন যেখানে আল্লাহ্‌ ও তাঁর ফেরেস্তাদের সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়।

বড় কুফ্‌র আমরা তখনই বলতে পারি যখন এটা আল্লাহ্‌র অধিকারের সীমা অতিক্রম করে, যেমন বিধান, আনুগত্য অথবা ভালবাসা। যদি এটা মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তবে এটা ছোট কুফ্‌র।

পরিশেষে, ইব্ন আব্বাসের رضي الله عنهما বক্তব্যকে সেই জালেমদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না, যারা *শরী'আহ্* পরিবর্তন করে। তাদের জন্য তরবারির আয়াত ব্যবহার করা উচিত, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و أحصروهم و أقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلوة و أتوا الزكوة فخلوا سبيلهم

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা তাওবাহ্ ৯: ৫]

ইমাম আহমদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেন, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,

أن نضرب بهذا (وأشار إلى السيف) من أمرنا رسول الله خرج عن هذا (وأشار إلى المصحف)

"রাসূল** صلى الله عليه وسلم **আমাদেরকে এটা দ্বারা তাদেরকে আঘাত করার নির্দেশ দিয়েছেন (তিনি তরবারিকে ইঙ্গিত করলেন) যারা এটা থেকে আলাদা (তিনি কুর'আনের দিকে ইঙ্গিত করলেন)।" [33]

এ কথার অর্থ পুরোপুরিভাবে তাই যা *আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ* ঘোষণা করেছে, যেখানে আল্লাহ্র নাজিলকৃত বিধান বাদে অন্য কিছু দ্বারা বিচার করা হয়; আর এ ঘোষণা হল- *শরী'আহ্* বা বিধানের কিছু পরিবর্তন করা হচ্ছে বড় কুফ্র *(কুফ্র আল-আকবর)*। যদি তারা *শরী'আহ্*-র বাস্তবিক প্রয়োগ করতে কিছু ব্যর্থ হয়, তবে এটাকে ধরা যেতে পারে ছোট কুফ্র *(কুফ্র আল-আসগার)*।

[33] মাজমুয়া আল-ফাতাওয়া, ৩৫ নং খন্ডে ইব্ন তাইমিয়াও একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিচার বিষয়ক প্রাপ্য সমস্ত আয়াত ব্যবহার করেছে, যেখানে বিদআতী লোকেরা শুধু সেই আয়াত ব্যবহার করেছে যা তাদের জন্য খাপ খায়। এই ব্যাপারে একমত হলে কেউই বিধানের ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما অথবা অন্য কারো বক্তব্য পাবেন না যেখানে বলা হয় "এটি শির্ক, তবে ছোট শির্ক"। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন,

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله و لو لا كلمة الفصل لقضى بينهم و إن الظالمين لهم عذاب اليم

"এদের কি এমন কতগুলো ইলাহ্ (বিধান দাতা) আছে যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি? ফয়সালা হয়ে না থাকলে এদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।"[34]

আমরা খুবই আশ্চর্য হই যে, যারা নিজেদেরকে *'সালাফ'* দাবী করে এবং ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর *'কুফ্র দূনা কুফ্র'* ব্যবহার করে, আর সবকিছুকে দোষারোপ করলেও তারা আল্লাহ্র নাজিলকৃত বিধান বাদে বিচার ফয়সালা করাকে দোষারোপ করে না।

৭. ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর বক্তব্য সত্যায়ন করতে ইব্ন মাসউদ رضي الله عنه ও তাই বলেছেন, যা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাছীরে এসেছে। যখন তাকে (ইব্ন মাসউদ) *রিসওয়া* (ঘুষ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলেন, "এটা হচ্ছে সুহত (অবৈধ সম্পদ)"। তখন আবারও জিজ্ঞেস করা হয়, "না, আমরা বিচার ফয়সালার ব্যাপারে বলেছি।" তিনি উত্তর দেন,

" ذاك الكفر "

[34] সূরা আশ-শুরা (৪২): আয়াত ২১

"এটা হচ্ছে কুফ্‌র"[35]

তাফ্‌সীর ইবনে কাসীর এবং *আকবার আল-ক্বাদাহ*-য় এর উল্লেখ আছে। কেন ইব্‌ন কাসীর رحمه الله এই আয়াতের ব্যাপারে মন্তব্য করেননি এবং তিনি নিজের মন্তব্য বাদে সাহাবা এবং অন্যান্যদের মন্তব্য এনেছেন? আসল ব্যাপার হল, যে দিকে মানুষ গুরুত্ব দেয় না তা হচ্ছে, ইব্‌ন কাসীর رحمه الله একজন জ্ঞানী ফকীহ্ ছিলেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বাস্তবতার কারণেই সাহাবার উদ্ধৃতির পর তারা তাদের মন্তব্য স্থান দিয়েছেন।"[36]

ইমাম ইব্‌ন কাসীর رحمه الله হুবুহু তাই করেছেন। বিচার ফায়সালার বিষয়ক আলোচনা সূরা মায়িদাহ-র ৪৪, ৪৫ এবং ৪৭ নং আয়াত থেকেই তিনি শুরু করেননি, বরং তিনি ৪০ নং আয়াত থেকে শুরু করেছেন এবং শেষ করেছেন ৫০ নং আয়াতে গিয়ে। এগুলোর দশটি আয়াত নিম্নরূপঃ

أ لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير

"তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই? যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন আর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।"

يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم و من الذين هادوا

[35] কুফ্‌র এবং শরীআহর দ্বারা বিচার করতে অক্ষম হওয়ার বিপথগামিতার ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমদের নিকট হতে অনেক উক্তি রয়েছে। যেহেতু আমদের আলোচনা শুধুমাত্র ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি নিয়ে, তাই সবগুলো উক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হল না। তবে "Allah's Governance on Earth" নামক গ্রন্থে সবগুলো উক্তি আনা হয়েছে যা এখন প্রক্রিয়াধীন।

[36] সূরা মায়িদার ৪৪ নং আয়াত তাফসীর ইবনে কাসীর দেখুন। এবং আকবার আল ক্বাদাহ্ খন্ড-১ পৃঃ ৪০-৪৫ দেখুন।

سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروا و من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي و لهم في الآخرة عذاب عظيم

"হে রাসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যারা কুফ্‌রীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়– যারা মুখে বলে, 'ঈমান এনেছি' অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে না। ইহুদীগণ মিথ্যা শ্রবণে তৎপর এবং (তাদের বন্ধু সম্প্রদায়ের) যেসব লোক কখনও তোমার কাছে আসেনি, এরা সেই অপর সম্প্রদায়টির জন্য নিজেদের কান খাঁড়া করে রাখে। শব্দগুলি যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে। তারা বলে, 'এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করবে এবং তা না দিলে বর্জন করবে।' আল্লাহ্ যার পথচ্যুতি চান, তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট তোমার কিছুই করবার নেই। তাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চান না; তাদের জন্য আছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।"

سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم و إن تعرض عنهم فلن يضربوك شيئا و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين

"তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী এবং অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত; তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করো। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"

و كيف يحكمونك و عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك و ما أولئك بالمؤمنين

"তারা তোমার উপর কিরূপ বিচারভার ন্যস্ত করবে অথচ তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত যাতে আল্লাহ্‌র আদেশ আছে? তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মু'মিন নয়।"

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا و الربانيون و الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله و كانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس و اخشون و لا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

"নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো; নবীগণ, যারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিল তারা ইয়াহূদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, আর বিধান দিত রাব্বানীগণ (রবের সাধক) এবং বিদ্বানগণ, কারণ তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের।"

و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصديق به فهو كفارة له و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون

"আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ এটা ক্ষমা করলে তা তারই পাপ মোচন করবে। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম।"

وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة و أتيناه الإنجيل فيه هدى و نور و مصدقا لما بين يديه من التوراة و هدى و موعظة للمتقين

"মারইয়াম তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলাম এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইনজীল দিয়েছিলাম; তাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো।"

و ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون

"ইনজীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ এতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসিক।"

و أنزلنا إليكم الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا و لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة و لكن ليبلوكم في ما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবে এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী'আহ ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তদ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন।"

وأن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهوائهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيراً من الناس لفاسقون

"অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ্ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, তারা এর কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে জেনে রাখ যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।"

أ فحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون

"তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?"[37]

শুধু তখনই ইব্ন কাসীর رحمه الله তার সময়ের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তার মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন, যা ছিল মোঘল আমলের কথা, যারা চেঙ্গিস খানের বিধানের দ্বারা বিচার ফায়সালা করতো। এই পরিস্থিতি আমাদের সময়েও ঘটছে। তিনি এবং আহমেদ সাকির رحمه الله যা বলেছিলেন তা সকলেরই জানা। সাধারণত ফক্বীহ্গন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং কোন বিষয়ে তার রায় প্রদানের পূর্বে সে প্রাসঙ্গিক সমস্ত আয়াত এবং ঐ আয়াতের হাদীস উল্লেখ করেন। এরপর অন্যান্য আলেমদের মন্তব্য আনেন। পরিশেষে, সমস্ত দলিল উপস্থাপনের পর ঐ বিষয়ের শেষে তার রায় ব্যক্ত করেন।

এ যাবত ইব্ন কাসীর رحمه الله -এর রায় সবচেয়ে জ্ঞানগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রত্যেকটি একক সমস্যার বিশেষ দিক যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। চলুন এই মহান শায়েখের বক্তব্য অধ্যয়ন করি।

"যে রাজকীয় নীতি দ্বারা তাতাররা বিচার ফয়সালা করতো, তা তাদের নেতা চেঙ্গিস খান থেকে নেওয়া হয়েছে, যে কিনা তাদের জন্য আল ইয়াসিক প্রবর্তন করেন। এটা এমন একটি আইন গ্রন্থ যেখানে বিভিন্ন শরীআহ্র সমন্বয়ে বিধান তৈরি করা হয়েছে। এতে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে। ঐ গন্থে তার নিজস্ব খেয়ালখুশী ও চিন্তাধারাও সন্নিবেশিত ছিল। এভাবেই, এটাকে অনুসরণ করে তার পুত্র বিচার-ফয়সালা করতো যে আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহর উপর এটাকে প্রাধান্য দিত। যে কেউ এটা করবে সে একজন কাফিরে পরিণত হবে। তার বিরুদ্ধে ততক্ষণ জিহাদ করতে হবে যতক্ষণ না সে আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর পথ অনুসরণ করে; কাজেই, তিনি বাদে অন্য কারোই অল্প কিংবা অধিক বিষয়ে বিচার করা উচিত নয়।"

ইব্ন কাসীর رحمه الله আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে (১৩ খন্ড) এ সম্পর্কে যা ব্যক্ত করেছেন তাও উল্লেখ করা হল,

"শেষ নবী মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ صلى الله عليه وسلم -এর উপর নাজিলকৃত শরী'আহ্ যে বাদ দেয় এবং বিচার-ফয়সালা করে এই শরী'আহ্ বাদে অন্য কোন বাতিল শরী'আহ্ দ্বারা, তবে সে হচ্ছে কাফের। কাজেই, তার ব্যাপারে কি হবে যে আল ইয়াসিক দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে এবং এটাকে ইসলামী শরিয়তের উপর প্রাধান্য দেয়? যে কেউই এরূপ করেছে, মুসলিমদের ইজমা অনুসারে সে ইতিমধ্যেই কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।"

এই শতাব্দী এবং বিগত শতাব্দীর ইমাম ও মুহাদ্দিস আল্লামা শায়েখ আহমদ মুহাম্মদ শাকির رحمه الله -এর বক্তব্যকে এই অংশে আনলে আরও জোড়ালো হবে। মিশরের এই বিখ্যাত কাজী যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা হল, *"এটা কি আল্লাহ্র শরীআহর বৈধ যে মুসলিমদের ভূমিতে মুসলিমদের বিচার করবেন পাদ্রী, ইউরোপের ধর্ম যাজকদের বিধান দ্বারা? যেখানে তাদের, এই বিধান এসেছে মিথ্যা এবং সংমিশ্রিত মতামত হতে। তারা তাদের বিধানকে পরিবর্তন করেছে এবং তাদের নফসের ইচ্ছানুযায়ী অর্থ প্রতিস্থাপন করেছে।*

না, এই বিদ'আতের উদ্ভাবক শরী'আহ্ বা এর লংঘন থেকে বেখবর। মুসলিমদেরকে এর দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি, শুধু তাঁতারদের সময় ছাড়া এবং

[37] সূরা মায়িদা (৫)ঃ আয়াত ৪০-৫০।

তা ছিল খুবই খারাপ সময়। সে সময়ে অনেক হানাহানি ও জুলুম হয়েছিল এবং তখন ছিল অন্ধকার যুগ।

কাজেই এই স্বচ্ছ বিদদআতী বিধান, যা সূর্যের মতো স্পষ্ট তা হল, আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া শাসন করা নিশ্চিত কুফ্‌র এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামের অনুসারী কোন ব্যক্তির এই ব্যাপারে কোন প্ররোচনা বা কোন অজুহাতের সুযোগ নেই। সে যেই হোক, ইসলামের উপর তাকে আমল করতে হবে, আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং এটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"[38]

এই ক্ষেত্রে আল্লামা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ﷺ -এর বক্তব্যকে আনা যায়। তিনি ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ﷺ -এর চাচাতো ভাই এবং আরবের প্রখ্যাত মুফতি। *শরী'আহ্‌* পরিবর্তন করার বিষয়ে তার বক্তব্য হচ্ছেঃ

"আসল কথা বলতে, কুফ্‌র দূনা কুফ্‌র হচ্ছে যখন বিচারক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে বিচার-ফয়সালা করে এই দৃঢ় প্রত্যয়ে যে, এটা হচ্ছে কুফ্‌রী। সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্‌র বিধান হচ্ছে সত্য কিন্তু কোন এক কারণে সে তা পরিত্যাগ করেছে। এরই পরম্পরায় যে আইন তৈরি করবে এবং অন্যদেরকে এটার অনুসরণ করতে বাধ্য করবে, তখন এটা কুফ্‌র হবে। যদিও সে একথা বলে, 'আমরা গুনাহ্‌ করছি এবং নাজিলকৃত বিধানের বিচার-ফয়সালা বেশি উত্তম। তা সত্ত্বেও এটা কুফ্‌র যা দ্বীন থেকে বের করে দেয়।"[39]

শরী'আহ্‌ পরিবর্তন করার বিষয়ে ঐ শায়েখ অন্যত্র আরও বক্তব্য পেশ করেছেন,

[38] হুকুম ইল জাহেলিয়াহ, ২৮-২৯পৃষ্ঠা, এবং ওমদাহ তাফসীর। আয়াত ৫০, সূরা আল-মায়িদা।

[39] মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম আল-আস শেখ এর ফতোয়া খন্ড-১২, পৃঃ ২৮০।

আর এটি (*শরী'আহ্‌* পরিবর্তনের কুফ্‌র) অনেক বেশী ব্যাপক, অনেক বেশী ভয়াবহ; এটি *শরী'আহ্‌*-র বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ঔদ্ধত্ব। আর এই ঔদ্ধত্ব প্রকাশ পায় যখন তারা আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলকে উপেক্ষা করে, *শরী'আহ্‌* কোর্টের সাথে সাদৃশ্য বজায় রেখে নতুন কোর্ট স্থাপন করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে, বিকৃতির নানা প্রয়াসের অংশ হিসেবে বহু জিনিসের জগা খিচড়ি পাকিয়ে বাতিলের ভিত্তি দাঁড় করায় ও তা প্রয়োগের ব্যবস্থা করে; বিচার ফয়সালা দেয়, ফয়সালা মানতে মানুষকে বাধ্য করে এবং বাতিলের হাতে বিচারের দায়িত্ব তুলে দেয়।

শরী'আহ্‌ কোর্ট যেখান বিধান দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব এবং নবীর সুন্নাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে সেখানে বর্তমানে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় আইন সমূহ বিবিধ মিথ্যা ও প্রবঞ্চক *শরী'আহ্‌* থেকে গৃহীত আইন দিয়ে তৈরি হয়। এটা কয়েকটি আইন পদ্ধতির সমন্বয়ে তৈরী যাতে রয়েছে ফ্রেঞ্চ (ফরাসি) আইন, আমেরিকান আইন, ব্রিটিশ আইন এবং অন্যান্য আইন। প্রচলিত এই *শরী'আহ্‌* আরও রয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিশেষের চিন্তা ধারা, এর মাঝে কিছু হল বিদ্‌আত আর বাদবাকি *শরী'আহ্‌* বহির্ভূত বিষয়।

এই ধরনের অনেক কোর্টই এখন ইসলামী শহরগুলোর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত।[40] যেগুলো প্রতিষ্ঠিত এবং সুসম্পন্ন। এগুলো দরজা উম্মুক্ত এবং একের পর এক মানুষ সেখানে ভিড় জমাচ্ছে। তাদের বিচারক তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করছে যা কিনা কিতাব এবং সুন্নাহর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। ঐ মিথ্যা *শরী'আহ্‌*-র বিচার তাদেরকে মানতে বাধ্য করা হয়। আল্লাহ্‌র *শরী'আহ্‌*-র উপর প্রতিস্থাপন করে তাদের উপর এটা আরোপ করা হয়। তাহলে আর কোন কুফ্‌র এই কুফ্‌র থেকে বেশি বিস্তৃত এবং স্বচ্ছ

[40] এই বক্তব্য ১৩৮০ হিজরিতে লেখা হয়েছে। যখন এই ধরনের কোর্টগুলোপ্রথম মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন ১৪২০ হিজরি, ১৯৯৯ সালে এই ধরনের কোর্ট সকল মুসলমানদের ভূমিতে রয়েছে।

হবে? এটা মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم যে, আল্লাহ্‌র রাসূল এই সাক্ষ্যের বিরোধিতা করার চেয়েও একধাপ বেশী।"[41]

৮. ফক্বীহগণ শুধু কুর'আন ব্যতীত অন্য আইনে শাসনকারীদেরই কাফির ঘোষণা দেননি, উপরন্তু তাদের আলেমদেরও কাফির বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

" إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم "

"নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ্ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।"

[সূরা আল-বাকারাহ (০২) ঃ আয়াত ১৭৪]

শাইখুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়া رحمه الله বলেন,

[41] আমাদেরকে এটার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে শায়েখ এই বার্তায় যা উল্লেখ করেছেন। এই বক্তব্য মূলতঃ ১৩৮০ হিজরীতে (১৯৬০ সালে) টেলিভিশনে দেওয়া বক্তব্য হতে সংগৃহীত। এটা ছিল আগাম সতর্কবাণী। আমাদের যুগে খুবই অবহেলিত হচ্ছে। এ কারণে এই বার্তার পুনোরুল্লেখ করা প্রয়োজন। আরবীতে লেখার ভঙ্গি এতই উচ্চ সম্পন্ন যে অনুবাদ করা খুবই কঠিন। আসল আরবী রূপ হচ্ছে কবিতার আদলে। এতে আট পৃষ্ঠায় যে তথ্য ভান্ডারের সম্পদ উপস্থাপন করা হয়েছে তা শুধু ফতোয়াই নয় বরং শায়েখের পক্ষ হতে ওসিয়াত (শেষ উপদেশ এবং ইচ্ছা)। এটা তার জীবনের শেষ বই যা ১৩৮৯ হিজরীতে (১৯৬৯ সাল) ৭৮ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। এখানে আমরা দেখতে পাই এই শতাব্দীর একজন বড় আলেমের প্রচন্ড আক্রমন তাগুত ব্যবস্থার প্রতি।

ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله واتبع الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مرتد يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة

"যদি কোন শায়েখ কুর'আন এবং সুন্নাহ্ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং এমন বিচারকের অনুসরণ করে যে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের শিক্ষা অনুযায়ী বিচার করে না, সে তখন একজন ধর্মত্যাগী এবং কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে যে দুনিয়াতে ও আখেরাতে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।[42]

৯. ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما আশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما আল হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ আছ ছাকাফী-এর সমসাময়িক। কাজেই আমরা সহজেই তা বর্ণনা করতে পারি। এখন যদি আল-হাজ্জাজ আমাদের সময়ে থাকতেন, তবে তার বিরোধিতা না করা মোটেও সমীচীন হবে না, কারণ *শরী'আহ্*-র পূর্ণ বাস্তবায়ন করেই সে ছিল একজন মুসলিম। তিনি (মুশরিকদের বিরুদ্ধে) জিহাদ করতেন এবং উম্মাহকে অনেক সুবিধা ও সম্পদ এনে দিয়েছিলেন। তার অপরাধ হচ্ছে মিশ্র *শরী'আহ্* নয় বরং তার নিজের ক্ষমতার জন্য তিনি মুসলিম এবং অমুসলিমদের হত্যা করতেন। কিন্তু বর্তমানে শাসকরা তাদের নিজেদের মিশ্র, ভ্রান্ত *শরী'আহ্*-র জন্য মানুষ হত্যা করে।

১০. ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما আল-হুসাইনকে শক্ত উপদেশ দিয়েছিলেন ইরাক থেকে আগত বনী উমাইয়াদের সাথে যুদ্ধ না করার জন্য। আল হুসাইনের প্রতি তার উপদেশ ছিল, যদি বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করতে চাইতো তবে তা ইয়ামেন থেকে আগতদের সাথেও তাই করতে হতো, ইরাক থেকে আগতদের সাথে নয়, যা ইতিহাসের অনেক বইতে বর্ণিত আছে। তথাপি আল হুসাইনকে তিনি বলেননি যে, সে একজন খাওয়ারিজ যদি সে বনী উমাইয়া অথবা আল-হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেত।

[42] আল ফতোয়া, ইবন তাইমিয়্যাহ খন্ড-৩৫, পৃঃ-৩৭৩।

এখন অন্য আরেকটি বিষয় অবশ্যই আলোচনা করতে হবে যা আমরা ফতোয়া, হুকুম *শরী'আহ্* এবং বিধানের পার্থক্যের পূর্বে আলোচনা করেছিলাম। আমাদের অবশ্যই বিধান এবং বিচার-ফয়সালার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

বিচার-ফয়সালা থেকে বিধান অনেক বিস্তৃত। বিচার ফায়সালা বিধানেরই একটি অংশ। এ কারণেই কোন বিচারক যদি আল্লাহ্‌র *শরী'আহ্*-র দ্বারা বিচার-ফয়সালা না করে, তখন বিধানের অন্য ধারার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে সে কি মুসলিম না কাফের? বিধান হচ্ছে আইন, বিচার-ফয়সালা এবং নির্দেশের বাস্তবায়নের সমন্বয়।

যদি সাময়িকভাবে *শরী'আহ্* বাদ দিয়ে সে বিচার-ফয়সালা করে, তখনও আল্লাহ্‌র বিধানই বলবত থাকে, তবে সেটা এক ধরনের কুফ্‌র তবে ছোট কুফ্‌র। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। যদি বিধান অক্ষত থাকে, তখন *শরী'আহ্*-র আইনের বাস্তবায়ন না হলে এটা হবে *কুফ্‌র দূনা কুফ্‌র*। যদি বিধান পরিবর্তন হয়, তবে সেটা হবে বড় কুফ্‌র। ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما -কে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল বিচার-ফয়সালার ব্যাপারে, বিধানের ব্যাপারে নয়। এটা ঐ সময়ে খাওয়ারিজদের মনে ছিল না।

১১. ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর সময়ের একটি ঘটনা বলা হচ্ছে যেটার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি, শুধুমাত্র একবার ঘটেছিল। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা এমন একজনের কথা বলছি যে কিনা আল্লাহ্‌র *শরী'আহ্*-র পরিবর্তে অন্য *শরী'আহ্* দিয়ে বিচার ফায়সালা করে, *শরী'আহ্*-র পরিবর্তন করে আইন তৈরী করে এবং এমন আইন করে যাতে যালেম শাসকদের সংশোধনের জন্য যারা চেষ্টা চালায় তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যায়। এ কারণেই সাহাবাদের সময়ের আলেমরা বলতেন এটা কোন ইস্যু নয়। কারণ কারো অন্তরেই এটা ছিল না যে, কেউ গোটা *শরী'আহ্* পরিবর্তন করবে।

১২. মানব রচিত সবকটি আইনই *আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা*-র প্রেক্ষিতে সরাসরি নেতিবাচক যা তৌহিদের একটি অংশ। মানব রচিত আইন অনুযায়ী সে ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা হয়, যে ঐ আইন মান্য করে এবং তাকে ভাল নাগরিকের শ্রেণীতে গণ্য করা হয় যদিও সে একজন পাদ্রী হয়। যতক্ষণ না

কেউ মানব রচিত বিধানের সাথে সংঘর্ষ করে, ততক্ষণ তাকে ভাল নাগরিকের কাতারে শামিল করা হয়। আর বিশ্বাসীগণ- যারা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দকে নিষেধ করে, তাদের দোষী, কুলাঙ্গার, জঙ্গীদের কাতারে ফেলা হয়। কিছু ক্ষেত্রে তাদেরকে ফাঁসিও দেওয়া হয়। কাজেই এটা কিভাবে সম্ভব যে, ঐ ধরনের নীতির লোকদের বাচাঁতে ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنهما -এর বক্তব্যকে ব্যবহার করা হবে।

কাফের, যালেম ও ফাসেক বিচারক

এই সকল মতোবিরোধের আলোকে, আমাদের জানা খুবই জরুরী যে, বিচার-ফয়সালা ব্যাপারে আমরা কোন ধরনের বিচারক নিয়ে কাজ করছি। শুধু তখনই আমরা সঠিক বিষয় উপস্থাপন করতে পারব এবং সে অনুযায়ী চলতে পারব। এখন আমাদের অবশ্যই কাফের, যালেম অথবা ফাসেক বিচারকের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে হবে।

১. কাফের বিচারকের উদাহরণ হচ্ছে, যখন বিচারের জন্য একজন জিনাকারী উপস্থাপন করা হয় এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে সে দোষী সাব্যস্ত হয়; কিন্তু ঐ বিচারক দোষীকে ইসলাম প্রবর্তিত শাস্তি প্রদান না করে অন্য কোন এক শাস্তি দেয় অথবা জরিমানা করে। যদি কুর'আনের আয়াত অথবা সহীহ্ হাদীসের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়, তখন ইসলামী আইন বাদে অন্য কিছু দ্বারা সে নিজেকে রক্ষা করতে চায়। জিনার শাস্তির ব্যাপারে সে বলে উঠে "এই ধরনের অপরাধের জন্য আমরা জেলে বন্দী রাখি অথবা আর্থিক জরিমানা করি"। তার ঐ কথা আল্লাহ্ তা'আলা-এর অধিকারের সীমা লংঘন করা নির্দেশ করে। আর এই বিচারক হচ্ছে পুরোমাত্রায় কাফের বিচারক।

২. জালেম বিচারক এই একই অপরাধ অথবা জিনার শাস্তির ক্ষেত্রে *শরী'আহ্*-কে অস্বীকার করবে না অথবা *শরী'আহ্* ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করতে চাইবে না। কিন্তু সে কিছু লোককে এই শাস্তি প্রদান করবে না, কারণ তার সাথে তাদের সম্পর্ক ভাল, তাদের সামাজিক মর্যাদা উঁচু অথবা ঘুষ নেওয়ার জন্য তা করবে না। অর্থাৎ জালেম শাসক *শরী'আহ্*কে অস্বীকার করবে না।

৩. এই একই অপরাধের ক্ষেত্রে ফাসেক বিচারক হচ্ছে যে *শরী'আহ্* মোতাবেক বিচার করে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নিজের সুবিধার্থে অথবা ভয়ের কারণে সে এমন কূট-কৌশল করে, যাতে সে এটা বাস্তবায়ন করা থেকে রেহাই পেয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, এই একই অপরাধের ক্ষেত্রে ধরে নেই, চার জন সাক্ষী আছে যারা জিনার ব্যাপারে সাক্ষী দিবে। বিচারক সম্ভবত এই বলে কারণ দর্শাবে যে, এদের মধ্যে একজন ভালভাবে দেখেনি। অন্যজন রমজান মাসে পানাহার করেছে, তখন তিনি তৃতীয় জনের সাক্ষ্য দিতে বাধা দিলেন। এই ধরনের বিচারক আল্লাহ্‌র বিধানের প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না। এই ধরনের পরিস্থিতি খুব কমই ঘটে।

এই হল তিন ধরনের বিচারকের সুস্পষ্ট বর্ণনা। আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, এমন কিছু বড় *ফিস্‌ক* এবং বড় *যুল্‌ম* আছে যা একজনকে ইসলামের গন্ডি থেকে সম্পূর্ণ বের করে তাকে কাফিরে পরিণত করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

"এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমের প্রতি সিজদা কর', তখন তারা সকলেই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত; সে জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? ওরা তো তোমাদের শত্রু। যালিম এর বিনিময় কত নিকৃষ্ট।" [সূরা আল-কাহফ ১৮ : ৫০]

এই আয়াতে শয়তান যে অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিল তা সত্যিই একটি *ফিস্‌ক* (অবাধ্যতার গুনাহ্) যা একজনকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কাজেই, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে শয়তান কাফের হয়ে গিয়েছিল, কারণ সে আল্লাহ্‌র আদেশ মানতে অস্বীকার করেছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

...يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"...'হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক করো না। নিশ্চয় শির্‌ক হচ্ছে বড় যুলুম।" [সূরা লুকমান ৩১: ১৩]

এই আয়াতে আবারও বলা হয়েছে যে শির্‌ক হচ্ছে বড় যুলুম। কাজেই এটা এমন এক ধরনের যুলুম যা একজনকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

কখন একজন মুসলিম খলিফার অবাধ্য হতে পারে?

খলিফার অবাধ্য হওয়া অথবা তার বিরুদ্ধে যাওয়া আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আ'হর আকীদাহ্ নয়, যদি না তা খুবই অত্যাবশ্যক হয়। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে খলিফার অবাধ্য না হতে, এমনকি সে যদি তোমার নির্মম সমালোচনা করে এবং তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে।

" ... قَالَ إِنْ كَانَ لِلَّهِ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطِعْهُ وَإِلَّا فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ ..."

"...যদি পৃথিবীতে কোন খলিফা থাকে, সে যদি তোমার নির্মম সমালোচনা করে এবং তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা সত্ত্বেও তার আনুগত্য কর, যদিও গাছের শিকড় চাবাতে চাবাতে তোমার মৃত্যু হয়।"[43]

যাহোক, এই হাদীসের প্রেক্ষাপট আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, এই হাদীস শুধু আপনাকে নির্মম সমালোচনার জন্য প্রযোজ্য, দ্বীনের ক্ষেত্রে নয় এবং এটা শুধু আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ক্ষেত্রে

[43] আবু দাউদ এবং আহমেদ কর্তৃক সংগৃহীত, হুযাইফা ইবন আল্ ইয়ামান কর্তৃক বর্ণিত।

প্রযোজ্য। সকল মুসলিমের সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য নয়। হালাল হারামের বিষয় ব্যতীত নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য খলিফার বিরুদ্ধে যাওয়া ঠিক নয়।

তোমার এবং তোমার গোত্রের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে যদি খলিফা যুলুম করে তবে তুমি তার বিরুদ্ধাচারণ কর না, বরং ধৈর্য ধারণ কর। কিন্তু যদি আল্লাহ্ তা'আলা -এর অধিকার খর্ব করা হয়, তবে তুমি সেই ধর্মত্যাগী খলিফার বিরুদ্ধে জিহাদ কর।

যদি আপনার শক্তি সামর্থ্য না থাকে, তবুও আপনাকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা *আসহাব-উল-উখদূদ* -এর ঘটনার অধিবাসীদের প্রশংসা করেছেন, যাদের কোন শক্তি বা *কুওয়াত* ছিল না। তারা সকলে রুখে দাঁড়িয়েছিল, যতক্ষণ না তাদের হত্যা করা হয়। এই সংক্রান্ত হাদীস সহীহ্ মুসলিমে আছে। আল্লাহ্ তা'আলা - এর অধিকার যা তিনি আমাদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে দিয়েছেন; সুতরাং *শরী'আহ্*-র ব্যাপারে প্রেক্ষাপট ব্যতীত হাদীস ব্যবহার করা উচিত নয়। তথাপি আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে বিপরীত মুখী কাজ করতে আমরা দেখি। এইসব লোকগুলো হচ্ছে তারা যারা বর্তমানে এই হাদীস আমাদের সম্মুখে তুলে ধরে! প্রসঙ্গত, কোথায় সেই খলিফা???

আমাদের বলা প্রয়োজন যে *আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ্*-এর কত অসংখ্য ইমাম জালেম শাসকের বিরুদ্ধে গিয়েছে অথচ তাদেরকে কেউই খাওয়ারেজ বলেননি। এটাও জানা যায় যে, এই শাসকরা কুফ্ফারও নয়। আমরা এমন কিছু ইমামের উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করব যারা শাসকের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা যুদ্ধও করেছিলেন।

১) আন-নাফ্স আয-যাকারিয়া যার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলি ইব্ন আবু তালিব যিনি ১৪৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছিলেন।

২) মুয়াবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান। যিনি হাসান ইব্ন আলী رضي الله عنه-কে খলিফা হিসেবে বাইয়াত দেওয়ার ৬ মাস ও ২দিন পর মতপার্থক্যের কারণে তার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন।

৩) সম্ভবতঃ সবার উপরে ইসলামী ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, আল-হুসাইন رضي الله عنه যিনি ইয়াজিদ ইব্ন মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন এবং যাকে কারবালার প্রান্তরে হত্যা করা হয়। কেউই একবারের জন্যও হুসাইন رضي الله عنه-কে খাওয়ারিজ বলেননি।

৪) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জুবাইর رحمه الله, যিনি আজ-জুবায়ের ইব্ন আওয়াম-এর পুত্র ছিলেন। তিনি বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং খলিফা থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন, সেই সাথে মদীনার আমীরকে বাইয়াত দিয়েছিলেন। তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তিন দিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

৫) খলিফা হাদি (১৭০হিঃ)-এর সময় ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ হুসাইন ইব্ন আলি ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলি ইবনে আবি তালেব মক্কা ও হিজাজের খলিফার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন যিনি ১৬৭হিঃ-তে ইন্তেকাল করেছিলেন।[44]

৬) ইমাম আবুল হাসান মূসা কাসিম ইব্ন জাকির আস-সাদিক ইব্ন মুহাম্মদ আল-বাকির খলিফা হারূন আর-রশীদ এর বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁকে আটক করা হয়েছিল, যতদিন না তিনি মারা যান। তিনি ১৮৩ হিঃ-তে ইন্তেকাল করেন।[45]

৭) ইমাম মুহাম্মদ বিন জাফর আস-সাদিক মক্কা ও হিজাজে থাকা অবস্থায় খলিফা মামুনের বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছিলেন।

৮) ইমাম আলি আর রিদা ইব্ন মূসা কাসিম ইব্ন জাফর আস-সাদিক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-কাসিম, খলিফা মু'তাসিম-এর সময় বিদ্রোহ করেছিলেন। তাকে আটক করা হয় এবং পরাভূত করা হয়।

---

[44] তারিখ আত তাবারি, খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা-৪১০।

[45] তারিখ আল-ইয়াকুবি, খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৭৫।

৯) ইব্রাহীম ইব্ন মূসা কাসিম ইব্ন জাফর আস-সাদিক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ইয়ামেনে অনেক লোককে হত্যা করেছিলেন।

১০) বর্তমান সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে, শায়েখ মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল ওয়াহ্হাব رحمه الله [১১১৬-১২০৬ হিঃ]। যিনি ওসমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, যাতে জাজিরার আরবরা মূর্তি পূজা ও অন্যান্য বিদ্আত পরিত্যাগ করে।

ইতিহাসবিদ অথবা *আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ্*-র কোন ইমামগণই এই ধরনের বিদ্রোহকারীদের খাওয়ারিজ বলেননি এবং ঐসব শাসকদের কুফ্ফারও বলেননি। তাহলে মুজাহিদদের ক্ষেত্রে কি হল? তারা সমস্ত দিক থেকেই স্পষ্ট কুফ্র দেখতে পাচ্ছে। আমরা এই বইতে তাদের বিরুদ্ধে অনেক দলিল ও হাদীস পেশ করেছি। এই দলিলগুলো সংখ্যায় অনেক এবং সহীহ আর বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যাধিক। অধিকন্তু, এই ধরনের শাসকেরা বাস্তবে দখলদার।

উপসংহার

কাজেই এটা প্রমাণিত যে, শুধু তারাই নয় যারা *শরী'আহ্* পরিবর্তন করে এবং যে কেউ আল্লাহ্র *শরী'আহ্* দ্বারা বিচার করতে ব্যর্থ হবে সেই কুফ্ফার। আসলে *শরী'আহ্*-র দ্বারা বিচার করতে ব্যর্থ হওয়াই হচ্ছে কুফ্র। যারা নিজেরা *শরী'আহ্* উদ্ভাবন করে, তারা কুফরের উপর কুফ্র (সবচেয়ে বড় কুফরের উপরের বড় কুফ্র) করছে। যারা নিজেদের *শরী'আহ্* শক্তির দ্বারা জনগণের উপর আরোপ করতে চায় তারা সবচেয়ে বড় কুফরের চাইতেও বড় কুফ্র করছে। আর যারা এই ধরনের কুফ্রকে জায়েয করছে তারা সকল কুফরের সবচেয়ে বড় কুফ্র করছে। এবং তারা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনকে বিকৃত করছে। তারা কুফ্র সম্পর্কে বক্তব্য দেয় এবং এটাকে হালালের আওতায় নিয়ে আসে।

তাহলে এটা স্পষ্ট যে, এই লোকেরা যারা মুসলিমদেরকে হত্যা করছে তাদের নিজেদের *শরী'আহ্*-র জন্য তারা এক ধরনের খাওয়ারিজ। পূর্বের খাওয়ারিজ এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, পূর্বের খওয়ারিজরা *শরী'আহ্* রক্ষার জন্য বিদ্আত করতো তার এই প্রক্রিয়ায় মুসলিমদেরকে আঘাত করতো ও হত্যা করতো। কিন্তু নতুন খাওয়ারিজরা মুসলিমদেরকে হত্যা করছে এবং তারা *শরী'আহ্*-কেও ধ্বংস করছে। পূর্বের খয়ারিজরা নেক্কার হিসাবে পরিচিত ছিল এবং তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে গোঁড়া ছিল। আর বর্তমান প্রজন্মের খাওয়ারিজরা কমই ইবাদত বন্দেগী করে। খাওয়ারিজদের বর্ণনার সাথে বর্তমান প্রজন্মের শাসকদের বিস্তর মিল আছে। কারণ তারা মুসলিমদের হত্যা করে এবং অমুসলিমদের ছেড়ে দেয় যেমন, বুখারি এবং মুসলিমে বর্ণিত আছে।

যাহোক, হে প্রাণ প্রিয় ভাইয়েরা, কল্পনা করুন আপনি সমস্ত দলিল প্রমাণাদি জানেন এবং এমন একটি সময় উপস্থিত যেখানে ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما-এর বক্তব্যকে বিভ্রান্তিকর ভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

বাস্তবে আমরা অশ্রুসিক্ত চোখে দেখতে পাই, একজন সচেতন যুবক ভাই কিভাবে একজন শায়েখের *তাক্লীদ* (অন্ধ অনুকরণ) করার মাধ্যমে দালালার (পথভ্রষ্টতার) দিকে পরিচালিত হয়। এই শায়েখরা ইব্ন আব্বাস رضي الله عنهما - এর কথার অপব্যবহার করে জনগণকে জালেম শাসকের বিরুদ্ধে চুপ থাকতে

এবং তাদের শ্রদ্ধা করতে অনুপ্রাণিত করে। উল্টা তারা জনগণকে উস্কানি দেয় তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, যারা এই জালেম শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করে।

এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৯৬ সালের লন্ডনের লুটনে যেখানে সেলিম আল হিলালী তার একটি ওয়াজে ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما -এর উক্তিটি ব্যবহার করেছিল। সেখানে তিনি মিথ্যাভাবে পেশ করেন যে, *তাওহীদ আল হাকিমিয়াহ*-এর ক্ষেত্রে বড় কুফ্‌র বলে কিছু নেই। তিনি দাবী করেন যে, ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما -এর উক্তি *(কুফ্‌র দূনা কুফ্‌র)* এর ব্যাপারে একটি *ইজমা* ছিল এবং আইনের ক্ষেত্রে কোন বড় কুফ্‌র নেই। যখন মুসলিম ভাইয়েরা তার এই বিষয়টি শুদ্ধ করার চেষ্টা করল, তখন তিনি ক্ষেপে গেলেন এবং অপমানকরভাবে দলিল পেশ করলেন এবং কোন কিছু শুনতে চাইলেন না। তিনি সবাইকে শান্ত হতে বললেন এবং শায়েখ আবু হাম্‌জা-এর সাথে বিতর্ক করা এবং *মুবাহালা*[46] করার একটি সময় ও তারিখ দেবেন বললেন। তিনি তার বক্তব্য চালিয়ে গেলেন এবং সাহাবার উক্তিকে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করে বর্ণনা করলেন। সে সময়ে শ্রোতামন্ডলী পূর্ণ ছিল কিন্তু তা বেশিক্ষণ চালানো যাচ্ছিল না। শাইখ হিলালীর বক্তব্যের অনুবাদক, আবু উসামা বললেন, "আমরা একটি সময় ও তারিখে বসার জন্য প্রতিজ্ঞা করছি। আপনারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেন যদি সে না বসে।" শায়েখ আবু হাম্‌জা এবং তার সহযোগী আপ্রাণ চেষ্টা করল তাদের দুজনকে একত্রে বসাতে, যাতে বিভ্রান্তি দূর হয়।

আবু হাম্‌জা এবং তার সহযোগীরা সমস্ত আয়োজন করল এবং তারা তাদের সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ করতে লাগল। এ সমস্ত কিছুই করা হচ্ছিল, যাতে তারা তাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে। কিন্তু এর পরিবর্তে তারা তাদের ওয়াজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা বাহিরে রক্ষী নিয়োগ করল এবং শায়েখ আবু হাম্‌জার সাথে তাদের তথাকথিত শায়েখের সাথে কথা বলতে অনুমোদন করল না। কাজেই, শায়েখ আবু হাম্‌জা ও তার সহযোগীদের কিছুই করার ছিল না, শুধু লুটন-এর ঘটনার এবং তাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার টেপ প্রকাশ করা ছাড়া।[47]

[46] *মুবাহালাঃ* আল্লাহ্‌র কাছে দুই পক্ষ হতে প্রার্থনা জানানো হয় যে, যারা মিথ্যা বলছে তাদের উপর যেন আল্লাহ্‌র গযব নিপতিত হয়।

[47] ঐ ক্যাসেটটি হচ্ছে "Question without Answers by Lying Hilaali" ।

আহ্বান

পরিশেষে আমরা প্রতিটি সৎ, সচেতন মুসলিমদেরকে অনুরোধ করব, যদি তারা জিহাদ করতে এবং জালিম শাসক ও তাদের বাহিনীদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে না পারে, তবে অন্তত যারা এটা করছে তাদের পথে কাঁটা হয়ে না দাঁড়ায়। এমনকি পথভ্রষ্ট খাওয়ারিজদের মতো দল, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, ওদেরকেও পরিত্যাগ করা উচিত। এবং এ দু'ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও কোন রকম পক্ষপাতিত্ব করা ঠিক নয়। এর কারণ খাওয়ারিজরা, যদিও তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত করে, তারা ইসলামের শত্রু আর জালেম শাসকেরা, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা-এর ইবাদত করে না তারাও আল্লাহ্‌র শত্রু - এই উভয় ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ করতে হবে। তাহলে তাদের কারো দ্বারাই আমরা ব্যবহৃত হব না।

শরী'আহ্‌ সমর্থনের জন্য আমরা বিশ্বের সমস্ত মুসলিমদের প্রতি আবারো মিনতি করছি। *শরী'আহ্‌*-র বাস্তবতা ও স্বচ্ছতার জন্য কোন শায়েখ বা সাহাবার উক্তির বিকৃত ব্যবহার অনুমোদন না করার অনুরোধ করছি। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের জিজ্ঞেস করবেন যে তাঁর আইন ও আদেশ আমাদের পরিবেশে বাস্তবায়নের জন্য আমরা কি করেছিলাম? যারা এই গুরু দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছিল কেন আমরা তাদের সাথে যোগ দেইনি? আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে *সিরাতুল মুসতাক্বীম*-এ পরিচালিত করুন এবং এর উপর *ইসতিকামত* (দৃঢ়) থাকার তওফিক দান করুন। আমিন॥

রহমত ও প্রশান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নবী صلى الله عليه وسلم এর উপর। আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাদের এই বই প্রকাশ করার তওফিক দান করেছেন। আমরা সকল সচেতন ভাই এবং বোনদের জন্য তাঁর রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মে লেখা হয়েছে।

১৯৯৬ সালের শরতে সম্পাদন করা হয়েছে।

This Book is Made by
Abdullah Arif
E-mail: arifbd87@yahoo.com

লেখক পরিচিতি

নাম– মুস্তফা কামিল মুস্তফা
কুনিয়াত– আবু হাম্‌জা আল-মিশরী
জন্ম– ১৫ই এপ্রিল, ১৯৫৮
জন্মস্থান– এলেক্সজেন্ডারিয়া, মিশর।
১৯৭৯ সনে তিনি ব্রিটেনে আসেন এবং সেখানের ব্রাইটন পলিটেকনিক-এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন।
১৯৯৭ সাল হতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি উত্তর লন্ডনের ফিন্সবারী পার্ক মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করেন।
'Supporters of Shari`ah' (শরী'আহ্-র সমর্থক) নামক একটি সংগঠনের তিনি নেতৃত্ব দিতেন।
তার বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা অপরাধ সাজিয়ে ২০০৪ সনের মে মাসে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরবর্তিতে ৭ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। তাকে বর্তমানে ব্রিটেনের বেলমার্স কারাগারে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ এই মহান বীর মুজাহিদ আলেমকে শীগ্রহী মুক্ত করুন।

লেখকের অন্যান্য কিছু গ্রন্থ–
- Allah's Governance on Earth
- Khawarij & Jihaad
- Beware of takfir
- Write Your Islamic Will
- The way to bring back Shari'ah

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেছেন যা ইন্টারনেটে অডিও আকারে পাওয়া যায়।